NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৫ শ্লীলতাহানি, কাঠগড়ায় তৃণমূল কর্মী

বিধায়ক ও আইপ্যাকের দুই কর্মীর নামে দুর্নীতির লিফলেট! ৫

কলকাতা ১৫ অক্টোবর ২০২৫ ২৮ আশ্বিন ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ১২৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 15.10.2025, Vol.19, Issue No. 123, 8 Pages, Price 3.00

পিএফে টাকা তোলার নিয়মে পরিবর্তন

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর: টাকা তোলার নিয়মে বড়সড় বদল আনল ইপিএফও। এবার তোলা যাবে নিয়োগকারীর টাকার একটা নির্দিষ্ট অংশও। তবে পেনশনের অংশের টাকা তোলার নিয়মে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি বলেই খবর।

এতদিন শুধুমাত্র নিজের জমানো টাকার একটা অংশ তুলতে পারতেন চাকরিজীবীরা। নয়া নিয়মে পেনশন ফান্ড বাদে নিয়োগকারী যে অংশ জমা করে অর্থাৎ নিয়োগকারীর জমা দেওয়ার ৩.৬৭ শতাংশ টাকাও তুলতে পারবেন কর্মীরা। অর্থাৎ নিজের জমানো টাকার ৭৫ শতাংশ ও কোম্পানির অংশের টাকাও তুলে নেওয়া যাবে সহজে, অ্যাপের মাধ্যমে। আগে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত সমস্যা, বিয়ে, অসুস্থতা-সহ কয়েকটি কারণেই তোলা যেত টাকা। জানা যাচ্ছে, এবার বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনও কারণ না দেখিয়েও টাকা তুলতে পারবেন কর্মীরা।

বেসরকারি চাকরিজীবীরাও ইপিএফও'র আওতায়। প্রতি মাসে কর্মীদের বেতনের একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক জমা পড়ে প্রভিডেন্ট ফান্ডে। পাশাপাশি নিয়োগকারী সংস্থার তরফে জমা হয় একটা অংশ। যার ৮.৩৩ শতাংশ জমা পড়ে পেনশন ফান্ডে। একাধিকবার এই প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমানো টাকা তোলার নিয়মে পরিবর্তন আনা হয়েছে। করোনাকালে চাকরিজীবীদের সুবিধায় পিএফের টাকা তোলার পদ্ধতি সরল করা হয়েছে। এখন অনলাইনে আবেদনের ৩ থেকে ৪ দিনের মধ্যেই অ্যাকাউন্টে মেলে টাকা। তবে নির্দিষ্ট কয়েকটি কারণে ও নির্দিষ্ট একটা অংশের টাকাই তোলা যেত এতদিন। সোমবার অছি পরিষদের বৈঠকে পিএফের টাকা তোলার নিয়মে ফের একাধিক বদলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর। প্রভিডেন্ট ফান্ডের এই নিয়ম বদলে বড়সড় স্বস্তিতে বেসরকারি কর্মীরা।

মিরিকে পরশ মমতার

ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়িতে ঢুকে খোঁজ স্বজনহারাদের, ত্রাণ বিলি দুর্গতদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্যোগ বিধ্বস্ত মিরিক ঘুরে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবারই ফের উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়েছেন তিনি। বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা কখনও পায়ে হেঁটে আবার কখনও গাড়িতে খতিয়ে দেখেছেন। কথা বলছেন মানুষের সঙ্গে, তুলে দিচ্ছেন ত্রাণ। সেই মতো মঙ্গলবার দুপুরে মিরিকে পৌঁছে যান প্রশাসনিক প্রধান। ধসে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়িতে ঢুকে স্বজনহারাদের খোঁজ নেন তিনি। তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর মিরিক না যাওয়া নিয়ে একটা ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল।

বিপর্যস্ত মিরিকের মানুষের পাশে থাকতে মঙ্গলবার সকালেই সেখানে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বজনহারা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। তাঁদের হাতে ত্রাণ তুলে দেওয়ার পাশাপাশি স্বজনহারাদের পাশে থাকার বার্তাও দেন প্রশাসনিক প্রধান। এছাড়াও মিরিকের রাস্তায় হেঁটে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করেন তিনি। পরে সেখানের একটি ত্রাণ শিবিরে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ বিলির পাশাপাশি পড়ুয়াদের হাতে খাতা পেন্সিল, ছোটদের হাতে খেলনা তুলে দেন তিনি।

মিরিক পরিদর্শন সেরে সুখিয়াপোখরিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি মেরামতির জন্য এলাকার বাসিন্দাদের হাতে তুলে দেন ১ লক্ষ টাকা। জানান, নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। পাশাপাশি দ্রুত অস্থায়ী ব্রিজ তৈরির আশ্বাস দিয়েছেন। জানা গিয়েছে, আজ হবে রিভিউ মিটিং।

উল্লেখ্য, রবিবার বিকেলেই উত্তরবঙ্গে পৌঁছেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দিনভর তিনি নাগরাকাটার একাধিক বিপর্যস্ত সেতু, রাস্তা, নদীবাঁধের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। ত্রাণ শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া মানুষজনের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি মৃতদের পরিবারগুলিকে আর্থিক সাহায্য ও সদস্যদের চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেন।

প্রবল বৃষ্টি এবং ভুটানের জলে সপ্তাহখানেক আগে কার্যত তছনছ হয়ে গিয়েছে উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি এলাকা। তড়িঘড়ি পরিস্থিতি সামাল দিতে ময়দানে নেমেছে রাজ্য। তখনই ছুটে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসনের প্রচেষ্টায় বিপর্যয় কাটিয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে পাহাড়। তবে বাড়ি ভেঙে যাওয়ায় এখনও বিভিন্ন এলাকার ত্রাণ শিবিরে রয়েছেন বহু মানুষ। অনেকের বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত। ধসের জেরে বন্ধ বেশ কয়েকটি রাস্তা। এই পরিস্থিতিতে দুর্গতদের সঙ্গে দেখা করতে গত রবিবার ফের উত্তরবঙ্গ গিয়েছেন মমতা। মঙ্গলবার সকালে মিরিকে যান তিনি। কথা বলেন দুর্গতদের সঙ্গে। সমস্যা জেনে দ্রুত তা সমাধানের আশ্বাস দেন।

মিরিকের রাস্তায় শিশুদের চিপস-চকোলেট দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশাখাপত্তনমে বিপুল লগ্নি গুগলের

এআই হাবে আপ্লুত মোদী

বিশাখাপত্তনম, ১৪ অক্টোবর: আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম শহরে ডেটা সেন্টার এবং এআই হাব তৈরি করছে গুগল। এর জন্য আগামী পাঁচ বছরে দেড় হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে টেক জায়েন্ট সংস্থা। এই খবর আগেই প্রকাশ্যে এসেছিল। এবার সেই সুসংবাদ দেশবাসীর সঙ্গে ভাগ করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, 'অন্ধ্রপ্রদেশের গতিময় শহর বিশাখাপত্তনমে গুগল এআই হাবের উদ্বোধনে আনন্দিত। বিকশিত ভারতের পথে বড় পদক্ষেপ।'

মঙ্গলবার মোদী নিজের এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'অন্ধ্রপ্রদেশের গতিময় শহর বিশাখাপত্তনমে গুগল এআই হাবের উদ্বোধনে আনন্দিত। এই বহুমুখী বিনিয়োগ, যার মধ্যে রয়েছে গিগাওয়াট-স্কেল ডেটা সেন্টারের পরিকাঠামো আসলে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি প্রযুক্তির গণতন্ত্রীকরণে একটি

শক্তিশালী শক্তি হবে। এটি সকলের জন্য এআই প্রযুক্তি নিশ্চিত করবে, আমাদের নাগরিকদের কাছে অত্যাধুনিক সরঞ্জাম সরবরাহ করবে, আমাদের ডিজিটাল অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে এবং প্রযুক্তি বিশ্বে ভারতের নেতৃত্বের স্থানকে নিশ্চিত করবে!'

২০২৮ থেকে ২০৩২ সালের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে গুগলের এই প্রকল্প। বছরে গড় অতিরিক্ত আয় ১০,৫১৮ কোটি টাকা অবধি হতে পারে। পাশাপাশি ডেটা সেন্টার এবং এআই হাব মিলিয়ে বছরে প্রায় ২ লক্ষ লোকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান হবে। ফলে প্রধানমন্ত্রীর বিকশিত ভারতের দাবি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

দিল্লিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে চুক্তি স্বাক্ষরের পর গুগলের ক্লাউড সিইও থমাস কুরিয়ান বলেন, 'আমরা আমেরিকার বাইরে বিশ্বের সমস্ত দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ করতে চলেছি।' কুরিয়ানের দাবি, ভবিষ্যতে ডেটা সেন্টারটি কয়েক গিগাওয়াটে পৌঁছবে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী নির্মলা সিতারমণ, অশ্বিনী বৈষ্ণব। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু এবং রাজ্যের তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী নারা লোকেশ। কেন্দ্র ও রাজ্যের মন্ত্রীরা ভারতের বিনিয়োগের জন্য ধন্যবাদ জানান গুগলকে। পরে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়ে টুইট করেন গুগলের সিইও ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুন্দর পিচাই।

দিল্লির বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা চারের

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর: পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে এক ডাক্তারির ছাত্রীকে 'গণধর্ষণের' ঘটনা নিয়ে শোরগোলের মধ্যে এ বার দিল্লির এক বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এক ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রীকে গণধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠল চার জনের বিরুদ্ধে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের একটি নির্মীয়মাণ জায়গায় ওই ছাত্রীকে টেনে নিয়ে যান চার জন। তার পর তাঁকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। রবিবারের ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পড়ুয়াকে গণধর্ষণের চেষ্টার ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, নির্যাতিতা বি টেকের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। তিনি পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন, চার জন মিলে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নির্মীয়মাণ ভবনে টেনে নিয়ে যান। তাঁর পোশাক টেনে ছিঁড়ে ফেলেন। তার পর চার জন মিলে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, দুপুর ৩টের সময় ময়দান গড়হি থানায় সাহায্য চেয়ে ফোন আসে। সেই ফোন পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশের একটি দল। তারা ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখে। প্রাথমিক ভাবে যৌন হেনস্থার অভিযোগ দায়ের করা হয়। পরে যদিও নির্যাতিতার বয়ানের ভিত্তিতে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশিও শুরু হয়েছে। দিল্লির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (দক্ষিণ) অঙ্কিত চৌহান জানিয়েছেন, ময়দান গড়হি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

সূত্রের খবর, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় প্রতিটি কোনায় সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে।

দুর্গাপুর ধর্ষণ-কাণ্ডে এবার গ্রেপ্তার নির্যাতিতার সঙ্গী

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরকাণ্ডে গ্রেপ্তার হলেন নির্যাতিতার সহপাঠীও। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পুলিশ কমিশনার সাংবাদিক বৈঠক করার অনতিবিলম্বে ওই যুবককে পাকড়াও করে পুলিশ। ডাক্তারি ছাত্রীর ধর্ষণের ঘটনায় গ্রেপ্তারির সংখ্যা বেড়ে হল ছয়।

দুর্গাপুরের ডাক্তারি পড়ুয়াকে ধর্ষণ করেছেন এক জনই। ঘটনাস্থলে উপস্থিত বাকিদের ভূমিকা কী ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মঙ্গলবার ঘটনার চার দিন পর এমনই জানিয়েছে পুলিশ। মঙ্গলবারই নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে। দুপুরে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে পরানগঞ্জের সেই জঙ্গলে যায় পুলিশ। সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠকে আসানসোল-দুর্গাপুরের কমিশনার সুনীলকুমার চৌধুরী বলেন, 'নির্যাতিতার সহপাঠীর ভূমিকাও সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়।' তিনি জানান, সহপাঠী শুক্রবার রাতে ঘটনার সময় যে পোশাক পরেছিলেন, সেগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সমস্ত অভিযুক্তের ডিএনএ পরীক্ষা হবে।

মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটার সময় ডিসি (পূর্ব) অভিষেক গুপ্তার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার পুনঃনির্মাণ করে। গত শুক্রবার রাতের আতঙ্ক, পুলিশের সামনে ঘটনার পুরো চিত্র তুলে ধরে মূল অভিযুক্ত।

ঘটনাস্থলে মূল অভিযুক্ত শেখ নাসিরউদ্দিন ওরফে সম্রাট এবং ঘটনার দিন নির্যাতিতার সঙ্গে থাকা সহপাঠীকেও আনা হয়। শুক্রবারের রাতে ঠিক কীভাবে ওই নির্মম ঘটনা ঘটানো হয়েছিল, তার বিস্তারিতভাবে পুলিশকে দেখায় অভিযুক্ত ও সহপাঠী। এদিন ধৃতদের শুক্রবারে পরিহিত পোশাক বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। ফরেনসিক নমুনা সংগ্রহের জন্য পোশাকগুলি পাঠানো হয় ল্যাবে।

'অনুমতি পেলে তবেই গ্রেপ্তারি'

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার রাজ্যের নানা ইস্যুতে ফের রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র সুরে আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। দুর্গাপুর ধর্ষণকাণ্ডে অভিযুক্তের দেরিতে গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, 'অনুমতি নিতে হবে তো! বিশেষ সম্প্রদায় তো।'

রাষ্ট্রপতি শাসনের ইঙ্গিত রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'বাংলার মানুষ রাষ্ট্রপতি শাসন চাইছেন।' দুর্গাপুর গণধর্ষণকাণ্ডে নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করার পর এমনই মন্তব্য করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মঙ্গলবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাংবিধানিক ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু সর্বসমক্ষে তিনি এ বিষয়ে কিছু বলবেন না। দুর্গাপুরের এই ঘটনার পর যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে বলেও স্পষ্ট করেছেন তিনি।

রাজ্যের শাসকদলের তরফ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই এই ধরনের মন্তব্য করছেন রাজ্যপাল। রাজ্যপালের ইঙ্গিতে এদিন স্পষ্ট, রাজ্যে যেভাবে পর পর ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে, একাধিক জায়গায় অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ উঠছে, সেখানে দাঁড়িয়ে বাংলার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

উল্লেখ্য, সোমবার দুপুর আড়াইটার সময় তিনি হাওড়া স্টেশন থেকে গাড়িতে চেপে দুর্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। দুর্গাপুরের যে বেসরকারি হাসপাতালে নির্যাতিতা চিকিৎসাধীন, সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন তিনি। নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও দেখা করেন। দুর্গাপুর যাওয়ার আগেই হাওড়ায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানিয়েছিলেন, আগে তিনি নির্যাতিতার সঙ্গে কথা বলে পুরো বিষয়টি জেনে মন্তব্য করবেন। নির্যাতিতার সঙ্গে কথা বলে বাংলা রাষ্ট্রপতি জারি সম্পর্কে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত দেন।

বিহারের ভোটে প্রথম প্রার্থীতালিকা প্রকাশ পদ্মের

পাটনা, ১৪ অক্টোবর: বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রথম প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করল বিজেপি। প্রথম তালিকায় ৭১ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বিহারের দুই উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরি এবং বিজয়কুমার সিংয়েরই নাম রয়েছে প্রথম প্রার্থীতালিকায়। তবে তালিকায় নাম নেই বিধানসভার স্পিকার নন্দকিশোর যাদবের।

বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট এ বারের নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন পারিবারিক ঘাঁটি তারাপুর থেকে। অতীতে সম্রাটের বাবা শকুনি চৌধরি এবং মা পার্বতী দেবী, উভয়েই তারাপুরের বিধায়ক ছিলেন। তবে বর্তমানে সম্রাট বিধায়ক পদে নেই। তিনি বিহারের বিধান পরিষদের সদস্য। যে আসনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, সেটিও গত দেড় দশক ধরে রয়েছে নীতীশ কুমারের জেডিইউয়ের হাতে। তারাপুরে ২০২১ সালের উপনির্বাচনেও জেডিইউ জয়ী হয়েছিল এখান থেকে। এ বারের আসন সমঝোতায় জোটসঙ্গী বিজেপিকে ওই আসনটি

ছেড়ে দিয়েছে নীতীশের দল।

বিহারের অপর উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয়কুমার এ বারও লড়ছেন তাঁর ঘাঁটি লখীসরায় থেকে। ২০১০ সাল থেকে পর পর তিন বার এখান থেকে জয়ী হয়েছেন তিনি। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে প্রথম তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন বিহারের বিধানসভার স্পিকার তথা বিজেপি বিধায়ক নন্দকিশোর। গত দেড় দশক ধরে পাটনা সাহিব বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তিনি। বিজেপি প্রথম তালিকায় পাটনা সাহিবের প্রার্থী ঘোষণা করেছে ঠিকই, তবে বেছে নেওয়া হয়েছে অন্য কাউকে। নন্দকিশোরের পরিবর্তে ওই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রত্নেশ কুশওয়াহা।

এ ছাড়া বিহারে বিজেপির প্রথম সারির বেশ কয়েক জন নেতারও নাম রয়েছে প্রথম তালিকায়। কাটিহার থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তারাকিশোর প্রসাদ। পাশাপাশি দানাপুর থেকে রামকৃপাল যাদব, গয়া থেকে প্রেম কুমার, সিওয়ান থেকে মঙ্গল পাণ্ডে এবং সহরসা থেকে অলোকরঞ্জন ঝা-কে প্রার্থী করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিহারের ২৪৩টি বিধানসভা আসনের মধ্যে বিজেপি এবং জেডিইউ। দুই দলই সমানে সমানে আসন ভাগাভাগি করেছে। দুই দলই ১০১টি বিধানসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। ২৯টি আসনে লড়াই করবে অধুনাপ্রয়াত রামবিলাস পাসোয়ানের পুত্র চিরাগ পাসোয়ানের দল এলজেপি (আর)। জিতনরাম মাঝীর হিন্দুস্থানি আওয়াম মোর্চা (হাম) এবং উপেন্দ্র কুশওয়াহার রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা (আরএলএম) লড়াই করবে ছ'টি করে আসনে।

ঘটনাচক্রে, এই প্রার্থীতালিকা প্রকাশের কিছু ক্ষণ আগেই সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেন উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট। সেখানে তিনি লেখেন, 'এনডিএ দলগুলির মধ্যে আসন বণ্টনের বিষয়টি ভাল ভাবে আলোচনা করে সমাধান করা হয়েছে। কোন দল, কোন আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, তা নিয়ে আলোচনাও চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।' ওই আলোচনাও ইতিবাচক বলে লিখেছেন তিনি। একই সঙ্গে তিনি আরও লেখেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিইউ নেতা নীতীশের নেতৃত্বে এনডিএ শিবিরের সব দল একজোট রয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৩/১০/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪০০৬ নং এফিডেভিট বলে Prafulla Ghosh S/o. Ajit Kumar Ghosh ও Prafulla Kr. Ghosh S/o. A. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৫/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৯৩১ নং এফিডেভিট বলে Sekh Matiur S/o. Altab Sk ও Sk Matiur S/o. Altab সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৪/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫০৪৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Debabrata Bhar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sailendra Bhar ও S. N. Bhar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/১০/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Somenath Ganguly ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Debabrata Ganguly ও D Ganguly সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/১০/২০২৫ S.D.E.M., চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে ২৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Rabin Aheri S/o. Ganesh Aheri নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Ajim Mallick নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া মুসলিম ধর্মাবলম্বী হলাম।

নাম-পদবী

গত ০৯/১০/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ১১৫৫৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Gobinda Chandra Majumder S/o. Late Anil Chandra Majumder, R/o. 248, Shibtala Street, Bhadrakali, Uttarpara, Hooghly-712232 ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Sayani Majumder) মাধ্যমিক WBBSE Admit Card vide Roll G1812 No. 0208, Registration No. G1082042-098 সার্টিফিকেটে আমার সঠিক নাম Gobinda Chandra Majumder-এর পরিবর্তে Gobinda Majumder লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি, Gobinda Chandra Majumder ও Gobinda Majumder S/o. Late Anil Chandra Majumder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৪/১০/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে ৯৮৪৯ নং এফিডেভিট বলে Sujit Kumar Singh S/o. Krishna Singh, R/o. Baral Prasadpur, Mogra, Polba, Hooghly ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Roshni Singh) জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 1071 Dtd.15/12/2010) আমার সঠিক নাম Sujit Kumar Singh -এর পরিবর্তে Sujit Singh লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Sujit Kumar Singh ও Sujit Singh S/o. Krishna Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

LICI পলিসি নং 426373075 এতে নাম Shahjahan Mondal, S/o- Ramjan Mondal আছে। গত 02/09/2025 বহরমপুর S.D.E.M(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Sourav Ali Sk, S/o- Ramjan Sk নামে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৯/২০২৫ তারিখে S.D.E.M., চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে ৫০ নং এফিডেভিট বলে Sk Nazrul Islam Sarkar S/o. Md Hossain Sarkar, R/o. Dhamasin, Itachuna, Pandua, Hooghly ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার S.B.I. Bank, Pandua Branch, Hooghly পাসবুক-এ আমার সঠিক নাম Sk Nazrul Islam Sarkar-এর পরিবর্তে Sk Nazrul Islam লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Sk Nazrul Islam Sarkar ও Sk Nazrul Islam S/o. Md Hossain Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ১৪/১০/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে ৯৮৪১ নং এফিডেভিট বলে আমি Harjeet Kaur (old name) W/o. Balbinder Singh, R/o. Nandibagan, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Harjit Kaur (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Harjeet Kaur ও Harjit Kaur W/o. Balbinder Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/১০/২০২৫, নোটারী পাবলিক, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে ২৪২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Alluddin (old name) S/o. Late Habil Sekh, R/o. Baneswarpur, Balagarh, Hooghly-712515, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk. Alauddin (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sk. Alluddin & Sk. Alauddin S/o. Late Habil Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **Rupsona Bibi W/O Asraf Ali**, residing at Vill- Kanchra, P.O. Masundi, P.S. Ketugram, Dist. Purba Bardhaman, do hereby declare that in my Union Bank of India Pass Book being A/c No. 482902130000269 my name wrongly recorded as **"Rupai Khatun" W/o. Asrof Ali** in place of my actual name **"Rupsona Bibi" W/O Asraf Ali. "Rupsona Bibi" W/O Asraf Ali** and **"Rupai Khatun" W/o. Asrof Ali** is the same and one identical person through Sub-Divisional Executive Magistrate Court Katwa, PurbaBardhamandt. 29.08.2025.

CHANGE OF NAME

I, **Ashim Ghosh S/O Sri Sailen Ghosh**, residing at Manikdanga Road, Tegharia, P.O. JUgberia, P.S. Ghola, Dist. North 24 Parganas, Pin. 700110, West Bengal, do hereby declare that my wife "Shaswati Ghosh" died on 02.08.2025. In my wife Shaswati Ghosh's death certificate her father's name wrongly recorded as **"Raghunath Ghosh"** in place of actual name **"Raghu Deb Ghosh"**. **"Raghu Deb Ghosh"** and **"Raghunath Ghosh"** are the same and one identical person through notary at Barrackpore Court, North 24 Pgs., dt. 26.09.2025.

নাম-পদবী

আমি মিঠু মন্ডল ১১-৯-২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তেহট্ট কোর্টে এফিডেভিটে আমি Mithu Mandal S/o- Akkas Mandal ও Mithu Mondal S/o- Akkach Mondal উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

আমি বাপ্পা রুল বিশ্বাস ৯/১০/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা Sabdulla Biswas ও Saddulla Biswas উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

PUBLIC NOTICE

"এক দিন" পত্রিকায় ৪ঠা জুলাই ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের প্রেক্ষিতে, যা শ্রীমতী কৃষ্ণা সরকার, স্বামী প্রয়াত অসিত কুমার সরকার, বাসিন্দা—B2/1, EKTP, ফেজ-III, কলকাতা – ৭০০১০৭ সংক্রান্ত সম্পত্তি হস্তান্তর বিষয়ে ছিল, এই মর্মে স্পষ্ট করা যাচ্ছে যে বিক্রয় দলিল নম্বর ভুলবশত ৩৫৮ উল্লেখ করা হয়েছে।সঠিক বিক্রয় দলিল নম্বরটি হল ১৯৯৬ সালের ৩৫৬।সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে অনুরোধ করা হচ্ছে এই সংশোধনটি গ্রহণ করার জন্য।ত্রুটির জন্য দুঃখিত

নোটিশ

"এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, শ্রীমতি সুদত্তা মল্লিক, সংশ্লিষ্ট জমির পরিমাণ আনুমানিক ০১ ছটাক সমপরিমাপ ১.৭৫ ডেসিমেল এবং তদস্থিত নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৩০০ বর্গফুট কমবেশি মৌজা : উদয়রাজপুর, জেএল নং ৪৩, আরএস নং ৬, খতিয়ান নং ৩০৯, দাগ নং ৭৮৩/১৪৫৪, হোল্ডিং নং ২, সেন্ট্রাল বাই লেন, মধ্য পাড়া, থানা : বারাসত বর্তমানে মধ্যমগ্রা, ওয়ার্ড নং ১২, স্থানীয় মধ্যমগ্রাম পুরসভা অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, দলিল নং ৬৭৯৫-১৯৯৩, দলিল নং ৯৯১ -১৯৯৫ এবং দলিল নং ৩৫৮৬-২০০২ এর বর্তমান মালিক এবং সংশ্লিষ্ট দলিলগুলি স্থানান্তরিত/হারিয়ে গিয়েছে বর্তমান মালিকের হেফাজত থেকে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মধ্যমগ্রাম থানায় জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ৭৪০ তারিখ ১১.১০.২০২৫ দায়ের করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও আপত্তি/দাবি থাকলে অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট ৭ দিনের মধ্যে নোটিশ পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিমান কুমার দাস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
অ্যাডভোকেট
১২/২ ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩-৪০০৩-৮৯৫২
মো : ৯৮৩০২৩৮৮৩৬

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা সর্ব সাধারনের অবগত করা হইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী বাপী বাস্কে**, পিতা- দুর্গা বাস্কে, পেশা- ব্যবসা, সাং- কনিকার, পোঃ- ভান্ডারহাটি, থানা- ধনিয়াখালী, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২৩০১-র স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছেন এবং উক্ত ব্যক্তি তপশীল উপজাতি (Schedule Tribe) শ্রেনী ভুক্ত হইতেছেন। উক্ত ব্যক্তি হুগলী জেলার গুড়াপ থানার অধীন ১৬৬ নং জে.এল. ভুক্ত দুর্গাপুর মৌজাস্থিত ৮৫৬ নং হাল খতিয়ান ভুক্ত সাবেক দাগ- ১১০, হাল ১১৬ নং দাগে ১২ শতক, সাবেক দাগ ১০৮তথা হাল ১২৪ নং দাগে ১২ শতক ও সাবেক ১২১ তথা হাল ১৪১ নং দাগে ২৩ শতক একুনে তিনটি দাগে মোট ৪৭ শতক পরিমিত সম্পত্তি মালিক ও ভোগ দখলীকার হইতেছে এবং ঐ ব্যক্তি উপরোক্ত সম্পত্তি তপশীল উপজাতি শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে বা অন্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহন করিয়া বর্তমান সর্ব্বোচ্চ বাজারোচিত মূল্যে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যদি তপশীল উপজাতি শ্রেনীভুক্ত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ বা অন্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিতে ইচ্ছুক হইলে অত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে আমার সহিত অথবা আমার মক্কেলের সহিত যোগাযোগ করিবেন অন্যথায় দাবী দাওয়া বাতিল বা নামঞ্জুর বলিয়া গন্য হইবে।

শান্তনু ঘোষাল (এ্যাডভোকেট)
শিবপুর, খাজুরদহ, হুগলী-৭১২১৪৯,
মো: ৭০০৩৭১৬৪৫০

বিজ্ঞপ্তি

জনাই রেজিস্ট্রার অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ইংরেজি ৩০/০৮/২০১৯ তারিখে ৬৬১ নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১| সেখ ওসমান আলী ২| সেখ আক্কাস আলী কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছে উক্ত আমমোক্তার বলে আমার মক্কেল সেখ এবাদুল মোল্লা কে ০৮/০৭/২০২৫ জনাই রেজিস্টার অফিসে রেজিস্টীকৃত ৬৮১২ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে মৌজা কৃষ্ণরামপুর জে.এল নং ৫৯ হাল দাগ নং ১৬৩৬ হাল খতিয়ান ২১৯নং হইতে কমবেশী ১ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছে উপরোক্ত সকল আমার মক্কেল চন্ডীতলা - ১ নং বি এল এন্ড এল আর ও মশাট চন্ডীতলা হুগলি অফিসে মিউটেশন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। যদি উক্ত আমমোক্তার দাতা বা অন্য কোন ব্যক্তির কোন রকম অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের দিন হইতে আগামী ০১ মাস সময়ের মধ্যে উক্ত ভূমি দপ্তরে অভিযোগ জানাতে হইবে, নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

Sd/-
Amrita Banarjee
Advocate
Shrirampur Court

Howrah Municipal Corporation

Borough-I
28, Shree Aurobinda Road-711106
Ph: 033-2655-7187
TENDER NOTICE
NIT.: TN/02/AE/B-I/25-26, Date: 11.10.2025

For details Please refer to Borough-I, Notice Board. And Website (**www.hmc.gov.in**) & **wbtenders.gov.in**. Last Date of Application : **03.11.2025**.

Sd/-
Assistant Engineer
Borough-I, H.M.C.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী রাজেশ রাম** (০৫/০৩/২০২১, D.S.R-II, হুগলী, I-1896/2021 নং আমমোক্তারনামা) ও **২)শ্রী বিষ্ণু রাম** উভয়ের পিতা ৺দোয়ারকা রাম, সাকিম ১নং নেতাজী পার্ক, লিচুবাগান, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, **৩)শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী** স্বামী টন্ডন সাউ, **৪)শ্রীমতী কুসুম সাউ ওরফে কুসুম দেবী** স্বামী বিজয় সাউ, **৫)শ্রীমতী কমলা দেবী** স্বামী সুরেশ প্রসাদ গুপ্তা (২-৫ নং সকলে যৌথ ভাবে ০২/০২/২০১৫, A.D.S.R, চুঁচুড়া, হুগলী, IV-0024/2015 নং আমমোক্তারনামা) এবং **৬)শ্রীমতী লছমী দেবী** স্বামী মহেশ প্রসাদ গুপ্তা (২৫/০৭/২০১৬, A.D.S.R, চুঁচুড়া, হুগলী, IV-0294/2016 নং আমমোক্তারনামা) মহাশয়/মহাশয়াগণ **৭)শ্রী নারায়ন রাম** পিতা ৺দোয়ারকা রাম, সাকিম ১নং নেতাজী পার্ক, লিচুবাগান, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং **৮)হর্ষা গুপ্তা** পিতা ৺অশোক কুমার রাম ওরফে আশোক রাম (১৪/০৬/২০১৯, D.S.R-I, চুঁচুড়া, হুগলী, IV-0315/2019 নং আমমোক্তারনামা) মহাশয়া **৯)শ্রীমত্যা বিদিশা সান্যাল** স্বামী ৺অশোক কুমার রাম মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত শ্রী নারায়ন রাম ও শ্রীমত্যা বিদিশা সান্যাল, ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে এবং উক্ত সম্পত্তির অপর শরিকদ্বয় **১০)শ্রী রামায়ন রাম গুপ্তা** ও **১১)শ্রী অর্জুন গুপ্তা** উভয়ের পিতা ৺দোয়ারকা রাম, স্বয়ং ক্ষমতা বলে যৌথ ভাবে বিগত ইং ০৩/০৮/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১)I-05398/2021 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সায়েদ আহমেদ পিতা মরহুম মহম্মদ আজিমুল্লা মহাশয়কে ০২ কাঠা সম্পত্তি ও ২)I-05400/2021 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে যৈবুন্নেসা স্বামী সায়েদ আহমেদ উভয়ের সাকিম ৬৩ শিবপুর প্রথম লেন, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২ মহাশয়াকে ২ কাঠা ০১ ছটাক সম্পত্তি, একুনে দুইটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করেন। তপশীল- জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা বড়খেজুরিয়া, ৪৯ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৮৩৭, ৮৩৮, ৮২৬, ৮২৭, ৮২৪, ৮২৫, ৮২৩, ৮২৮, ৮২২ ও ৮৩৬ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৩৩৬ নং দাগে ডাঙ্গা জমি ষোল আনায় ১০ শতকের মধ্যে **১)সায়েদ আহমেদ** মহাশয়কে ০২ কাঠা সম্পত্তি ও **২)যৈবুন্নেসা** মহাশয়াকে ক)১০ ছটাক ৪৩ বর্গফুট সম্পত্তি এবং খ)উক্ত মৌজায় হাল এল.আর. ৭৪৪, ৭৪৯, ৭৪৮, ৭৪৩, ৭৪২, ৭৪৫, ৭৪৭, ৭৪৬, ৭৫০ ও ৭৪০ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৩৩২ নং দাগে বাস্তু জমি ষোল আনায় ২২ শতকের মধ্যে ১৪ ছটাক ৩৩ বর্গফুট সম্পত্তি এবং গ)উক্ত মৌজায়, হাল এল.আর. ৭৪৪, ৭৪৯, ৭৪৮, ৭৪৩, ৭৪২, ৭৪৫, ৭৪৭, ৭৪৬, ৭৫০ ও ৭৪০ নং খতিয়ানে, আর.এস. ২৫৬/৩৭০ তথা হাল এল.আর. ৩৭০ নং দাগে ডাঙ্গা জমি ষোল আনায় ৪৬ শতকের মধ্যে ০৭ ছটাক ১৪ বর্গফুট সম্পত্তি, একুনে **যৈবুন্নেসা** মহাশয়াকে তিনটি দফায় মোট ২ কাঠা ০১ ছটাক সম্পত্তি, অত্র দুইটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত **১)সায়েদ আহমেদ** ও **২)যৈবুন্নেসা** তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.

(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 206, 230, 235, 251, 285, 304(2nd Call)/ 25-26 and NIeT-347 to 351/2025-2026, Dated- 14-10-2025

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at Murshidabad, Purba Medinipur, Bankura, North 24 Parganas and Burdwan Hooghly District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **15-10-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **03-11-2025 upto 3.00 pm**

Date: 14.10.2025 **Sd/- Executive Engineer**

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067

NOTICE

Notice Inviting e-Tender for making different Wooden Furniture for the Guest Rooms and Dormitory at the Ground Floor of the Purulia District Office Building of The WBSCARD Bank Ltd. located at Collectorate Compound, Beside DIC Building, P.O. & Dist.-Purulia, Pin- 723101, has been issued under **Memo No. 45/Part-VIII/Admn./1233 dated October 07, 2025** & uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2025_SCARD_917139_1** from eligible/bonafide and resourceful Contractors/ reputed Engineering Firms/Companies / Engineers' Co-operative Societies having adequate credentials in making or supply & installation of wooden furniture. The last date for submission/uploading of Bid through online is **October 28, 2025**.
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/www.icmard.org**

October 08, 2025 **Sd/- Managing Director**

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-36/2025-26 Dated 22.09.2025
Time Extension Notice

The Last date of online submission has been extend up to 04.11.2025 in place of 09.10.2025 for **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_908084_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Electrical) ADDA. **Sd/- Exe. Engr. (Electrical), ADDA**

ULUBERIA MUNICIPALITY

TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. - WBMAD/UM/310/e-Tender/2025-26 Dated: 13.10.2025

(Construction of cement concrete road, Drain, B/T road, Drain & Bullah Pilling in different ward under Uluberia Municipality of 176 Uluberia Purba A.C. Under APAS 2025p.)
Details are available in the www.wbtender.gov.in

Sd/- Executive Officer, Uluberia Municipality

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067

NOTICE

Notice Inviting e-Tender for Screed Concrete Work at 2nd Floor Roof of the Purulia District Office Building of The WBSCARD Bank Ltd. located at Collectorate Compound, Beside DIC Building, P.O. & Dist.- Purulia, Pin – 723 101, is invited under **Memo No. 2469/Admn./1264 dated October 09, 2025** and uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2025_SCARD_919263_1** from Bonafide and resourceful Contractors/ reputed Engineering Firms / Companies / Engineers' Co-operative Societies having adequate credentials. The last date for submission/ uploading of Bid through online is **October 28, 2025**.
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/www.icmard.org**

October 10, 2025 **Sd/- Managing Director**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৫ই অক্টোবর, বুধবার। ২৮ শে আশ্বিন। নবমী তিথি মুহূর্ত বেলা ২/৪১ মিঃ পর্যন্ত পরে কৃষ্ণ পক্ষের দশমী তিথি। জন্মে কর্কট রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র, ও বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : অন্যের সহযোগিতা করা মহাপুণ্য। কিন্তু পুরো সময়টাই অন্যের প্রয়োজনে ব্যায় হলে-নিজের কাজ করবেন কি করে? অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। বৈবাহীক জীবনে শুভ। গৃহবধূদের পারিবারিক শুভ। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

বৃষ রাশি : আপনার সহজ সরলতা সমাজে প্রসংশিত হবে, এক মহালক্ষী যোগে আজ কিছু অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের জন্য শুভ।বাণিজ্যে শুভ। অর্থ বৃদ্ধির যোগ থাকলেও মঙ্গলের বিচ্ছেদ যোগে হয়তো, হ্রাস হতে পারে। দাম্পত্যে শুভ। মন্ত্রঃ শিব মন্ত্র। ত্রিপত্র বেলপাতা শুভ।

মিথুন রাশি : রোমান্টিক ভাব ।স্বজন বান্ধব দারা নিশ্চিতভাবে নতুন কিছু প্রাপ্তি। শুভ ব্যাক্তিকে নিয়ে জাগরিত করবেন, তবে কর্মে আলস্য থাকলে, জীবনে তা পিছিয়ে পড়বেন। কর্ম-ই প্রধান। দাম্পত্যে শুভ। প্রতিবেশীর সহযোগিতায় লাভ প্রাপ্তি। বান্ধব যোগে অতীব শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কর্কট রাশি : সতর্কতা। পরিবারের কোনও স্বজন দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। কাহার বিষয়কে কেন্দ্র করে যোগাযোগ। নারী র সাথে আলোচনা ও সুন্দর ব্যবহারে কিছু প্রাপ্তি ।রান্না বিষয়কে কেন্দ্র করে বিবাদ । শ্যালক দ্বারা উপকৃত। বান্ধব দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা কর্মে যোগাযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

সিংহ রাশি : দাম্পত্য বিবাহীত জীবনে শান্তি লাভ প্রাপ্তি- ব্যাবসায়ীদের বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে বাধা শনিদেব। সতর্ক থাকা শুভ। মুখগহ্বরের পীড়া কষ্ট বৃদ্ধি করবে। ডিভোর্স সংক্রান্ত বিষয়ে-স্বজনদের মতামত গুরুত্ব দেওয়া শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : বাণিজ্যে শুভ। উচ্চবিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে লাভ প্রাপ্তি। । বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে মঙ্গলের বাধা চলছে। বান্ধব দ্বারা অসহযোগিতায় মানষিক কষ্ট বৃদ্ধি। শ্যালক দ্বারা চতুরতা-তে কর্মে ক্ষতি। বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্যে আত্মত্যাগ প্রয়োজন। মন্ত্রঃ কালী মন্ত্রঃ।

তুলা রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল ব্যাবসায়িদের অর্থ প্রাপ্তি। আজ শুভ দিন। তবে লটারীতে অর্থ নষ্টের ইঙ্গিত। সতর্কতা। পরিবারে বিবাদ-বিতর্ক। নতুন কর্মপ্রার্থীদের ধৈর্য্য ধরলে শুভ। বান্ধব দ্বারা সন্ধ্যার পর হঠাৎ সমস্যা তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্রঃ শনিদেব মন্ত্রঃ।

বৃশ্চিক রাশি : ইন্সুরেন্সের কোন কাগজ পত্রাদি, দলিল হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতা। নিজ নামে নয় এমন সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ডিভোর্সের ভাবনা-দুঃশ্চিন্তা দেবে। মঙ্গলের প্রবল বাধা। আইনি বিড়ম্বনা। মন্ত্রঃ দেবী বগলা মা।

ধনু রাশি : গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। ফ্ল্যাটটা কিনেছেন- বাস্তু তো অস্থিরতা-চঞ্চলতা বৃদ্ধি করছে। বান্ধব দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। ছলনাময়ী নারী দ্বারা অর্থ কষ্টের ইঙ্গিত। বিদ্যার্থীদের অমনোযোগে-বিদ্যা নষ্টর ইঙ্গিত। মন্ত্রঃ মহাকালী, গণেশ মন্ত্রঃ।

মকর রাশি : নৈরাশ্য হতাশা কিছুটা দুশ্চিন্তার জায়গায় থাকবে পরিবার-পরিজন এবং স্বজন বান্ধবদের সঙ্গে সতর্ক থাকুন। একা ভাবছেন কেন? আপনার পরিবারের সকলেই তো আছেন। যে বান্ধব নিজ উদ্যোগে আপনার পাশে-দাঁড়িয়েছেন তাকে তো সম্মান দিতেই হবে। মন্ত্রঃ মহাকালী।

কুম্ভ রাশি : আইনি বিষয়ে জটিলতা থাকবে আইনজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া শুভ। ডিভোর্স বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। নতুন সম্পর্কে ও জটিলতা বৃদ্ধি। বৈবাহীক জীবনে শান্তি আজ বিঘ্নিত। আপনার অন্যকে সম্মান দেওয়া ব্যবহারটি ঈশ্বর কৃপাতে শুভ হবে। কর্মে নৈরাস্য-হতাশা।

মীন রাশি : আজকের দিনটা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে চলতে হবে। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে শান্তি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। কর্মে নতুন যোগাযোগ। সন্ধ্যার পর সমস্যা বৃদ্ধি-হলেও সমাধান হবে। মন্ত্রঃ- শিবমন্ত্রঃ

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

[illegible] খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ৫৯২ নং দাগে শুনা জমি কমবেশী ২.৫০ শতক ৩) ২৯/১০/২০২১ তারিখে জনাই,হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৮৩৭৮ নং দলিলমূলে কামলাকান্ত পুরকাইত সাং-পায়রাগাছা,হুগলী নিবাসী দীগরের এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার অনিমেষ দাস সাং-থেরো, হুগলী নিবাসী (আমমোক্তার নং- ৭০০৬/২১ A.D.S.R - জনাই, হুগলী) কলাছড়া মৌজায় জে.এল ৫৪ ভুক্ত, এল.আর নং ১০৪৪ খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ৩০৬৭ নং দাগে শুনা জমি কমবেশী ০.৭০৪ শতক ও পায়রাগাছা মৌজায় জে.এল ৫৫ ভুক্ত, এল.আর নং ১৩৯/১, ৬৬৮/১ ও ১২৩০/১ খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ১৩১৮নং দাগে শালি জমি কমবেশী ১১.৮৮ শতক সম্পত্তি জমি খরিদ করিয়া চন্ডীতলা-২ বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও চন্ডীতলা হুগলী অফিসে মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি উক্ত আমমোক্তার দাতা বা অন্য কোনো ব্যক্তির কোনো রকম অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপনের দিন হইতে আগামী ০১ মাসের মধ্যে উক্ত বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও অফিসে অভিযোগ জানাইতে হইবে,নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে

Sd/- **Mousumi Mukherjee (Mustaphi), Advocate, Serampore & Chinsuraha Court**

---

১) আমার মক্কেল জব্বা এন্টারপ্রাইস প্রা: লি: সাং- বামুনডাঙ্গা,চন্ডীতলা,হুগলী নিবাসী জনাই,হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১২৩৬/২২ নং দলিলমূলে সেখ কোরবান আলি কুমিড়মোড়া নিবাসী এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার শচীন্দ্রনাথ মান্না সাং-খানপুর,হুগলী নিবাসী (আমমোক্তার নং- ২২/২০১৪ জনাই, হুগলী) নিকট হইতে গোকুলপুর মৌজায় জে.এল ৫১ ভুক্ত, এল.আর ১২১৩ নং খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ২৩৪ নং দাগে শালি জমি কমবেশী ১৬.৫০ শতক ২) আমার মক্কেল জব্বা ইনফ্রা বিল্ডার্স প্রা: লি: সাং-বামুনডাঙ্গা, চন্ডীতলা, হুগলী নিবাসী জনাই, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৮০০৭/২২,৮০০৩/২২ ও ৮০০৬/২২ নং দলিলমূলে দিলীপ কুমার মাইতি ইচ্ছাপুর, হাওড়া নিবাসী এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার শচীন্দ্রনাথ মান্না সাং-খানপুর, হুগলী নিবাসী (আমমোক্তার নং- ৪১৫/২০১৪ জনাই,হুগলী) নিকট হইতে গোকুলপুর মৌজায় জে.এল ৫১ ভুক্ত, এল.আর ১১,৬৪৬,৬৫৪ ও ৭৮৫ নং খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ১১১৮ নং দাগে শালি জমি কমবেশী ১২৩ শতক ৩) এ.আর.এ-৩ কলকাতা অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৯৫৯/২৫ নং দলিলমূলে সেখ রহমত আলি কুমিড়মোড়া,হুগলী নিবাসী দীগরের এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার শচীন্দ্রনাথ মান্না সাং-খানপুর,হুগলী নিবাসী (আমমোক্তার নং- ১৪/২০১৪ জনাই,হুগলী) নিকট হইতে গোকুলপুর মৌজায় জে.এল ৫১ ভুক্ত, এল.আর ৩১৫ নং খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ২২০ নং দাগে শালি জমি কমবেশী ২০ শতক ৪) আমার মক্কেল দেবস্যা ডিসট্রিবুটেরস প্রা: লি: সাং- বৌবাজার,কলকাতা নিবাসী ১) জনাই, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৭৬৫৮/২২ নং দলিলমূলে সেখ আব্দুল হাকিম কুমিড়মোড়া, হুগলী নিবাসী দীগরের এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার জয় প্রকাশ যাদব রাই সাং-চন্ডীতলা, হুগলী নিবাসী (আমমোক্তার নং- ৬৪৬/ ১৪ জনাই,হুগলী) নিকট হইতে গোকুলপুর মৌজায় জে.এল ৫১ ভুক্ত, এল.আর ১৩৮/১, ১৩৮/২, ১৩৮/৩, ১৬২/১,৩২৮/২,৫৫৭ ও ১৪৩ নং খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ২১৯ নং দাগে ডোবা জমি কমবেশী ৫.৫০ শতক ২) জনাই, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৭৬৬৪/২২ নং দলিলমূলে হালিমা বেগম কুমিড়মোড়া, হুগলী নিবাসী দীগরের এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার জয় প্রকাশ রাই সাং-চন্ডীতলা, হুগলী নিবাসী (আমমোক্তার নং- ৭৭৮/১৪ জনাই,হুগলী) নিকট হইতে গোকুলপুর মৌজায় জে.এল ৫১ ভুক্ত, এল.আর ২২৯/১ ও ৮৩৫ নং খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ২১৯ ও ১৭২ নং দাগে ডোবা ও শালি জমি কমবেশী ১০.৬০ শতক ৩) জনাই, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৮৫৬৮/২২ নং দলিলমূলে মেজেদা বেগম সাং-কুমিড়মোড়া, হুগলী নিবাসী দীগরের এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার শচীন্দ্রনাথ মান্না সাং-খানপুর, হুগলী নিবাসী (আমমোক্তার নং- ৬০০/১৩ জনাই, হুগলী) নিকট হইতে গোকুলপুর মৌজায় জে.এল ৫১ ভুক্ত, এল.আর ৬৩৩ ও ৮০৮ নং খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ২৭৮ নং দাগে শালি জমি কমবেশী ১২.৫০ শতক ৪) জনাই,হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৮৫৬৯/২২ নং দলিলমূলে ধনঞ্জয় মাঝি সাং-বামুনডাঙ্গা,হুগলী নিবাসী দীগরের এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার জয় প্রকাশ রাই সাং-চন্ডীতলা, হুগলী নিবাসী (আমমোক্তার নং- ৭২৯/১৪ জনাই, হুগলী) নিকট হইতে বামুনডাঙ্গা মৌজায় জে.এল ৫৩ ভুক্ত, এল.আর ১৩৯, ২৩০, ২৮৪, ৫৩৯, ৭২০, ৯৬৮ নং খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ১৫৩৭, ১৫৪৫, ১৫৪৬ নং দাগে শালি জমি কমবেশী ২৩.৪০৩ শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়া চন্ডীতলা-২ বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও চন্ডীতলা হুগলী অফিসে মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি উক্ত আমমোক্তার দাতা বা অন্য কোনো ব্যক্তির কোনো রকম অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপনের দিন হইতে আগামী ০১ মাসের মধ্যে উক্ত বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও অফিসে অভিযোগ জানাইতে হইবে, নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

Sd/- **Mousumi Mukherjee (Mustaphi), Advocate, Serampore & Chinsuraha Court**

আমার মক্কেল রোসউড ভ্যাপার প্রা: লি: সাং- জগদীশপুর, হাওড়া নিবাসী ১) জনাই,হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৭৫৭৮/১২ নং দলিলমূলে সেখ আবদ্দুলা সাং-কুমিড়মোড়া, হুগলী নিবাসী দীগরের এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার সেখ ইসমাইল পিতা সেখ আহম্মদ আলি সাং-কুমিড়মোড়া, হুগলী নিবাসী (আমমোক্তার নং- ১৯/০৪ জনাই, হুগলী) নিকট হইতে গোকুলপুর মৌজায় জে.এল ৫১ ভুক্ত, এল.আর ৫৭ নং খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ১৮৬, ১৯৯ ও ২৮৩ দাগে শালি জমি কমবেশী ৩৫.২৪ শতক ২) জনাই,হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৮৬৬৬/১২ নং দলিলমূলে মোসাম্মোত পারভিনা বেগম সাং-বেগমপুর, হুগলী নিবাসী দীগরের এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার সেখ রেজাউল হক পিতা সেখ আহম্মদ আলী সাং-কুমিড়মোড়া, হুগলী নিবাসী (আমমোক্তার নং- ৪৬৬/১০ জনাই, হুগলী) নিকট হইতে গোকুলপুর মৌজায় জে.এল ৫১ ভুক্ত, এল.আর [illegible] দলিলমূলে সেখ সাজাহান আলি সাং-মেটিয়াব্রুজ, কলকাতা নিবাসী দীগরের এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার জয়প্রকাস রাই পিতা জোগেন্দ্র রাই সাং- বিহার নিবাসী (আমমোক্তার নং- ৭৯৬/১৪ জনাই, হুগলী) নিকট হইতে কুমিড়মোড়া মৌজায় জে.এল ৪৬ ভুক্ত, এল.আর ৩৯৬১ নং খতিয়ানভুক্ত,আর.এস ৫০১৪ নং দাগ হইতে হাল.এল.আর ৪৭১০নং দাগে শালি জমি কমবেশী ০.৬২৮ শতক ৬) আমার মক্কেল বেঙ্গল ইনফ্রাবিল্ডার লি সাং- পার্কস্ট্রীট,কলকাতা নিবাসী জনাই,হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৮৬৬৫/১২ নং দলিলমূলে নিবাসী দীগরের এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার সেখ রেজাউল হক সাং-কুমিড়মোড়া, হুগলী নিবাসী (আমমোক্তার নং- ৮৬৬৫/১২ জনাই,হুগলী) নিকট হইতে কুমিড়মোড়া মৌজায় জে.এল ৪৬ভুক্ত, এল.আর ৪৬৪ নং খতিয়ানভুক্ত, আর.এস ৫০০৬ ও ৪৯৯৮ নং দাগ হইতে হাল.এল.আর ৪৭০১ ও ৪৬৯৩ নং দাগে শালি ও ডোবা জমি কমবেশী ৭.২৯৮ শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়া চন্ডীতলা-১ বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও মশাট, হুগলী অফিসে মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি উক্ত আমমোক্তার দাতা বা অন্য কোনো ব্যক্তির কোনো রকম অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপনের দিন হইতে আগামী ০১ মাসের মধ্যে উক্ত বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও অফিসে অভিযোগ জানাইতে হইবে,নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

Sd/- **Mousumi Mukherjee (Mustaphi), Advocate, Serampore & Chinsuraha Court**

Durgapur Municipal Corporation

City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Repairing of Drain from Asha Dutta Paswan House to Canel, Booth No.-228, Ward No.- 39, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/204(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_922124_1 • Estimated Amount : 1,51,720.00/-

2) Name of the Work: Repairing of B.T. Road from Adi Bedi to Dairy More, Ward No.- 39, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/204(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_922124_2 • Estimated Amount : 2,49,050.00/-

3) Name of the Work: Construction of Concrete Road at DN Market, Ward No.- 39, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/204(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_922124_3 • Estimated Amount : 2,76,891.00/-

4) Name of the Work: Repairing of Drain at different places of Zonal Centre Ward No.- 29, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/202(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_922006_3 • Estimated Amount : 7,46,457.00/-

5) Name of the Work: Fencing of Durga Puja Mandap with seating arrangements at H10 Block, Sagarbhanga, Ward No.- 29, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/202(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_922006_2 • Estimated Amount : 1,27,092.00/-

6) Name of the Work: Improvement of illumination with LED Street Light at Zonal Centre under Ward No.- 29 of Durgapur Municipal Corporation.
e-Tender No. : WBDMC/W/204(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_922006_1 • Estimated Amount : 1,25,373.00/-

7) Name of the Work: Repairing of Bituminous Road at J Block from Netaji Sporting Club (H 1 to J Block) Ward No.- 20, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/201(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_921874_1 • Estimated Amount : 5,26,121.00/-

8) Name of the Work: Repairing of Bituminous Road at Street 121 to 126 at J Block Ward No.- 20, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/201(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_921874_2 • Estimated Amount : 4,71,781.00/-

Last Date : 01st November 2025, up to 4:55 pm

9) Name of the Work: Construction of Community Toilet at Palash Tala Ground at Booth- 219, Ward No.- 38, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/206(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_924114_1 • Estimated Amount : 3,97,875.00/-

10) Name of the Work: Repairing of Concrete Road from Mathur Karmakar House to Dilip Pradhan House, Ward No.- 38, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/206(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_924114_2 • Estimated Amount : 2,46,265.00/-

Last Date : 03rd November 2025, up to 4:55 pm
For details : **wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

Durgapur Municipal Corporation

City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Construction of Concrete Road from Culvert at Rajir Nalah to Parangunge Sashan Kali Mandir, Ward No.- 01, under DMC Area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-138/25-26
Tender ID : 2025_MAD_921832_1 • Estimated Amount : 13,20,815/-

2) Name of the Work: Construction of Concrete Road and Drains at Dhobighat A Block Ward No.- 01, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-139/25-26
Tender ID : 2025_MAD_921880_1 • Estimated Amount : 83,96,196/-

3) Name of the Work: Repairing of Bituminous Road Street No.- 2, 4, 6 & 8 at David Hare, Ward No.- 05, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-136/25-26
Tender ID : 2025_MAD_921935_1 • Estimated Amount : 19,90,206/-

4) Name of the Work: Repairing of Bituminous Road Street No.- 14, 16, 17, 19 & 20 at Kashiram, Ward No.- 05, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-137/25-26
Tender ID : 2025_MAD_922098_1 • Estimated Amount : 34,25,100/-

5) Name of the Work: Annual Repairing of two number Mahindra Bolero PIK Up FB Vehicles under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/AUTO/E-EOI-57/25-26(2nd call)
Tender ID : 2025_MAD_922391_1

Last Date : 31st October 2025, up to 1:55 pm

6) Name of the Work: Annual repairing of TATA 407 (4 No Vehicles) for Borough No.- 3, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/AUTO/E-EOI-47/25-26
Tender ID : 2025_MAD_922545_1

Last Date : 31st October 2025, up to 12:55 pm
For details : **wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

RUDRANAGAR GRAM PANCHAYAT

RUDRANAGAR, SAGAR, SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT

e-Tender are being invited from the bidders **w.r.t. Tender ID_2025_ZPHD_922467_1.** Last date of tender dropping **23-10-2025 up to 12 P.M,** and opening date of the tenders **25-10-2025 at 12.00 P.M.** For details plz. see the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/- PRADHAN
RUDRANAGAR GRAM PANCHAYAT

Khosalpur Gram Panchayat

Under Amta-1 Panchayat Samity
Amta, Howrah

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of 2 nos. development work(s) vide **NIT No.: WB/HOW/AMTA-1/KGP/NIT-190/2025-26, Date: 14.10.2025.** Documents Download & Bid Submission Start Date (Online): **14.10.2025 at 06:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **01.11.2025 up to 01:00 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online): **04.11.2025 at 11:00 AM.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Khosalpur Gram Panchayat

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. No: - ADDA/DGP/ED/N-41/25-26 Dated 10.10.2025
(Two-Cover Bid System)

Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender (Two-Cover Bid System)** for the works: Development of land for parking Plaza north side of G.T. Road at near ABL More within DMC area (2nd Call). Estimated Amount: Rs.72,700.00. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Exe. Engr. (Civil), ADDA

Sahajadapur Gram Panchayat

Dakshin Bijaynagar, Joynagar-II, South 24 Parganas

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 4 Nos. scheme vide **NIT No: 374/SAHA/APAS/SBM(G)/MNB/25-26, 375/SAHA/APAS/SAN-XI/25-26 & 376/SAHA/APAS/SAN-II/25-26, Dated-13.10.2025.** Documents Downloaded/Sale & Bid Submission Start date- **14.10.2025 from 11:00 AM** and Closing date (Online) : **30.10.2025 up to 12:00 Noon.** Tender opening date (Online): **03.11.2025 on 14:00 P.M.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** **Tender id: 2025_ZPHD_922162_(1-2), 2025_ZPHD_922228_1 & 2025_ZPHD_922280_1** also available at undersigned G.P.

Sd/-
Pradhan
Sahajadapur Gram Panchayat

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ২৮ আশ্বিন ১৪৩১ বুধবার

‘ভবানীপুরে মমতাই তৃণমূলের মুখ’, ঘোষণা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এক লক্ষের ব্যবধানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেতানোর ডাক দিল তৃণমূল কংগ্রেস। ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, একথা মঙ্গলবার স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। দলের প্রার্থীর নাম ঘোষণার পাশাপাশি তিনি কর্মীদের আহ্বান জানিয়েছেন, নিজেদের মধ্যে সব ধরনের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে এখন থেকেই নির্বাচনী প্রস্তুতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য।

পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমও স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, ভবানীপুরে মমতাকে এক লক্ষের বেশি ভোটে জিতিয়ে আনতে হবে। একইসঙ্গে বিজেপিকে বিধানসভায় এমনভাবে পরাজিত করতে হবে, যাতে তারা ৩০টির নীচে আসনে সীমাবদ্ধ থাকে এবং বিরোধী দলনেতার পদও না পায়। এই লক্ষ্যে তিনি দলের কর্মীদের এখন থেকেই নির্ভয়ে প্রচারে নামার নির্দেশ দিয়েছেন। মদন মিত্রও এই সিদ্ধান্তে সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরকে নিয়ে কিছু উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর অভিযোগ,

বাইরের লোক এনে এলাকার চেহারা বদলানোর চেষ্টা হচ্ছে, গরিবদের বসতি ভেঙে বড় বড় বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। তিনি কর্মীদের এই পরিস্থিতি নিয়ে সতর্ক নজর রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি, আসন্ন কালীপুজো ও ছটপুজো শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার দায়িত্বও দলের হাতে তুলে দিয়েছেন।

২০২১-এ মমতা নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন, কিন্তু পরাজিত হন। মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকার জন্য তাঁর বিধায়ক হওয়া জরুরি ছিল। সেই সময় ভবানীপুরের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় পদত্যাগ করলে মমতা উপনির্বাচনে দাঁড়িয়ে জয়ী হন এবং আবার নিজের কেন্দ্র ফিরে পান। ২০২৬ সালের ভোটে এবার লক্ষ্য পরিষ্কার- ভবানীপুরে রেকর্ড ব্যবধানে জয় এবং বিজেপিকে রাজনৈতিকভাবে দুর্বল করা। যদিও নন্দীগ্রামের বিধায়ক তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী একাধিকবার প্রকাশ্যেই বলেছেন, ‘নন্দীগ্রাম যে পথ দেখিয়েছে, ভবানীপুর তাই দেখাবে। মুখ্যমন্ত্রী ভবানীপুরে দাঁড়ালে, ওই আসন থেকেই হারাব।’ এখন ভবানীপুরে বিজেপির তরফে শুভেন্দু না অন্য কাউকে প্রার্থী করা হবে, তার দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

চাইলেই অর্জুনকে গ্রেপ্তার করা যাবে না, ১০ নভেম্বর পর্যন্ত হাইকোর্টে রক্ষাকবচ

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাইকোর্টে স্বস্তিতে বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। মঙ্গলবার হাইকোর্টের বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের বেঞ্চ তাঁকে রক্ষাকবচ দিয়েছে। এর ফলে আপাতত পুলিশ তাঁকে চাইলেই গ্রেপ্তার করতে পারবে না।

হাইকোর্ট সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ব্যারাকপুর কমিশনারেটের অন্তর্গত বিভিন্ন থানায় অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া প্রায় গোটা পঞ্চাশেক এফআইআরের পরিপ্রেক্ষিতে এই রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া বিভিন্ন এফআইআরকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে দ্বারস্থ হন অর্জুন।*মঙ্গলবার ছিল এই মামলার শুনানি। শুনানি শেষে প্রাক্তন সাংসদকে রক্ষাকবচ দেন বিচারপতি শম্পা দত্ত পাল। সঙ্গে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, বিজেপির প্রাক্তন সাংসদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এই সব অভিযোগের পিছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে।

এর পাশাপাশি হাইকোর্টের তরফ থেকে এও জানা গেছে, সম্প্রতি নেপালে হওয়া গণঅভ্যুত্থান নিয়ে বলতে গিয়ে বাংলা প্রসঙ্গ টেনে ছিলেন বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। হিমালয়ের কোলের ওই ছোট্ট দেশটির মতোই বাংলাকেও উত্তাল হতে হবে বলে দাবি করেছিলেন তিনি। দাবি করেছিলেন সরকার ফেলে দেওয়ারও। এর পরেই ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদের

বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় মোট ১০টি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। এছাড়াও, এই সময়কালে আরও নানা ইস্যুতে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের একাধিক থানায় মোট ৫৬টি অভিযোগ দায়ের হয়।* সম্প্রতি হওয়া এই অভিযোগগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ। এরপর মঙ্গলবার শুনানি শেষে আদালত জানায়, আপাতত বিজেপির প্রাক্তন এই সাংসদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না। বিচারপতি সাফ জানিয়ে দেন, বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত বিভিন্ন থানায় দায়ের হওয়া*অভিযোগের ভিত্তিতে আগামী ১০ নভেম্বর পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না। ওই দিনই আবার মামলার পরবর্তী শুনানি।

খগেন মুর্মুর ওপর হামলায় কেন লঘু ধারা, প্রশ্ন আইনজীবীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: খগেন মুর্মুর ওপর হামলার ঘটনায় রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট।* একইসঙ্গে নির্দেশ কেস ডায়েরি জমা দেওয়ারও। আগামী ২৭ অক্টোবর জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে জমা দিতে হবে সেই কেস ডায়েরি। এদিকে মঙ্গলবার ওই মামলার শুনানিতে আক্রান্ত নেতাদের আইনজীবীদের প্রশ্ন তুলতে দেখা যায়, এত বড় একটা ঘটনায় কেন লঘু ধারায় মামলা করা হল তা নিয়েও। পাশাপাশি আইনজীবীরা এদিন এ-ও বলেন, খুনের চেষ্টার ঘটনা ঘটলেও, সেই সংক্রান্ত কোনও ধারা যুক্ত করেনি পুলিশ। এদিকে রাজ্য সরকারের এজি জানান, তদন্তে যদি রাজ্য মনে করে এনআইএ-কে নিযুক্ত করতে হবে, তা হলে সেটা আদালতে রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে।

গত সপ্তাহে উত্তরবঙ্গের দুর্যোগের পর নাগরাকাটায় ত্রাণ দিতে গিয়ে হামলার মুখে পড়তে হয় সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকে। দু'জনকে লক্ষ্য করে ইট, পাথর ছোড়া হয়, ভেঙে দেওয়া হয় গাড়ির কাচ। এমনকী, হামলায় মুখের হাড় ভেঙে যায় বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। এই পুরো ঘটনায় তৃণমূলের দিকে আঙুল তুলেছে বিজেপি। ঘটনার প্রায় ৫০ ঘণ্টা পর প্রথম গ্রেপ্তারি হয় ওই ঘটনায়। ঘটনায় চার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। মোট আট জনের নাম ছিল এফআইআরে। তার পরও মাত্র চার জনকে কেন গ্রেপ্তার, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে বিজেপি নেতৃত্ব। প্রথমে নাগরাকাটা থেকেই দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। পরে আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। খগেন ও শঙ্কর দু'জনকেই পরে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। শঙ্কর ছাড়া পেলেও খগেন এখনও চিকিৎসাধীন।

বর্ষায় দক্ষিণবঙ্গ ভাসলেও, উত্তরে ঘাটতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলায় এখন হাওয়া বদলাতে শুরু করে দিয়েছে। আগামী ৫-৬ দিন উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে কোনও বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। অন্তত এখন যা পরিস্থিতি রয়েছে। নতুন করে যদি কোনও নিম্নচাপ বা ঘূর্ণাবর্ত তৈরি না হয়, তা হলে বাংলার আকাশ এখন ঝকঝকে পরিষ্কারই থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে এ-ও জানানো হয়েছে, বাংলা থেকে বিদায় নিয়েছে মৌসুমি বায়ু। তবে এই প্রসঙ্গে একটা তথ্য না দিলেই নয়। উত্তরবঙ্গের এই বিপর্যয়ের পরও আবহাওয়াবিদরা বলছেন, জুন মাস থেকে শুরু হওয়া এবারের বর্ষার মরসুমে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি থেকেই গেল। বর্ষা বিদায় নেওয়ার আগে পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে বর্ষার বৃষ্টির ঘাটতি ১৬ শতাংশ। দক্ষিণবঙ্গে কিন্তু বৃষ্টির পরিমাণ ইতিবাচক। ৮ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সামগ্রিকভাবে। কলকাতায় ২৩ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

আলিপুর আবহাওয়া অফিসের তরফে জানানো হয়েছে, রক্সৌল, বারাণসী, জব্বলপুর, আকোলা, আলিবাগের ওপর সক্রিয় বর্ষা বিদায় রেখা। ফলে মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের বাকি অংশ থেকে বিদায় নেবে বর্ষা। একই সঙ্গে ঝাড়খণ্ড, ছত্তিসগড় থেকেও বর্ষা বিদায় নেবে। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, সিকিম এবং তেলেঙ্গানা থেকেও বর্ষা বিদায় পর্ব শুরু হবে আগামী দুদিনের মধ্যে। তবে এখনও এর ফলে যে তাপমাত্রা দ্রুত নামতে শুরু করবে, সেটাও নয়। কারণ বাতাসে এখনও জলীয় বাষ্প কিছুটা রয়ে গিয়েছে। তার কারণ অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কেরল উপকূলে রয়েছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। উত্তর পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ ও সংলগ্ন এলাকায় পশ্চিমি ঝঞ্ঝা অবস্থান করছে। তাই এখনই তাপমাত্রা নামার সম্ভাবনা কম।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম জেলা থেকে বর্ষা বিদায় নিতে পারে বুধবারের মধ্যে। উত্তরবঙ্গের আকাশ আপাতত রোদ ঝলমলে থাকবে। এরপর এই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু সরে গেলে সেই স্থান দখল করবে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের শীতল হাওয়া।

একের পর এক গণধর্ষণ! রাজ্যকে বিঁধলেন সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে পরপর ঘটতে থাকা নারকীয় গণধর্ষণ-কাণ্ডে ক্ষোভ উগরে দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা পূর্বতন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। মঙ্গলবার তিনি বলেন, ‘রাজ্যে একের পর এক এমন ঘটনা ঘটছে। রাজ্যের প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে অদক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। এই ধরনের অপরাধ রুখতে সরকার কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে না।’

তিনি আরও বলেন, ‘রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল যথার্থ বলেছেন, একটার পর একটা এই ধরনের নৃশংস ঘটনা ঘটছে। তিনি যথাযথ বার্তা দিয়েছেন। কিন্তু শুধু বার্তা দিলেই হবে না, এখন সময় এসেছে বাস্তব পদক্ষেপের।’ সুকান্তর কথায়, ‘রাজ্যপাল ঠিকই বলেছেন, এখন সময় একসঙ্গে দাঁড়ানোর, এই ভয়ঙ্কর প্রবণতাকে বন্ধ করার। আমরা তা করবই। কিন্তু রাজ্য সরকারকে এখনই কিছু করতে হবে। আইনশৃঙ্খলার এই বিপর্যয় চলতে দেওয়া যায় না।’

বিপর্যয়ে মানবিক আহ্বান অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় অপ্রত্যাশিত বন্যা ও ধসের জেরে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ও মানবিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে রাজ্য। প্রাণহানি থেকে শুরু করে জীবিকা ও সম্পত্তির ক্ষতি- সব মিলিয়ে দুর্দশায় জর্জরিত অসংখ্য পরিবার। এই পরিস্থিতিতে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি জানান, এই ভয়াবহ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সহায়তায় রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তহবিলে অনুদান আহ্বান করেছে। রাজ্যের মানুষের পাশে সংহতির বার্তা দিয়ে অভিষেক নিজে ওই তহবিলে ১ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছেন। অভিষেকের কথায়, ‘এই কঠিন সময়ে প্রত্যেকটি দয়ার কাজই মূল্যবান। আমি সকলকে অনুরোধ করছি, যাঁরা পারেন, তাঁরা যেন এগিয়ে এসে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন, কারণ এই মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ে বহু মানুষ সর্বস্ব হারিয়েছেন।’

তিনি আরও জানান, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই উদ্ধার, ত্রাণ ও দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিয়েছে। মানুষকে সাহায্যের বিস্তারিত তথ্য রাজ্যের বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

শুরু টোটোর রেজিস্ট্রেশন, চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: টোটো নিয়ন্ত্রণে কড়া হচ্ছে রাজ্য। ৩০ নভেম্বরের পর নম্বরবিহীন আর কোনও টোটো চালানো যাবে না। এ ব্যাপারে রাজ্যের সব টোটোকে অস্থায়ী এনরোলমেন্ট নম্বর দিয়ে রেজিস্ট্রেশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবহণ দপ্তর। কিউআর কোড দেওয়া স্টিকার লাগানো হবে সব টোটোর গায়ে। টোটোচালকরা যাতে অনলাইনে এই আবেদন করতে পারেন, তার জন্য প্রত্যেক আরটিও অফিসে ক্যাম্প করা শুরু হয়েছে। তাছাড়া বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলোতেও এই আবেদন করা যাবে। রাজ্যের সমস্ত ব্লকের এই সহায়তা কেন্দ্রগুলোর কর্মীদের এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

এই প্রসঙ্গে পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকরা জানান, সবে প্রক্রিয়া শুরু হল। চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। বহু মানুষ হয়তো এখনও বিষয়টা জানেনই না। সরকারের তরফে আরও প্রচার চালানো হবে। এদিকে পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর, সোমবার ২৫০ জন অনলাইনে আবেদন করেছেন। পরিবহণ দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, এক হাজার টাকা ফি দিয়ে টোটোচালক বা মালিকরা একটি অস্থায়ী এনরোলমেন্ট নম্বর পাবেন। তাতে কিউআর কোড থাকবে। সেই নম্বরের স্টিকার টোটোর গায়ে লাগিয়ে রাখা হবে।

গোটা রাজ্যে ঠিক কত সংখ্যক টোটো বর্তমানে চলে, তার কোনও হিসাব পরিবহণ দপ্তরের কাছে নেই। তবে মনে করা হচ্ছে, সংখ্যাটা প্রায় ১৫ লাখের কাছাকাছি। আর এই টোটোর বেপরোয়া চলাচলের জেরে বিভিন্ন রাস্তায় যানজট তৈরি হচ্ছে। তাই টোটো নিয়ন্ত্রণে সরকারের তরফে নির্দিষ্ট গাইডলাইন আনা হচ্ছে। এই সূত্রে প্রথম ধাপে দেখা হবে কোথায় কত টোটো চলে। পরে টোটোর নির্দিষ্ট রুট বেঁধে দেওয়া হবে। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে পুরসভা বা পঞ্চায়েত, তা ঠিক করবে। তবে আপাতত টোটো রেজিস্ট্রেশন করানো দিয়ে এই প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। এর পাশাপাশি আগামীদিনে টোটো চালাতে গেলেও নির্দিষ্ট পরীক্ষার মাধ্যমে ড্রাইভিং লাইসেন্স নিতে হবে চালকদের।

টাকা তোলার পরিকল্পনা, তির শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে বাধ্যতামূলক ভাবে টোটো রেজিস্ট্রেশনের সিদ্ধান্তকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নতুন করে মানুষের থেকে টাকা তোলার চক্রান্ত হিসেবে দেখছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, সরকারের উদ্দেশ্য আসলে ৫ লক্ষ টোটোচালককে নিয়ন্ত্রণে আনা এবং ভোট নির্বাচনে ব্যবহার করতে এই রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে টোটোচালকদের ওপর চাপ তৈরি করার চেষ্টা চলছে। পরিবহণমন্ত্রী অবশ্য জানিয়েছেন, টোটোচালকদের জীবিকা রক্ষা করেই এই রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া নেওয়া হয়েছে। অপরাধ ও যানজট কমানো-সহ শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিবহণ ব্যবস্থা তৈরিই এর লক্ষ্য। এরই মধ্যে অনলাইনে ও বিভিন্ন সরকারি কেন্দ্রের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন না করানো টোটোগুলিকে রাস্তায় চলাচল করতে দেওয়া হবে না। ভবিষ্যতে অড-ইভেন সিস্টেম চালু করার পরিকল্পনাও রয়েছে। এটা রাজ্যের যানজট ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতিতে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দুই জেলায় সাঙ্গ তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়ায় বড় অগ্রগতি। পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) গুরুত্বপূর্ণ ধাপ- ‘ম্যাপিং’ ও ‘আপলোডিং’-এর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে জানিয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দপ্তর। সোমবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল এই কাজের অগ্রগতি নিয়ে সব জেলার নির্বাচন আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের বাকি জেলাগুলিতেও দ্রুত গতিতে কাজ চলছে এবং ১৫ অক্টোবরের মধ্যেই সব জেলার ম্যাপিং প্রক্রিয়া শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে কাজ কিছুটা শ্লথ গতিতে চলছে। ওই দুই জেলার আধিকারিকেরা বর্তমানে ত্রাণকার্যে যুক্ত থাকায়, প্রয়োজনে কলকাতা থেকে অতিরিক্ত কর্মী পাঠানো হবে বলে কমিশন জানিয়েছে।

‘ম্যাপিং’-এর ক্ষেত্রে সর্বশেষ প্রকাশিত ভোটার তালিকার সঙ্গে ২০০২ সালের এসআইআর তালিকা মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। যাঁদের নাম মিলবে, তাঁদের নতুন করে নথিপত্র বা প্রমাণ জমা দিতে হবে না। এই তথ্য বুথ লেভেল আধিকারিকদের (বিএলও) অ্যাপে পাঠানো হবে এবং তাঁরা তা যাচাই করবেন। পাশাপাশি ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও) ও সহকারী ইআরওদেরও নিবিড় নজর রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দিল্লির নির্বাচন সদন থেকে সরাসরি গোটা প্রক্রিয়ায় নজরদারি করা হচ্ছে। কমিশন জানিয়েছে, সব রাজনৈতিক দলকেও এই অগ্রগতির বিষয়ে নিয়মিতভাবে অবহিত করা হবে এবং বুথ লেভেল এজেন্টদের সহযোগিতায় সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

দ্রুত বাড়ছে কলকাতার বর্জ্য, শঙ্কিত পরিবেশবিদরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার জনসংখ্যা দ্রুত বেড়েছে, যা বর্জ্যের পরিমাণেও সরাসরি প্রভাব ফেলেছে। শহরের পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ড থেকে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ হাজার টন বর্জ্য উঠে, যা পুরনো ধাপার সক্ষমতার দ্বিগুণেরও বেশি। এর পাশাপাশি হাওড়া, সল্টলেক, নিউ টাউন ও পানিহাটি থেকে আরো প্রায় আধ টন বর্জ্য যুক্ত হচ্ছে। ১৯৮৭ সালে ইএম বাইপাস সংলগ্ন আধুনিক ধাপা দৈনিক ২,৫০০ টন বর্জ্য ধারণের ক্ষমতা রাখলেও, বর্তমান মাত্রায় তা যথেষ্ট নয়। এই পরিস্থিতিতে পুরসভা ধাপার ঠিকানার আশপাশে প্রায় ৭৩ হেক্টর জমি ক্রয়ের কাজ শেষ করছে, যার জন্য ৮৮৩জন চাষিকে মোট

৫৫ কোটি টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ২৫০ জন বিক্রেতাকে তাদের পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধাপায় দৈনিক দেড় হাজার টন বর্জ্য সার, সিএনজি ও প্লাস্টিকের আসবাবে রূপান্তরিত হচ্ছে। নতুন উদ্যোগে অতিরিক্ত এক হাজার টন বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াজাতের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যার ফলে পরিবেশগত উপকারের পাশাপাশি আয়েরও আশা রয়েছে। তবে, এর জন্য নতুন জমি ও পরিকাঠামোর প্রয়োজন পড়বে। পরিবেশবিদদের একাংশ শঙ্কিত, কারণ প্রয়োজনীয় গতি, বিভাগীয় সমন্বয় ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা না থাকায় সমস্যা কার্যকর ভাবে সমাধান হচ্ছে না। কলকাতা পুরসভার আওতার বাইরে থাকা এলাকাগুলোতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় যথাযথ উদ্যোগ নেই, যা ভবিষ্যতে বড় চাপ সৃষ্টির আশঙ্কা বাড়াচ্ছে।

জমিজট কাটিয়ে এগোচ্ছে মেট্রোর পার্পল লাইন, একবালপুরে নতুন ঠিকানায় নেপাল কনস্যুলেট

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে মিটল দীর্ঘ আট বছরের জট। কলকাতা মেট্রোর পার্পল লাইনের একবালপুর অংশের জমি সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার পর এবার নেপাল কনস্যুলেট জেনারেল পেতে চলেছে নতুন ঠিকানা। ফলে মেট্রোর দক্ষিণ-পশ্চিম করিডরের নির্মাণকাজে আর কোনও বাধা রইল না বলে জানিয়েছেন কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশনের আধিকারিকরা।

পার্পল লাইনের নকশা অনুযায়ী, একবালপুরের ডিএল খান রোডের ৭/১ নম্বরের উপর দিয়েই যাবে সুড়ঙ্গপথ। কিন্তু সেখানেই অবস্থিত নেপাল কনস্যুলেট জেনারেলের বর্তমান ভবন। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে কেএমআরসিএল কনস্যুলেটের জন্য বিকল্প জমি বরাদ্দের উদ্যোগ নেয়। সংলগ্ন ন্যাশনাল লাইব্রেরি অ্যাভিনিউয়ের ১ নম্বর প্লটে সেই জমি নির্বাচিত হয়। এই সম্পত্তি মূলত একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন বাড়ি ছিল। ক্ষতিপূরণ দিয়েও কয়েকজন ভাড়াটে স্থান ছাড়তে অস্বীকার করায় মামলা ওঠে কলকাতা হাইকোর্টে। ২০১৪ সালে শুরু হওয়া সেই আইনি টানাপোড়েন অবশেষে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মেটে।

বাজি মেলা শুরু কলকাতায়, সবুজ বাজি কিনতে সমস্যায় ক্রেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় চারটি বড় বাজি মেলা মঙ্গলবার থেকে খুলে গেল। শহিদ মিনার মাঠ, টালা পার্ক, বেহালা ব্লাইন্ড স্কুল মাঠ ও কালিকাপুর আগুয়ান সংঘের মাঠে মেলা চলবে আগামী ২০ অক্টোবর পর্যন্ত। তবে এবার সবুজ আতসবাজি কেনার প্রক্রিয়া আরও জটিল হয়ে পড়েছে, কারণ আগের মতো কিউআর কোড দিয়ে বৈধ আতসবাজি শনাক্ত করার ব্যবস্থা বন্ধ। এর ফলে ক্রেতাদের জন্য আসল ও নকল বাজির পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়েছে। পরিবেশবিদদের আশঙ্কা, এই অবস্থায় নিষিদ্ধ বাজি বিক্রির সম্ভাবনা বেড়ে গিয়ে দূষণ আরও বাড়াতে পারে। তবে এই প্রসঙ্গে জাতীয় পরিবেশ প্রকৌশল গবেষণা ইনস্টিটিউট বা নিরি-র বিজ্ঞানী ডঃ আরজে কৃপদম জানান, এই কিউআর কোড ব্যবস্থাটি ছিল খুবই কার্যকর, কিন্তু কিছু অবৈধ নির্মাতা সেই ব্যবস্থার অপব্যবহার করায় তা বন্ধ করা হয়েছে। এখন শুধুমাত্র নিরির নিবন্ধিত ১,৪০৩টি প্রস্তুতকারক সংস্থা সবুজ আতসবাজি তৈরি করতে পারে। এর মধ্যে বাংলায় রয়েছে ১৯৯টি নিবন্ধিত ইউনিট।

যে কোনও আতসবাজি যদি নিরি-নিবন্ধিত প্রস্তুতকারকের তৈরি হয়, তবে সেটি সবুজ বাজি হিসাবে গণ্য হবে। অফিসিয়াল তালিকা পাওয়া যাবে নিরির ওয়েবসাইটে। এই প্রসঙ্গে নিরির তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, সবুজ বাজি

তৈরি হয় ছোট খোলস ব্যবহার করে এবং ছাই উৎপাদনকারী উপাদান বাদ দিয়ে। এতে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত দূষণ কমে এবং ধুলো দমনকারী উপকরণ ব্যবহার করা হয় যাতে নির্গমন নিয়ন্ত্রণে থাকে।

এদিকে পরিবেশবিদরা জানাচ্ছেন, ক্রেতাদের পক্ষে ১,৪০৩টি নির্মাতার তালিকা মুখস্থ রাখা অবাস্তব। পাশাপাশি উৎপাদন ইউনিটগুলির অবস্থান ও কার্যপদ্ধতির ওপর পর্যাপ্ত নজরদারি না থাকায় নিষিদ্ধ বাজি বাজারে ঢুকে পড়ার ঝুঁকি রয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী, দীপাবলির দিন রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত মাত্র দুই ঘণ্টা সবুজ বাজি ফাটানোর অনুমতি থাকবে।

সম্পাদকীয়

২৮.৮১ শতাংশই বলে দিচ্ছে রাজ্যে উচ্চশিক্ষার হাল

উচ্চশিক্ষায় অগ্রগতি নিয়ে রাজ্যের ফোলানো বেলুন চুপসে নয়, একেবারে ফেঁটে গেল ২০২৫ সালে এসে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলার গর্ব অনেকদিনই ক্রমশ তলানিতে। উচ্চশিক্ষায় এ রাজ্যের ছবিটা যে কত করুন তা সামনে চলে এসেছে। গত মে মাসে উচ্চ মাধ্যমিকের ফল বেরনোর কিছুদিন পর থেকে শুরু হয়েছিল কলেজে স্নাতকস্তরে ভর্তি। ওবিসি মামলার জটে বেশ কিছুটা দেরিতে শুরু হয় ভর্তি। কিন্তু ক্যালেন্ডারে অক্টোবরের মাঝামাঝি চলে এসেও সেই ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হয়েও শেষ হচ্ছে না। কারণটা অদ্ভুত। পড়ুয়াই নাকি মিলছে না। স্নাতকে ভর্তি হওয়ার প্রার্থী নেই। তিন, চার দফায় ভর্তি হওয়ার পর পরিসংখ্যান বলছে, রাজ্যের সব কলেজ মিলিয়ে যত আসুন তার মাত্র ২৮.৮১ শতাংশই পূরণ হয়েছে। বাকি সব খালি। অর্থ্যাৎ ফাঁকা প্রায় ৭১ শতাংশেরও বেশি আসন। এ এক নতুন নজির। প্রায় একই ছবি স্নাতকোত্তরেও। শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়ে গেলেও খাঁ খাঁ করছে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশরুম, ক্যাম্পাস। বাস্তবের তথ্যটায় একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ও সরকার পোষিত সমস্ত কলেজ মিলিয়ে স্নাতকে মোট আসন রয়েছে ৯,৩৬,২১৫ টি। প্রথম দফায় পোর্টালে মোট ৪ লক্ষ ২১ হাজার ৩০১ জন আবেদন করেছিল। তার মধ্যে প্রথম দফায় ভর্তি হয়েছেন ২ লক্ষ ৩০ হাজার ৭০৪ জন। এরপর ১০ সেপ্টেম্বর থেকে দ্বিতীয় দফার কাউন্সেলিংয়ে পুরনোরা ছাড়াও নতুন করে আরও ৮৯৮৩ জন পড়ুয়া আবেদন করেন। দ্বিতীয় দফার শেষে স্নাতকে আরও ৩৯ হাজার ৭৩ জন পড়ুয়া ভর্তি হন। সবমিলিয়ে সংখ্যাটা ২ লক্ষ ৬৯ হাজার ৭৭৭ জন। মোট আসন কত? ৯,৩৬,২১৫। শতাংশের হিসেবে ওই ২৮.৮১ আসনে ভর্তি সম্পূর্ণ। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে এবার রণেভঙ্গ দিয়েছে শিক্ষা দফতর। তাঁরা গোটা বিষয় থেকে হাত ধুয়ে ফেলেছে। এখন তাঁরা কলেজগুলোকে বলছে, তারা আলাদা করে ফাঁকা আসনে ছাত্র ভর্তি করাতে পারবে? কিন্তু সে তো হল, কিন্তু ভর্তি হবেটা কে? পড়ুয়া কই? তাঁরা তো দেরি দেখে বেশিরভাগই মোটা টাকা দিয়ে পাড়ি দিয়েছে ভিনরাজ্যে। এভাবে চলে যাচ্ছে মেধা, এভাবেই এগোচ্ছে বাংলা!

শব্দবাণ-৪১৪

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
			■			
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. ফাঁকি দেওয়া ৩. স্বার্থযুক্ত ৫. রাত্রি,নিশা ৭. বাড়ে ছাড়া কমে না ৮. জননী বৃক্ষ! ১০. তুলি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. কঠিন, শক্ত ২. নিশ্চয়তা ৩. অভাবী, দরিদ্র ৪. নানারকম দ্রব্যাদি ৬. উড়িধান ৯. দিশি দিশি সচকিত,— চমকিত।

সমাধান: শব্দবাণ-৪১৩

পাশাপাশি: ১. জনজাতি ৩. আদায় ৪. নিরক্ষ ৬. নাকচ ৯. বিপথ ১০. পরিবেশ।

উপর-নীচ: ১. জয়শ্রী ২. তিমির ৩. আনাগোনা ৫. ক্ষপানাথ ৭. কলাপ ৮. রাবিশ।

জন্মদিন

আজকের দিন

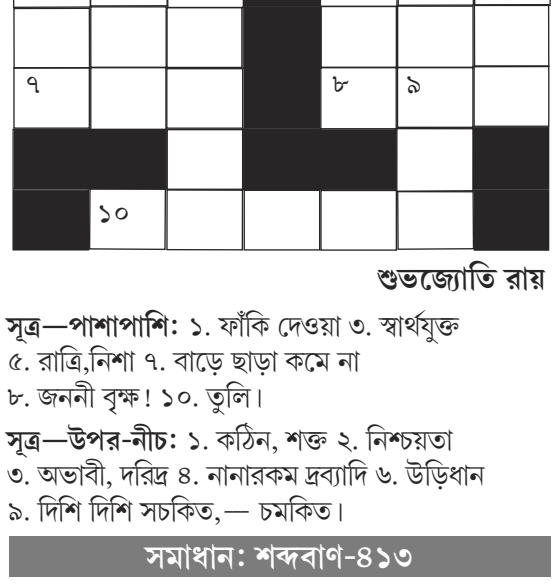

এপিজে আবদুল কালাম

১৯৩১ *ভারতের একাদশ রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের জন্মদিন।*
১৯৪৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৪৯ *বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রণয় রায়ের জন্মদিন।*

রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের অন্তর্কলহ!

খুনের আশঙ্কায় নিরাপত্তার দাবিতে থানার দ্বারস্থ তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: খুন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে এবারে মোথাবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়ে নিরাপত্তার দাবি করলেন রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের প্রধান শামসুন নেহার। রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মোথাবাড়ির বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনের অনুগামী হিসেবে পরিচিত শাসকদলের ওই মহিলা প্রধান গত ১০ অক্টোবর মোথাবাড়ি থানায় এলাকারই পাঁচজনের বিরুদ্ধে সরাসরি নাম দিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ পত্রে রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের পঞ্চায়েত প্রধান শামসুন নেহার জানিয়েছেন, কাটমানি, দুর্নীতি ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি। তার পরিপ্রেক্ষিতেই এইভাবেই খুনের হুমকি পেতে হয়েছে। তাই নিরাপত্তার দাবি জানানোর পাশাপাশি কয়েকজনের নামে নালিশ জানিয়েই পুলিশ ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি মন্ত্রী ও জেলা নেতৃত্বকে জানিয়েছেন। মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কালিয়াচক ২ ব্লকের রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শামসুন নেহার এখন আতঙ্কে কার্যত গৃহবন্দী হয়ে রয়েছেন। পঞ্চায়েত দপ্তরে যেতে ভয় পাচ্ছেন। নিরাপত্তারক্ষীর দাবি জানিয়ে ইতিমধ্যেই পুলিশের কাছে লিখিত আবেদন করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, আক্রান্ত

হতে পারেন এমন আশঙ্কার কথাও লিখিত ভাবে জানানো হয়েছে পুলিশকে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি পুলিশ বলে অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রধানের।

রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের প্রধান শামসুন নেহারের অভিযোগ, গত লোকসভা ভোটের পর কংগ্রেস থেকে ৭ জন সদস্য তৃণমূলে যোগদানের পর থেকে অশান্তি শুরু হয়েছে। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দিতে কাটমানি তুলছেন এই সদস্যরা। সম্প্রতি আবাস যোজনার ঘরের অমুমোদন এসেছে। সেই প্রকল্পের ক্ষেত্রেও 'কাটমানি' দাবি করে। প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি ও তাঁর স্বামী সাগর আহমেদ। এরপরই গত বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েত দপ্তরে বৈঠক করার অজুহাতে তাঁর স্বামী নাসির আহমেদের উপর চড়াও হয়। লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করে খুন করার চেষ্টা করে ফেকু মোমিন, নাসির আহমেদরা। কোনক্রমে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন। এই ঘটনার পর রীতিমত আতঙ্কিত তিনি। খুন হয়ে যেতে পারেন এমনই আশঙ্কা করছেন তিনি। তাঁর আরও অভিযোগ, 'বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। কংগ্রেসের সাথে যোগসাজশ করে তাঁকে প্রধান পদ থেকে বা এলাকা থেকে সরিয়ে তৃণমূলের দুর্নাম করতে চাইছে কিছু মানুষ। কার্যত কংগ্রেসের হয়ে কাজ করছেন তাঁরা। এলাকার সমাজবিরোধীদের মদত নিয়ে এমনটা করা হচ্ছে।'

প্রধান শামসুন নেহারের অভিযোগ, 'যে সাত জনের নামে অভিযোগ করা হয়েছে, তাদের স্ত্রীরা সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য। আগে তাঁরা কংগ্রেস করতেন। গত বছর তৃণমূলে যোগদান করেছেন। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দিতে কাটমানি তুলছে এই সদস্যের স্বামীরা। সম্প্রতি বাংলা আবাস যোজনার ঘরের অনুমোদন এসেছে। সেই প্রকল্পের ক্ষেত্রেও 'কাটমানি' দাবি করেন তাঁরা। প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি ও তাঁর স্বামী সাগর আহমেদ। এরপরই গত বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েত দপ্তরে বৈঠক করার অজুহাতে তাঁর স্বামী সাগর আহমেদের ওপর চড়াও হয়। পুরো বিষয়টি পুলিশ ও দলের জেলা নেতৃত্ব এবং মন্ত্রীকে জানিয়েছি।'

এদিকে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই সকল পঞ্চায়েত সদস্যার মধ্যে দুইজনের স্বামী নাসির আহমেদ, ফেকু মোমিন জানিয়েছেন, 'অন্যায়ের প্রতিবাদ তো আমরাই করতে গিয়েছিলাম। পাল্টা আমাদের ওপর হামলা চালিয়ে মারধর করা হয়। আমরা অসুস্থ হয়ে মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসাধীন ছিলাম। কিন্তু এখন ওই পঞ্চায়েতে একনায়কতন্ত্র চলছে। প্রধানের বিরুদ্ধে নানান অনিয়মের প্রতিবাদ করাতেই আক্রান্ত হয়েছি।' এদিকে রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনের অনুগামী হিসাবে পরিচিত রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের এমন অভিযোগকে ঘিরে দলের মধ্যে চরম অস্বস্তি তৈরি হয়েছে তৃণমূলের অন্দরে। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, 'এরকম ঘটনা কোনভাবেই আশা করা যায় না। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।'

৭২ দিনের মাথায় পাড়ায় সমাধানে রাস্তার উদ্বোধন সন্দেশখালিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: কথা ছিল ৯০ দিনের মধ্যে কাজ করতে হবে, কিন্তু মাত্র ৭২ দিনের মাথায় রাস্তার উদ্বোধন হল সন্দেশখালিতে। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পে রাস্তার কাজ হওয়াতে খুশির হাওয়া এলাকায়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য এই প্রকল্পের সাফল্যের শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেননি সন্দেশখালির মানুষ। আমার পড়া আমার সমাধান প্রকল্পে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় নজর কাড়লো সন্দেশখালি।

রাজ্যে ৮০ হাজার বুথ, ৮ হাজার ক্যাম্প, বরাদ্দ ৮ হাজার কোটি টাকা ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম ৩০দিন প্রপোজাল, পরে ৩০দিন স্কুটিনি, পরের ৩০দিনের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ। অর্থাৎ ৯০ দিনের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ ছিল। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লকের বেরমজুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গাজিখালী প্রাইমারি স্কুল থেকে গোপাল মোড় শ্মশানঘাট পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তার জন্য বরাদ্দ হিয়েছিল ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ৪৫২ টাকা। জেলার মধ্যে এই প্রথম সন্দেশখালির নতুন রাস্তা মঙ্গলবার উদ্বোধন করলেন স্থানীয় বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। উপস্থিত ছিলেন সন্দেশখালি ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ দিলীপ মল্লিক, সন্দেশখালি ২ নম্বর-এর বিডিও অরুণ কুমার সামন্ত ও প্রশাসনিক কর্তারা। চলতি বছরে ২ অগস্ট গঙ্গাপাত্র, গোপাল দাস, গৌর মোহন সরদার, বিষ্টুপদ কামিলা-সহ পাড়ার লোকেরা এই রাস্তার জন্য প্রপোজাল জমা দিয়েছিল। ৯০ দিন মেয়াদপূর্ণ হওয়ার আগেই ৭২ দিনের মাথায় নতুন রাস্তা পেল পাড়ার লোকেরা। এই রাস্তার উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে চারটি পাড়ার প্রায় হাজার পাঁচেক মানুষ, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হলেন বলেই দাবি স্থানীয়দের।

'চৈতন্যদেবের প্রকৃত উত্তরাধিকারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়', ঋতব্রতর মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক

বাঙালির ভাবাবেগে আঘাত, দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: 'চৈতন্যদেবের প্রকৃত উত্তরাধিকারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়' বাঁকুড়ার ইন্দাসে তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে তৃণমূলের শ্রমিক নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য ঘিরে ঘোর বিতর্ক দানা বেঁধেছে। এই নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। বিজেপির নেতাদের বক্তব্য, 'কোথায় শ্রীচৈতন্যদেব আর কোথায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এভাবে দু'জনের তুলনা করার অর্থ বাঙালির ভাবাবেগে আঘাত করা।' এর আগে বিভিন্ন সময়ে তৃণমূল নেতারা কখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মা দুর্গা, আবার কখনও মা সারদার সঙ্গে তুলনা করে বিতর্কে জড়িয়েছেন। এবার সেই একই পথে হেঁটে তৃণমূলের শ্রমিক নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চৈতন্যদেবের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলে মন্তব্য করলেন। গতকাল সন্ধ্যায় বাঁকুড়ার ইন্দাসে বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে ঋতব্রত বলেন, 'চৈতন্যদেবকে মনে করা হয় হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা। চৈতন্যদেব হেঁটে যাচ্ছেন আর তাঁর পেছনে লক্ষ মানুষ হেঁটে যাচ্ছে। বাংলার অবিরাম যাত্রার সেই চির সংঘর্ষে চৈতন্যদেবের উত্তরাধিকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে সুরক্ষিত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চৈতন্যদেবের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। চৈতন্যদেবের মতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পথে নামলে লাখো মানুষ তাঁর সঙ্গে থাকেন।' পরে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে ঋতব্রত আরও বলেন, 'সাড়ে পাঁচশো বছর আগে চৈতন্যদেব দেশের প্রথম বিপ্লবী। তিনি বাংলার মধ্যভাগ থেকে সমাজ সংস্কারের লড়াই শুরু করেছিলেন, যা পরবর্তীতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। একইভাবে গোটা দেশে বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ের বর্শা ফলক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি যে পথে চসেন, সেই পথে লাখো লাখো মানুষ তাঁকে অনুসরণ করছে। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই চৈতন্যদেবের লড়াইয়ের প্রকৃত উত্তরাধিকারী।' পালটা বিজেপির দাবি, 'বিষ্ণুপুরে একের পর এক কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তা নিয়ে শ্রমিক নেতা ঋতব্রত কোনও কথা বললেন না। অথচ ইন্দাসে এসে ভোটের আগে চৈতন্যদেবের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর তুলনা টানছেন। এভাবে চুরি ও দুর্নীতির সরকারের প্রধানের সঙ্গে চৈতন্যদেবের নাম নেওয়া বাঙালির ভাবাবেগে আঘাতের সামিল।'

পদ্মশ্রী দুখু মাঝি ও পাহাড়ি বাবাকে নিয়ে বৃক্ষরোপণ আরামবাগের গাছ মাস্টারের

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: বাংলার গর্ব পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত দুখু মাঝি ও পাহাড়ি বাবাকে সঙ্গে নিয়ে আরামবাগ হাইস্কুলের গাছ মাস্টার এবারে পাহাড় অভিযান করলেন। এক পরিবেশপ্রেমী মানুষের সঙ্গে আরেক পরিবেশপ্রেমী গাছ মাস্টার ভবানীপ্রসাদ দাস যোগ দেওয়ায়, পাহাড়ও তাঁদের হাতছানি দিয়ে যেন ডাক দেয়। সেই ডাকে সারা দিয়ে গাছ মাস্টার দুখু মাঝি ও পাহাড়ি বাবাকে সঙ্গে নিয়ে বেশ কয়েকটি পাহাড়ে গাছ লাগানোর কর্মসূচি পালন করেন। কয়েকদিনের মধ্যেই পাহাড়ে ঘুরে শতাধিক গাছ লাগান তাঁরা। জানা গেছে, অযোধ্যা পাহাড় ও বাঘমুণ্ডী থেকে শুরু করে শুশুনিয়া পাহাড়, বিহারীনাথ পাহাড়, পাহাড়ি বাবার আশ্রম, বিহারীনাথ মন্দির, কোরো পাহাড় অর্থাৎ তপোবন পাহাড়, মহিমানন্দ শাখা উত্তআশ্রম, পশ্চিমবঙ্গের অতি পরিচিত গ্রাম শুশুনিয়া পাহাড়তলীর শিউলি বোনা

গ্রাম, সেখানকার বিখ্যাত স্কুল শমরিতা মারাং বুরু শিক্ষা কেন্দ্রে গাছ লাগান। পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ে 'পদ্মশ্রী' দুখু মাঝিকে সঙ্গে নিয়ে পরিবেশ সচেতনতার প্রচার এবং বৃক্ষরোপণ করেন।

গাছ লাগান,পরিবেশ বাঁচান। বাঁচলে পরিবেশ, বাঁচবে মানুষ।' এই শ্লোগানকে ওই পাহাড়ি এলাকার সাদা সরল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। এই পাহাড়ি মানুষেরাই তো গাছের প্রকৃত বন্ধু। তাঁদের বন্ধুত্ব যাতে দৃঢ় হয় সেই বার্তা দেন ভবানীবাবু। মহাতীর্থ বিহারীনাথ মন্দিরে বৃক্ষরোপণের সময় সঙ্গে ছিলেন ওই মন্দিরের পূজারি বিনয় দেঘড়িয়া ও মন্দির কমিটির সদস্য মানিক দাস। পুরুলিয়ার বাগমুণ্ডী ও অযোধ্যা পাহাড়ে বৃক্ষমানব পদ্মশ্রী দুখু মাঝি ও নির্মল মাঝিকে সঙ্গে নিয়ে বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সচেতনতা প্রচার করেন তিনি। বিহারীনাথ পাহাড়ের উপরে পাহাড়ি বাবার আশ্রমে পাহাড়ি বাবাকে সঙ্গে নিয়ে বৃক্ষরোপণ করেন গাছ মাস্টার। এই বিষয়ে গাছ মাস্টার ভবানীপ্রসাদ দাস বলেন, 'এবারে পুজোটা পরিবেশের সঙ্গে মিশে যেতে চেয়েছিলাম। তাছাড়া দুখু মাঝি ও পাহাড়ি বাবার সান্নিধ্য পেয়ে গাছ লাগানোর উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। বেশ কয়েক পাহাড়ে গাছ রোপন করি। আসলে গাছ পাহাড়ের সময় কাটাতে আমার ভাল লাগে। আর গাছ লাগানো আমার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাই সারা জীবন গাছ লাগাতে চাই।'

বসিরহাটে সরকারি নির্দেশকে মান্যতা

বিক্রি হচ্ছে পরিবেশবান্ধব সবুজ বাজি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: আর হাতে গোনা কয়েকটা দিন বাদেই দীপাবলী। আলোর উৎসবের আনন্দে মাতবে গোটা বাংলা। পাশাপাশি শ্যামা মায়ের আরাধনায় মেতে উঠবেন গোটা ভক্তকুল। দীপাবলীর দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রতি বছরই আলোকসজ্জা-সহ বিভিন্ন রকমের রংবাজি পোড়ানো হয়। তাতে পরিবেশ দূষণ ও শব্দ দূষণ হত। শব্দবাজি ব্যবহার করতেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু এবার সেই শব্দবাজিতে কোথাও ইতি টানতে চলেছে রাজ্য সরকার ও কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্ট এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের নির্দেশে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার সীমান্ত শহর বসিরহাট জুড়ে বিক্রি শুরু হয়েছে পরিবেশ বান্ধব গ্রিন বাজি। অর্থাৎ পরিবেশের কোনভাবেই ক্ষতি করবে না। বসিরহাটের বাজি বিক্রেতারা জানাচ্ছেন, তাঁরা বরাবরই শব্দবাজির বিরুদ্ধে। এবার সরকারের নির্দেশ মেনে পরিবেশবান্ধব গ্রিন বাজি বিক্রি করছেন। যাতে পরিবেশ দূষণ না হয়। শব্দ বাজি ফাটিয়ে উল্লাসে মেতে ওঠে উৎসবপ্রেমীরা। বিষাক্ত বাতাসে শ্বাস নেওয়ায় ভয়ঙ্কর ক্ষতি বয়ে আনে মানুষের জীবনে। স্বাস্থ্যের কথা ভেবে পরিবেশবিদরা শব্দবাজি ছেড়ে গ্রিনবাজি ব্যবহার করার আবেদন করেছিলেন। কলকাতা হাইকোর্ট ইতিমধ্যেই দীপাবলির রাতে শব্দদূষণ রোধে ৯০ ডেসিবেল সীমা বেঁধে দিয়েছে। সেই নির্দেশ কার্যকর করতে তৎপর কলকাতা পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে জেলা পুলিশও। তিলোত্তমায় গ্রিন বাজি বিক্রির ব্যবস্থা করেছে কলকাতা পুলিশ। এবার জেলার প্রত্যন্ত প্রান্তে সীমান্ত শহরেও গ্রিন বাজি বিক্রি করা হচ্ছে। উৎসবের দিনগুলিতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন, মোবাইল প্যাট্রল ভ্যান এবং ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি বাড়ানো হবে বলে পুলিশ কর্তারা জানিয়েছেন। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, শব্দবাজি রুখতে এবার লাগাতার অভিযান চলবে। কালীপুজোর রাতে চলবে ধরপাকড়ও।

হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাগৃহ থেকে রাজ্য সরকারের তরফে এই প্রথম কৃষকদের উন্নতমানের এবং অধিক ফলন গুণসম্পন্ন 'টিসু কালচার আলু বীজ' প্রদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষিজ বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, বিধায়ক ডা. করবী মান্না, সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, বিডিও পারমিতা ঘোষ-সহ রাজ্য কৃষি ও কৃষিজ বিপণন দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ। ছবি: বনস্পতি দে

গুসকরায় ৪০০টি টোটোর রেজিস্ট্রেশনে উদ্যোগী তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, গুসকরা: সরকারি নির্দেশ মেনে টোটোর রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় সে নিয়ে বৈঠক করলো গুসকরা শহর তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত টোটো ইউনিয়ন। এদিন গুসকরায় একটি অনুষ্ঠান ভবনে শহরের টোটো চালকদের নিয়ে একটি বৈঠক করে শহর তৃণমূল কংগ্রেস এবং শাখা সংগঠনগুলি। বৈঠক থেকে নেতৃত্বরা বার্তা দেন যাতে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়। সেই উদ্দেশ্যে একটি ক্যাম্প করে চালকদের রেজিস্ট্রেশন করতে সবরকম সাহায্য করা হবে। এদিন এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুরো প্রধান কুশল মুখার্জি, শহর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকা চোংদার, শহরের আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি তুষার কান্তি চক্রবর্তী, শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ইজাজ হোসেন, পুরো কাউন্সিলর মাধব সাহা, উৎপল লাহা-সহ অন্যান্যরা।

টোটোতে নম্বর প্লেট ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন না-করলে রাস্তায় চালানো যাবে না টোটো। উল্লেখ্য, অনিয়ন্ত্রিত টোটোর দৌরাত্ম্য ঠেকাতেই রাজ্য সরকারের বড়সড় সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। তাই আপাতত অস্থায়ী এনরোলমেন্ট নম্বরের মাধ্যমে নম্বর প্লেট দেওয়া হবে বলে জানা যাচ্ছে। নম্বর প্লেটে থাকছে কিউআর কোড। রাজ্যে যত টোটো রয়েছে, তাদের সব ক'টাকেই এই অস্থায়ী এনরোলমেন্ট নম্বর দিয়ে

রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা হবে। টোটোর দৌরাত্ম্য নিয়ে প্রায়শই রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে উঠে এসেছে লাগাতার অভিযোগ। বেলাগাম টোটো নিয়ে তীব্র আপত্তি অটো চালকদেরও। ক্ষুব্ধ বাস চালকেরাও। এদিকে ইতিমধ্যেই গোটা রাজ্যই বহু মানুষের জীবন-জীবিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে উঠে আসে এই টোটো। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকার অন্যতম মাধ্যম যেহেতু এই টোটো। তাই বন্ধ করতে নিষেধ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই নতুন পদক্ষেপের পথে হাঁটতে চাইছে পরিবহন দপ্তর।

আজও পাঁঠা বলি ও খয়রা মাছের ভোগে পূজিত হন মা

সুমন তালুকদার

বসিরহাট: ৭০০ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য ও পরম্পরা মেনে আজও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের সোনাই নদীর ধারে পূজিত হন মা খয়রা কালী। রীতি মেনেই পাঠা বলি ও খয়রা মাছের ভোগ দিয়ে পুজো হয় মায়ের।

১৩৮৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে একচালা মাটির দেওয়াল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয়ে পাকা হয়েছে। মাটি থেকে পাথরে রূপান্তরিত হয়েছে মায়ের বিগ্রহ। তবে গোপাল সার্বভৌম'র পরবর্তীকালে পদবী হয় গোপাল চক্রবর্তী। যে ধারায় পুজো শুরু করেছিলেন তিনি, আজও তা মেনে চলা হয়। পারিবারিক ইতিহাস থেকে জানা যায়, রানি রাসমনির জামাতা মথুরাম মোহন বিশ্বাস চক্রবর্তীর বাড়ির প্রাচীন কালী মন্দিরের ইতিহাস সংস্কৃতিতে জড়িয়ে রয়েছে। জানা যায়, যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের অনুরোধে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বারানসির সাধু

গোপাল চক্রবর্তী বেত্রাবতী নদী ধরে যশোরে যাচ্ছিলেন। নদীর যাত্রাপথে বিথারীর হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সোনাই নদীর পাড়ে বিথারী গ্রামের একটি শ্মশান ভূমির বিশাল বটগাছের তলায় বিশ্রাম করছিলেন। অমাবস্যার দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় সেদিন নিজের হাতে মাটির প্রতিমা তৈরি করে পুজো শুরু করেন। পুজো শেষে বেত্রাবতী নদীতে যান মায়ের বিগ্রহ মাথায় করে নিয়ে নিরঞ্জন দিতে। কিন্তু মাথায় থেকে মাকে নামাতে পারেননি। আদেশ হয় সেখানে মায়ের প্রতিষ্ঠানের। তিনি আপারগ হওয়াতে বিগ্রহ রেখে যশোরের রাজা প্রজাপতিত্বের দরবারে গিয়ে বিস্তারিত ঘটনা বলেন প্রতাপাদিত্যকে। তৎকালীন সময় রানি রাসমনির জামাতা মথুরামন বিশ্বাসকে রাজা প্রজাপতিত্ব সেখানে মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করার জন্য বার্তা পাঠান। তারপর থেকেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের সোনাই নদীর পাড়ে খয়রা কালী হিসেবে মা পূজিত হন উভয় সম্প্রদায় মানুষের কাছে। সেই প্রাচীনকাল থেকে আজও সম্প্রীতি বার্তা বহন করে আসছে এই পুজো। এখানে মায়ের বিগ্রহ বিসর্জন দেওয়া হয় না, সারা বছর মা এখানে পূজিত হন। মথুরামন বিশ্বাসের বিথারীর পূর্ণভূমিতে সাধক রামকৃষ্ণ দেব দু'বার এই মন্দিরপরিদর্শন করেন এবং পুজোও করেন বলে কথিত আছে। বর্তমান প্রজন্মের অমল চক্রবর্তী বলেন, 'এখনও পুজো হলে ওপার বাংলার মানুষেরা নদীর পাড়ে এসে দূর থেকে মায়েরপূজার্চনা দেখেন। অনেক বাংলাদেশী বৈধ পাসপোর্ট নিয়ে এখনও মায়ের পুজো দেখতে আসেন। কালীপুজোর দিন পাঠা বলি হয়। নিরামিষ রান্না করে সেগুলো গ্রামে প্রসাদ হিসেবে বিতরণ করা হয়। আর এখানের নদীর খয়রা মাছ দিয়ে মাকে ভোগ নিবেদন করা হয়। সেই ভোগও বিতরণ হয় মায়ের ভক্তদের মধ্যে। জাগ্রত মায়ের পুজো ও পুজোর নিষ্ঠাতে কোনও খামতি রাখা হয় না।'

শ্লীলতাহানি, কাঠগড়ায় তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: বাড়িতে ঢুকে এক গৃহবধূকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল এক তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে। গতকাল সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়ার ইন্দাস থানা এলাকায়। ঘটনার পর নির্যাতিতা বিষয়টি স্থানীয় তৃণমূল ব্লক নেতৃত্বকে জানালে তাঁরা থানায় অভিযোগ জানাতে বাধা দেয় বলে অভিযোগ। আজ নির্যাতিতা স্থানীয় ও জেলার বিজেপি নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে বাঁকুড়া পুলিশ সুপারের দপ্তরে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। থানায় যেতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি অভিযুক্তর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই। বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারি বলেন, 'থানায় এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। আমার দপ্তরে একটি অভিযোগ জমা পড়েছে বলে শুনেছি। অভিযোগ খতিয়ে দেখে দ্রুত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

হাড়োয়ায় বিধায়ক ও আইপ্যাকের দুই কর্মীর নামে দুর্নীতির লিফলেট!

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: হাড়োয়া বিধানসভায় ফের পোস্টার। এতদিন তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক, সাংসদ, নেতা, মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পোস্টার পড়তে দেখা যেত। দুর্নীতি রুখতে ও দলকে সংগঠিত করতে একটি কর্পোরেট সংস্থাকে নিয়োগ করা হয়েছিল। এবার সেই কর্পোরেট সংস্থার কর্মীদের নামে দুর্নীতির পোস্টার পড়লো হাড়োয়া বিধানসভার দেগঙ্গার চাপাতলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এলাকা জুড়ে হাড়োয়ার তৃণমূল বিধায়ক শেখ রবিউল ইসলাম ও আইপ্যাক নামের ওই সংস্থার দুই কর্মীর নাম দিয়ে লিফলেট মাটিতে ছড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। টাকার বিনিময়ে ব্লক সভাপতি পদ পাইয়ে দেওয়ার মতো মারাত্মক অভিযোগ করা হয়েছে পোস্টারগুলিতে। দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রাতের অন্ধকারে এলাকা জুড়ে লিফলেট কে বা কারা ছড়িয়ে দিয়েছে তার খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। যার নিচে লেখা আছে তৃণমূল কর্মী, সমর্থক। আর এই লিফলেট ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা আসরে নেমে পড়েছে। তাঁদের দাবি, তৃণমূল নেতা, বিধায়ক, কর্মীরা যেমন দুর্নীতিগ্রস্থ তেমনই তাদের এজেন্টরাও টাকার বিনিময়ে শাসক দলের সাংগঠনিক পদ পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। লিফলেটে লেখা হয়েছে, 'ব্লক সভাপতি পদ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ভাঙিয়ে আইপ্যাকের স্টাফ (বসিরহাট দায়িত্বপ্রাপ্ত) দেব ও অর্পণ চৌধুরী ব্লক সভাপতি পদের লিস্টে নাম তোলার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার ঘুষ নিল কেন? বিধায়ক রবিউল ইসলাম তুমি জবাব দাও?' আবার কোনও লিফলেটে লেখা আছে, 'হাড়োয়া বিধানসভার মধ্যে দেগঙ্গা ব্লক ২ ও বারাসাত ব্লক ২ নতুন সভাপতি করার জন্য বিধায়ক রবিউল ইসলাম পদ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকার তোলাবাজির অভিযোগ।' এমনই অভিযোগ ওঠায় তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে বিবাদ তুঙ্গে উঠেছে। অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনের আগে হাড়োয়ার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কে হবে? ব্লক সভাপতির দায়িত্ব কারা পাবে তাই নিয়ে দীর্ঘদিন দলের অন্দরে বিবাদ চলছিল। উভয় ক্ষেত্রেই একাধিক দাবিদার থাকায় একে অন্যের বিরুদ্ধে কাঁদা ছোঁড়াছুড়ি চলছিল। তার মধ্যেই বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার অবজারভার তথা দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর বাড়ি, অফিসে ইডি তদন্ত শুরু করার পর এই অন্তরকলহ বেড়ে গেছে বলেই রাজনৈতিক মহলের দাবি। তার ফলেই এমন দুর্নীতির প্রকাশ্যে আসছে।

SBI এসবিআই আরএসিপিসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)

৬৬, ব্যারাক রোড, পোস্ট - ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১২০
ইমেল আইডি : sbi.64076@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪, [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি ব্যারাকপুর -র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নে বর্ণিত তারিখে ঋণগ্রহীতাগণকে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক আহ্বান জানায়, ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে ঋণগ্রহীতাদের সাপেক্ষে বর্ণিত তারিখে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া- আরএসিপিসি, বেহালা, শাখার ধার্য সাপেক্ষ হবে। ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা এবং এ/সি নং	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী রতন বাঁশফোড়,** পিতা - প্রয়াত মিসরি বাঁশফোড় **ঠিকানা**- ৭১/৩, গলি নং ২২, সুগিয়া পাড়া, 'আজাদ হিন্দ ক্লাব'-এর কাছে, ভাটপাড়া, কাঁকিনাড়া, থানা - জগদ্দল, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, পিন ৭৪৩১২৬ **অ্যাকাউন্ট নং- ৩৪৭১৭২০৭৩৬৪ (এইচবিএল), ৩৪৭২৯৬৮৭০১৬ (সুরক্ষা) ৩৫৬৬২৮০৪৫৫৪ (টপ-আপ), ৩৭৪৬৫৫৮৯৭৮৯ (এমসি হোম টপ-আপ)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাপ ১ কাঠা ৫ ছটাক ১৮ বর্গফুট কমবেশি মৌজা : কাঁকিনাড়া, জেএল নং ১২, তৌজি নং ১১৯৩, খতিয়ান নং ২৮, দাগ নং ২৮৩৩, প্লট নং ২ , ভাটপাড়া পুরসভা অধীন, অবস্থিত হোল্ডিং নং ৭১, গলি নং ২২, ভাটপাড়া কাঁকিনাড়া, থানা : জগদ্দল, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১২৬, দলিল নং ১-৫৮৯৩-১৯৯২ সালের, এডিএসআরও - নৈহাটি। **সম্পত্তি শ্রী রতন বাঁশফোরে পিতা মিসরি বাঁসফোরে এর নামে।**	১) ১২.০৬.২০২৫ ২) ১৩.১০.২০২৫ ৩) **১০,৭৭,৫০৪.০০ টাকা** (দশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার পাঁচশো চার টাকা মাত্র) যা ০৭.০৬.২০২৫ তারিখের হিসাবে এবং তদুপরি পরবর্তী সুদ।
২.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী তন্ময় অধিকারী,** পিতা - প্রয়াত তরুণ অধিকারী, ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং সি/৪/এ, চতুর্থ ফ্লোর, ব্লক - 'সি', **'সুকসারী কমপ্লেক্স',** হোল্ডিং নং ২৪০ (পুরাতন), ২৭৭ (নতুন), সুকসানাতান্তলা মেন রোড, ওয়ার্ড নং ১৪, থানা - চন্দননগর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১৩৬, **অন্যান্য ঠিকানা-** গোপালবাগান, লাল বাগান, পোঃ - চন্দননগর উত্তর চন্দননগর, থানা - চন্দননগর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১৩৬। **অ্যাকাউন্ট নং- ৪২৮৪০৪৩৪০৯৭ (এইচবিএল), ৪২৮৪০৪৩৪৬০৯ (সুরক্ষা)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পাঁচতলায় ফ্ল্যাট নং **সি/৪/এ,** ব্লক সি, মোট আনুমানিক কার্পেট এরিয়া **৬৪৬ বর্গফুট** কমবেশি ঢাকা এরিয়া **৭৪৩ বর্গফুট** কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **৯০৭ বর্গফুট** কমবেশি মার্বেল মেঝে এবং লিফট সুবিধা সহ উক্ত ভবনের নাম **'সুকসারী কমপ্লেক্স',** মৌজা : চন্দননগর, জেএল নং ১, সিট নং ১৬, আরএস দাগ নং ৩০৮, এলআর দাগ নং ৫২২, আরএস খতিয়ান নং ১৭৫, এলআর খতিয়ান নং ১১২, ৪৫৫/১, ২৩৬, ৮২, ৭৩৭, ৩০, অবস্থিত হোল্ডিং নং ২৪০ (পুরানো), ২৭৭ (নতুন), শুকসনাতনতলা মেন রোড, ওয়ার্ড নং ১৪, চন্দননগর পুরসভা অধীন, থানা : চন্দননগর, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১৩৬। দলিল নং ০৬০১০৪৭৫৭, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০১-২০২৪ পৃষ্ঠা ৯৪৭৭২ থেকে ৯৪৭৯৬,-২০২৪ সালের, এডিএসআরও চুঁচুড়া। **সম্পত্তি শ্রী তন্ময় অধিকারী, পিতা প্রয়াত তরুণ অধিকারী এর নামে।** **ভবনের চৌহদ্দি :** উত্তরে : সুখসনাতনতলা মেন রোড, দক্ষিণে: অন্যান্যর ভবন, পূর্বে : অন্যান্যর ভবন, পশ্চিমে : ক্লাবের সম্পত্তি।	১) ০৮.০৭.২০২৫ ২) ১৩.১০.২০২৫ ৩) **২৬,৬০,৮০৫.০০ টাকা** (ছাব্বিশ লক্ষ ষাট হাজার আটশো পাঁচ টাকা মাত্র) যা ১৭-০৭-২০২৫ তারিখের হিসাবে এবং তদুপরি পরবর্তী সুদ।

তারিখ: ১৩.১০.২০২৫
স্থান: কাঁকিনাড়া, চন্দননগর

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

হিন্দুজা হাউজিং ফাইনান্স লিমিটেড

HINDUJA HOUSING FINANCE
৭/১, লর্ডস বিল্ডিং, লর্ডস সিনহা রোড, কলকাতা. ৭০০ ০৭১

পরিশিষ্ট ৪
দখল বিজ্ঞপ্তি
রুল ৮(১)

যেহেতু, নিম্ন স্বাক্ষরকারী হিন্দুজা হাউজিং ফাইনান্স লিমিটেড -এর একজন অনুমোদিত অফিসার হিসাবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (উক্ত আইন) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ (উক্ত রুলস) এর সেকশন ১৩(১২) এবং রুল ৩ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, উক্ত আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে নিচে কলম (৩)-এ উল্লিখিত তারিখে নোটিশ জারি করেছেন, যেখানে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা এবং অন্যদেরকে, নিচে প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী, নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে বলা হয়েছে। যেহেতু সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/সম্পত্তির মালিকরা তাদের বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই এই নোটিশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/সম্পত্তির মালিকদের এবং সাধারণ জনগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, স্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের সেকশন ১৩(৪) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিচে উল্লিখিত তারিখে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির প্রতীকী দখল গ্রহণ করেছেন। সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/সম্পত্তির মালিকদের এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা যেন এই সম্পত্তিগুলির সাথে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তিগুলির সাথে কোনো লেনদেন করলে তা নিচে উল্লিখিত অর্থের জন্য হিন্দুজা হাউজিং ফাইনান্স লিমিটেড -এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৮) এর বিধানের প্রতি, যেখানে সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নং.	বকেয়া পরিমান (টাকায়) বর্তমান তারিখ অনুযায়ী	ক) ১৩ (২) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) ১৩(৪) বিজ্ঞপ্তির তারিখ	স্থাবর সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ
১.	**১. শ্রী অশ্বিনী কুমার মন্ডল (ঋণগ্রহীতা) ২. শ্রীমতী মিনতি মন্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা) ৩. শ্রী অরুপম মন্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা) ৪. শ্রী অনুপম মন্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা) সকলের ঠিকানা-** ছোট চাঁদপুর, রাজারহাট, বিষ্ণুপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, রাজারহাট, রাজারহাট, মেট্রো, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০১৩৫	**WB/KLK/KLKT/A000000097 & CO/CPC/CPOF/A000006017**	**৩২,৯৪,৫০০/- টাকা** (বত্রিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র)	ক) ১৩-০২-২০২৫ খ) ১০/১০/২০২৫	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যা প্রায় ১৫ ছটাক ৩৩ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের, যা মৌজা বাসিনা, জে.এল. নং ৩১, আর.এস. নং ৫৩, তৌজি নং ১০ এর অন্তর্ভুক্ত, যা আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৬৩২, এল.আর. খতিয়ান নং ২১৯৩ এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, থানা- রাজারহাটের অধীনস্থ, রাজারহাট বিষ্ণুপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, জেলা ২৪ পরগণা উত্তর। এর চৌহদ্দি হলো: উত্তরে- আর.এস. দাগ নং ৬৩১ দ্বারা; দক্ষিণে- আর.এস. দাগ নং ৬৩৫ দ্বারা; পূর্বে- আর.এস. দাগ নং ৬৩২ দ্বারা; পশ্চিমে- আর.এস. দাগ নং ৬৩২ দ্বারা। সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি যা প্রায় ২ কাঠা বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের, যা মৌজা বাসিনা, জে.এল. নং ৩১, আর.এস. নং ৫৩, তৌজি নং ৩৭ এর অন্তর্ভুক্ত, যা এল.আর. খতিয়ান নং ৫২০ (কৃ), আর.এস. দাগ নং ৬৩২ এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, থানা- রাজারহাটের অধীনস্থ, রাজারহাট বিষ্ণুপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা। এর চৌহদ্দি হলো- উত্তরে- আর.এস. দাগ নং ৬৩১ দ্বারা, দক্ষিণে- ৬ ফুট চওড়া পথ দ্বারা; পূর্বে- ৬ ফুট চওড়া পথ দ্বারা, পশ্চিমে- আর.এস. দাগ নং ৬৩২ দ্বারা।
২.	**১. শ্রী শৈবাল মুখার্জি (ঋণগ্রহীতা) ২. সুমিতা মুখার্জি (সহ-ঋণগ্রহীতা) উভয়ের ঠিকানা-** ৩৮/৩ মিত্র পাড়া রোড, নৈহাটি (মিউ.), নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা, নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটি লজের বিপরীতে, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩১৬৫	**WB/KLK/KLKT/A000000326 & CO/CPC/CPOF/A000002614 & WB/KLK/KLKT/A000000398**	**১০,৭৯,৮১৭/- টাকা** (দশ লক্ষ উনআশি হাজার আটশো সতেরো টাকা মাত্র), পরবর্তীতে আপনারা সকলে লোনের পরিমাণ আরও বাড়ানোর জন্য আমাদের কাছে আবার আবেদন করেছিলেন **৯৮,০০০/- টাকা** (আটাশ হাজার টাকা মাত্র)-এর একটি লোনের জন্য, যার লোন আবেদন নং- CO/CPC/CPOF/A000002614, এবং ০১-এপ্রিল-২০২৪ তারিখের অনুমোদন পত্রের মাধ্যমে,	ক) ১১-০৩-২০২৫ খ) ১১/১০/২০২৫	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল চিহ্নিত অংশ যা গ্রাউন্ডফ্লোরে প্রায় ১৪১ বর্গফুট (আচ্ছাদিত এলাকা) এবং চিহ্নিত অংশ যা ১ম ফ্লোরে প্রায় ৫৯৭ বর্গফুট (আচ্ছাদিত এলাকা), যা প্রায় ০১ কাঠা ১৪ ছটাক ও ০৮ বর্গফুট পরিমাপের জমির উপর নির্মিত দোতলা ভবনের অংশ, এবং তার সাথে আনুপাতিক হারে প্রায় ০৫ ছটাক ও ০৩ বর্গফুট পরিমাপের জমির অংশও রয়েছে। আর.এস. দাগ নং ১৭০৫ যা এল.আর. দাগ নং ২৬৩০ এর সাথে সম্পর্কিত, আর.এস. খতিয়ান নং ৬০৫/২ যা এল.আর. খতিয়ান নং ৩৯৩৯ এর সাথে সম্পর্কিত, জে.এল. নং ০৩, তৌজি নং ৭৯০/৮৮৬, মৌজা নৈহাটি, নৈহাটি। ৩৮/৩, মিত্র পাড়া রোড, ১৮ নং নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটি। দানপত্র দলিলের সাইট প্ল্যান হোল্ডিং নং ৩৮/৩, মিত্র পাড়া রোড, নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটির ১৮ নং ওয়ার্ডের অধীনস্থ, মৌজা-নৈহাটি, জে.এল. নং ৩, দাগ নং আর.এস. ১৭০৫, এল.আর. ২৬৩০, খতিয়ান নং আর.এস. ৬০৫/২, এল.আর. ৩৯৩৯, পি.এস. নৈহাটি, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা।

স্থান: পশ্চিমবঙ্গ
তারিখ: ১৫/১০/২০২৫

অনুমোদিত অফিসার
হিন্দুজা হাউজিং ফাইনান্স লিমিটেড

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, এলাহাবাদ বেঞ্চ, সমীপে প্রক্রিয়াবদ্ধ মেসার্স জিও জুট লিমিটেড (CIN U17232UP1931PLC000422), দীপক কুমার আগরওয়াল, প্রস্তাবক পেশাদার হিসেবে মহামান্য ট্রাইবুনাল এর নিকট ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপসি কোড এর ধারা ১৯(২) অধীনে কর্পোরেট ডেটরের বরখাস্ত ডিরেক্টরগণ যেমন : শশী কান্ত ঝা, রবি শঙ্কর প্রভাকর, এবং সুধীর কুমার সিং এর মুক্তির জন্য নোটিশ জারি করার আবেদন জানিয়েছেন। অবধারণযোগ্য প্রয়াসের পরও রেজিস্টার্ড ইমেল ব্যর্থ হয়েছে (ফেরত এসেছে অবন্টিত হিসেবে) এবং ডাক ঠিকানার বিকল্প হিসেবে এমসিএ ওয়েবসাইটে দেওয়া ঠিকানায় থেকেও ফেরত এসেছে। ট্রাইবুনালের নির্দেশক্রমে এই সাধারণ বিজ্ঞপ্তি ইস্যু মারফত অবগত করা হচ্ছে এনসিএলটি এর এলাহাবাদ বেঞ্চ সমীপে ১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে। আপনাদের স্বয়ং বা যথাযথভাবে অনুমোদিত প্রতিনিধি বা কাউন্সেল দ্বারা উক্ত তারিখে উপস্থিত হয়ে উত্তরদান, আপত্তি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বক্তব্য দাখিল করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

দীপক কুমার আগরওয়াল
মেসার্স জিও জুট লিমিটেডের প্রস্তাব পেশাদার

Howrah Municipal Corporation
Borough-II
43, Jelia Para Lane - 711106
Ph: 033-2665-0888
E-TENDER NOTICE
E-Tender No.: TN/002/AE/ B-II/ 2025-26, Date : 15.10.2025
Detail information will be available from the Office of Borough-II HMC. Visit the site: https//:wbtenders.gov.in . Submission closing (Online) : **06.11.2025 at 06.00 P.M.**
Sd/-
Assistant Engineer
Borough-II, H.M.C.

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-QUOTATION
N.I.E. EQ. No. 36/WS/Eng/25 Dt. 14-10-25
N.I.E. EQ. No. 37/WS/Eng/25 Dt. 14-10-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-QUOTATION
N.I.E. ET. No. 69 & 70/PW/Eng/APAS/25 Dt. 14-10-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

নোটিশ

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, তিনটি মূল রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নথিভুক্ত ১) বুক নং ১ ভল্যুম নং ৯২, দলিল নং ১৫২১ -২০০৫ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বিধাননগর, ২) বিক্রয় দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১২, পৃষ্ঠা ১১৭৬৯ থেকে ১১৭৯৮, দলিল নং ১২৯৯৩ -২০০৮ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বিধাননগর এবং ৩) বিক্রয় দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৩০, পৃষ্ঠা ৫৫১১-৫৫৩৭, দলিল নং ০৭৯২৬ -২০১২ রেজিস্ট্রিকৃত এআরএ-২, কলকাতা সমীপে, হারিয়ে গিয়েছে আমার মক্কেলের হেফাজত থেকে অর্থাৎ আনন্দ মহেন্দ্র দেশাই এর হেফাজত থেকে, এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এন্টালি থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি নং ২৭২০ তারিখ ৩১.০৮.২০২৩ দায়ের করা হয়। কোনও ব্যক্তি উক্ত স্বত্ব দলিল পেয়ে থাকলে এই নোটিশ প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।
তারিখ : ১৪.১০.২০২৫
স্থান : কলকাতা

শ্রীজিৎ সাহা (অ্যাডভোকেট)
চেম্বার : সরাফ হাউস, একতলা, রুম নং ২৮, ৪/১, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা- ৭০০০০১
ই-মেল : sriiit.advocat@gmail.com
মো : + ৯১-৮৩৩৬০৭১৭২৬

GPT জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড

(CIN- L20103WB1980PLC032872)
রেজি. অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি-২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬; পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
দূরভাষ: + ৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০, ই-মেল: gil.cosec@gptgroup.co.in
দেখুন: www.gptinfra.in,

১০০ দিনের প্রচার অভিযান -"সক্ষম নিবেশক", ২৮ জুলাই ২০২৫ থেকে ৬ নভেম্বর ২০২৫। আপনার কেওয়াইসি বিস্তারিত হালনাগাদ এবং আপনার অপ্রদেয়/অদাবিকৃত মুনাফা দাবি করুন।

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি নোটিশ

প্রিয় সদস্য(গণ)
আপনারা অবগত আছেন, **ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (আইইপিএফএ),** কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের অধীন, সারা দেশে শুরু করেছে ১০০ দিনের **"সক্ষম নিবেশক"** শীর্ষক প্রচার অভিযান। আরও জানানো হচ্ছে সেবি-ও বিভিন্ন সার্কুলার এবং উদ্যোগের মাধ্যমে একই ধরনের আবেদন শুরু করেছে।
ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (আইইপিএফএ), কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক অধীন (এমসিএ) এর জারি করা ১৬ জুলাই ২০২৫ তারিখের সার্কুলার অনুযায়ী জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড (কোম্পানি) তার শেয়ারহোল্ডারগণকে **১০০ দিনের প্রচার অভিযান -"সক্ষম নিবেশক", ২৮ জুলাই ২০২৫ থেকে ৬ নভেম্বর ২০২৫** বিষয়ে জানিয়েছে।
এই প্রচার অভিযানের উদ্দেশ্য কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণকে ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ) স্থানান্তরের পূর্বে আপনার অপ্রদেয়/অদাবিকৃত মুনাফা দাবি করার সুযোগ করে দেওয়া। এছাড়া শেয়ারহোল্ডারগণের কেওয়াইসি বিস্তারিত, যোগাযোগ বিস্তারিত, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত, নমিনেশন পছন্দ এবং স্পেসিমেন সিগনেচার হালনাগাদ করার জন্য উৎসাহিত করা।
কেম্পানির নিকট অপ্রদেয়/অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড বিস্তারিত কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gptinfra.in** থেকে পাওয়া যাবে।
শেয়ারহোল্ডারগণ ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার অধিকার করলে তাদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডি পি) এর নিকট কেওয়াইসি এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিস্তারিতর জন্য জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
শেয়ারহোল্ডারগণ ভৌত আকারে শেয়ার অধিকার করলে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং হস্তান্তর প্রতিনিধি (আরটিএ) শ্রী প্রশান্ত সেন, এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বতন লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) (এমইউএফজি),
ইউনিট : জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড, রসুই কোর্ট, ৬ষ্ঠতল, ২০, স্যার আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা -৭০০০০১; ফোন নং ০৩৩-৪৯০৬ ৬২০০; ইমেল : **kolkata@in.mpms.mufg.com** এর সঙ্গে যোগাযোগ করতেহবে।
কোম্পানির ওয়েবসাইট **https://gptinfra.in/share-holder- information//# Downloads** এবং আরটিএ এর ওয়েব সাইট **https://www.in.mpms.mufg.com > Resources > Downloads > KYC > Formats** কেওয়াইসি এর জন্য প্রয়োজনীয় নধি সহ ফর্ম পাওয়া যাবে।
আরও বিস্তারিত বা জিজ্ঞাসার জন্য অনুগ্রহ করে আরটিএ উক্ত বিস্তারিত মতে বা কোম্পানির নিকট **gil.cosec@gptgroup.co.in.** যোগাযোগ করতে হবে।
আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কোম্পানির উপযুক্ত শেয়ারহোল্ডারগণকে আবেদন করছি তাদের অধিকারের সদ্ব্যবহার করে সুযোগ কাজে লাগান এবং আপনাদের অবস্থান হালনাগাদ করা নিশ্চিত করুন।

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
সোনম লাখোটিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং প্রয়োগ আধিকারিক
এম নং এ৪১৩৫৮

তারিখ : ১৪.১০.২০২৫
স্থান : কলকাতা

GPT জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (CIN) : L70101WB1989PLC047402
রেজিস্টার্ড অফিস : জিপিটি সেন্টার, জেসি - ২৫, সেক্টর - ৩, সল্টলেক কলকাতা - ৭০০১০৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : +৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০, ইমেল : ghl.cosec@gptgroup.co.in
ওয়েবসাইট : www.ilshospitals.com

১০০ দিনের প্রচার অভিযান -"সক্ষম নিবেশক", ২৮ জুলাই ২০২৫ থেকে ৬ নভেম্বর ২০২৫। আপনার কেওয়াইসি বিস্তারিত হালনাগাদ এবং আপনার অপ্রদেয়/অদাবিকৃত মুনাফা দাবি করুন।

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি নোটিশ

প্রিয় সদস্য(গণ)
আপনারা অবগত আছেন, **ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (আইইপিএফএ),** কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের অধীন, সারা দেশে শুরু করেছে ১০০ দিনের **"সক্ষম নিবেশক"** শীর্ষক প্রচার অভিযান। আরও জানানো হচ্ছে সেবি-ও বিভিন্ন সার্কুলার এবং উদ্যোগের মাধ্যমে একই ধরনের আবেদন শুরু করেছে।
ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (আইইপিএফএ), কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক অধীন (এমসিএ) এর জারি করা ১৬ জুলাই ২০২৫ তারিখের সার্কুলার অনুযায়ী জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড (কোম্পানি) তার শেয়ারহোল্ডারগণকে **১০০ দিনের প্রচার অভিযান -"সক্ষম নিবেশক", ২৮ জুলাই ২০২৫ থেকে ৬ নভেম্বর ২০২৫** বিষয়ে জানিয়েছে।
এই প্রচার অভিযানের উদ্দেশ্য কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণকে ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ) স্থানান্তরের পূর্বে আপনার অপ্রদেয়/অদাবিকৃত মুনাফা দাবি করার সুযোগ করে দেওয়া। এছাড়া শেয়ারহোল্ডারগণের কেওয়াইসি বিস্তারিত, যোগাযোগ বিস্তারিত, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত, নমিনেশন পছন্দ এবং স্পেসিমেন সিগনেচার হালনাগাদ করার জন্য উৎসাহিত করা।
কেম্পানির নিকট অপ্রদেয়/অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড বিস্তারিত কোম্পানির ওয়েবসাইট **www. ilshospitals.com.** থেকে পাওয়া যাবে।
শেয়ারহোল্ডারগণ ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার অধিকার করলে তাদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডি পি) এর নিকট কেওয়াইসি এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিস্তারিতর জন্য জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
শেয়ারহোল্ডারগণ ভৌত আকারে শেয়ার অধিকার করলে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং হস্তান্তর প্রতিনিধি (আরটিএ) শ্রী প্রশান্ত সেন, এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বতন লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) (এমইউএফজি), ইউনিট : জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড, রসুই কোর্ট, ৬ষ্ঠতল, ২০, স্যার আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা -৭০০০০১; ফোন নং ০৩৩-৪৯০৬ ৬২০০; ইমেল : **kolkata@in.mpms.mufg.com** এর সঙ্গে যোগাযোগ করতেহবে।
কোম্পানির ওয়েবসাইট **https://ilshospitals.com/share-holder-information/# Downloads** এবং আরটিএ এর ওয়েব সাইট **https://www.in.mpms.mufg.com > Resources > Downloads > KYC > Formats** কেওয়াইসি এর জন্য প্রয়োজনীয় নধি সহ ফর্ম পাওয়া যাবে।
আরও বিস্তারিত বা জিজ্ঞাসার জন্য অনুগ্রহ করে আরটিএ উক্ত বিস্তারিত মতে বা কোম্পানির নিকট **ghl.cosec@gptgroup.co.in.** যোগাযোগ করতে হবে।
আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কোম্পানির উপযুক্ত শেয়ারহোল্ডারগণকে আবেদন করছি তাদের অধিকারের সদ্ব্যবহার করে সুযোগ কাজে লাগান এবং আপনাদের অবস্থান হালনাগাদ করা নিশ্চিত করুন।

জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অঙ্কুর শর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং প্রয়োগ আধিকারিক
এম নং এ৩১৮৩৩

তারিখ : ১৪.১০.২০২৫
স্থান : কলকাতা

SBI এসবিআই, এইচএলসি রাজারহাট (১৬৮২২)

বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক-এ, ২য় ফ্লোর, রাজারহাট নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পোঃঅঃ- হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০১৬১। ই-মেইল: sbi.16822@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪, [রুল ৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, **৩০.০৭.২০২৫** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ- **শ্রীমতী দীপান্বিতা ঘোষ, স্বামী - সেনা দাস এবং শ্রী সেনা দাস, পিতা - বিনয় দাস, ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং এ, স্বস্তিকা আবাসন, ৩য় ফ্লোর, ১০৯/১, সুভাষ নগর রোড, মৌজা - দিগলা, থানা - দমদম, কলকাতা - ৭০০ ০৬৫। অন্যান্য ঠিকানা- ২১, দক্ষিণ পূর্বাচল মেন রোড, শীতলা মন্দির, হালতু, কলকাতা - ৭০০ ০৭৮** -কে আহ্বান জানিয়ে বকেয়া **৩০.০৭.২০২৫ অনুযায়ী ২৭,৪২,১৮১.০৪ টাকা (সাতাশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার একশো একাশি টাকা ও চার পয়সা মাত্র)** তদুপরি পরবর্তী সুদ এবং উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন ।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং /বা জামিনদারগণ টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ এবং /বা জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৪ অক্টোবর, ২০২৫** তারিখে ।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **৩০.০৭.২০২৫ অনুযায়ী ২৭,৪২,১৮১.০৪ টাকা (সাতাশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার একশো একাশি টাকা ও চার পয়সা মাত্র)** তদুপরি পরবর্তী সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট** এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল স্ব-সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটটি তৃতীয় ফ্লোরে দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত যার ফ্ল্যাট নং 'এ', লিফটের সুবিধা, মার্বেল ফ্লোরিং সহ যার সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া ৯২৫ বর্গফুট, যাতে রয়েছে ৩ (তিন) টি শোবার ঘর, ১ (এক) টি ড্রয়িং/ডাইনিং স্পেস, ১ (এক) টি রান্নাঘর, ১ (এক) টি টয়লেট, ১ (এক) টি ডব্লিউ.সি. এবং ১ (এক) টি বারান্দা, এবং তার সাথে আনুপাতিক হারে জমির অংশ ও ভবনের সাধারণ এলাকা ও সাধারণ সুযোগ-সুবিধা সহ অবস্থিত এবং স্থিত মৌজা-দিগলা, জে.এল. নং-১৮, রে. সা. নং-১৬১, তৌজি নং-১৭৩, সি.এস. দাগ নং-৭০৬, খতিয়ান নং-১৬৭, থানা-দমদম, এ.ডি.এস.আর.-কাশীপুর দমদম, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা।
উক্ত ফ্ল্যাটটি মোট ৩ কাঠা ৯ ছটাক ১৯ বর্গফুট পরিমাণের বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমির উপর স্থাপিত আছে, , যা অবস্থিত এবং স্থিত মৌজা-দিগলা, জে.এল. নং-১৮, রে. সা. নং-১৬১, তৌজি নং-১৭৩, আর.এস. দাগ নং-৭০৬, খতিয়ান নং-১৬৭, সংশোধিত খতিয়ান নং-৯৮, নতুন খতিয়ান নং-৩২৭৭, পুলিশ স্টেশন-দমদম, এ.ডি.এস.আর.-কাশীপুর দমদম, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, হোল্ডিং নং-২৪৮ সুভাষ নগর রোড, প্রেমিসেস নং-১০৯/১, সুভাষ নগর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৬৫ এর দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের সীমানার মধ্যে।
দলিলটি বুক-আই, ভলিউম নং-১৯০৪-২০২২, পৃষ্ঠা ৪১৬১৩৮ থেকে ৪১৬১৬৪ পর্যন্ত, বিয়িং নং-১৯০৪০০৪৭৩ সাল-২০২২এর অধীনে নিবন্ধিত।
সম্পত্তিটি **শ্রীমতী দীপান্বিতা ঘোষ,** স্বামী - শ্রী সেনা দাস এবং **শ্রী সেনা দাস,** পিতা - বিনয় দাসের নামে রয়েছে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তরে- ১২ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড, দক্ষিণে- বিকাশ ঘোষ ও অন্যান্যদের বাড়ি, প্রেমিসেস নং-১৭, সুভাষ নগর বাই লেন, পূর্বে- প্রেমিসেস নং-১০, সুভাষ নগর বাই লেন ও ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা এবং শুক্লা দাসের বাড়ি, প্রেমিসেস নং-১২১/৩, সুভাষ নগর রোড, পশ্চিমে- শ্রী বসন্ত কুমার রায়ের বাড়ি, প্রেমিসেস নং-১৪, সুভাষ নগর বাই লেন ও শ্রী কলাশী মন্ডলের বাড়ি, প্রেমিসেস নং-৩, সুভাষ নগর বাই লেন দ্বারা সীমাবদ্ধ।

বি.দ্র.: দখল সংক্রান্ত নোটিশটি ইতিমধ্যেই স্পীড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে পাঠানো হয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদার একই নোটিশ না পেয়ে থাকেন, তবে এই নোটিশটিকে পরিষেবার একটি বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তারিখ: ১৪.১০.২০২৫
স্থান: রাজারহাট

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই তারকেশ্বর শাখা (০১৮৬৫)

চাউলপট্টি, পো - তারকেশ্বর, হুগলি-৭১২৪১০
ই-মেল - sbi.01865@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১	**শেখ রিজাউল সরকার,** পিতা শেখ রহিম সরকার, ঠিকানা : ফ্ল্যাট নং ৪/সি, ৫মতল, মুক্তি অ্যাপার্টমেন্ট, ওয়ার্ড নং ১০, জয়কৃষ্ণ বাজার, থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২৪১০। আরও ঠিকানা : চাকদহ মোড়, তারকেশ্বর, পো : মোরা, থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২৪১০। **এ/সি নং ৩৪৮২২৪১৮১৮২ (এইচবিএল) , শাখা : তারকেশ্বর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৪/সি, ৫মতল, মুক্তি অ্যাপার্টমেন্ট, পরিমাপ ঢাকা এরিয়া ১০৩০ বর্গফুট কমবেশি মৌজা : তারকেশ্বর, জেএল নং ২৯, এলআর খতিয়ান নং ৪৪৫, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ২০৬০, আরএস দাগ নং ৮৯৬, হাল দাগ নং ১৪২৮, ওয়ার্ড নং ১০, তারকেশ্বর পুরসভা অধীন, জয়কৃষ্ণ বাজারের নিকট, থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, দলিল নং ০৬১৮০২৮৩৭, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬১৮-২০১৬, পৃষ্ঠা ৯৪৪ থেকে ৯৬৩ -২০১৫ সালের, এডিএসআরও তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি। **সম্পত্তি রিজাউল সরকার পিতা রহিম সরকার এর নামে।**	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ২০.০৯.২০২৫ এনপিএ তারিখ ০২.০২.২০২১	এ/সি ৩৪৮২২৪১৮১৮২ (এইচবিএল) ২৯,৪৭,০১৩.০০ টাকা **(উনত্রিশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার তেরো টাকা) ১৯.০৯.২০২৫ অনুযায়ী। ২০.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে** আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ১৫.১০.২০২৫
স্থান - তারকেশ্বর, হুগলি

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস: বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ,পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ১০১
ই-মেইল: Z184@indianbankco.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) -এর অনুবিধি দেখুন]
সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) -কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কৃষ্ণনগর প্রধান শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি **৫২,৮১,৮৯১.০০ টাকা** (বাহান্ন লক্ষ একাশি হাজার আটশো একানব্বই টাকা মাত্র) (বিবি ৪৮,৫৯,২৩২.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওএক্স + এমওআই ৪,২২,৬৫৯.০০ টাকা) যা **০৮.১০.২০২৫** অনুযায়ী এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ/চার্জ ও খরচ সহ পুনরুদ্ধারের জন্য যা **১৯.১১.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", " যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে **মেসার্স আস্থা হার্ডওয়্যার (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী- রাহুল দেব ভট্ট,** গ্রাম - এনএইচ-৩৪, বিধানপল্লী, টি. বি. হাসপাতাল, পোঃ - গাবরকুলি, থানা - ধুবুলিয়া, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১১৪০ এর থেকে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কৃষ্ণনগর প্রধান শাখা (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর প্রাপ্য।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**১. ক) ১. মেসার্স আস্থা হার্ডওয়্যার (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী- রাহুল দেব ভট্ট,** গ্রাম - এনএইচ-৩৪, বিধানপল্লী, টি. বি. হাসপাতাল, পোঃ - গাবরকুলি, থানা - ধুবুলিয়া, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১১৪০। **২. শ্রী রাহুল দেব ভট্ট, মেসার্স আস্থা হার্ডওয়্যারের স্বত্বাধিকারী (স্বত্বাধিকারী তথা জামিনদার)** গ্রাম - এনএইচ-৩৪, বিধানপল্লী, টি. বি. হাসপাতাল, পোঃ - গাবরকুলি, থানা - ধুবুলিয়া, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১১৪০। **৩. প্রয়াত সবিতা ভট্ট এস্টেটের প্রতি,** স্বামী - প্রয়াত মনিলাল ভট্ট **(বন্ধকদাতা, যিনি বর্তমানে প্রয়াত এবং তাঁর আইনি উত্তরাধিকারীর দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করছেন)** গ্রাম - নতুন দুর্গাপুর, কালীহাট, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১১০২। **৪. শ্রীমতী সোনালী দত্ত (জামিনদার),** স্বামী - প্রদীপ কুমার দত্ত গ্রাম - বেজিখালী, পোঃ - কৃষ্ণনগর, থানা - কোতোয়ালী, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১১০১। **৫. শ্রীমতী রূপালী দাস (জামিনদার),** স্বামী - তপন কুমার দাস গ্রাম - বেজিখালী, ফ্ল্যাট নং ৪, তপবন অ্যাপার্টমেন্ট, পোঃ - কৃষ্ণনগর, থানা - কোতোয়ালী, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১১০১। **খ) কৃষ্ণনগর প্রধান শাখা**	এনএইচ-৩৪, বিধানপল্লী, টি. বি. হাসপাতাল, পোঃ - গাবরকুলি, থানা - ধুবুলিয়া, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১১৪০। **প্রয়াত সবিতা ভাটিয়ার নামে** পাকা দোকানের ঘর ও গুদাম ঘর এবং তার সাথে খালি জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যা মৌজা গাবরকুলি-তে সাধনপাড়া - ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ, জে.এল. নং ১৯, থানা - ধুবুলিয়া, জেলা - নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ), পিন - ৭৪১ ১৫৩। খতিয়ান নং আরএস-২০৩, এলআর-৩০৫/১, প্লট নং আরএস-৭৪৮/৯৬২, এলআর- ১০১২/১১৩৭, জমির এলাকা - ৪.৩৫ ডেসিমেল এবং জমির শ্রেণী হলো বাড়ি, এবং নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল নং আই-৭৩৩ / ২০১৮। **চৌহদ্দি:** উত্তরে-কাপলি ঘোষ / নদীয়া ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সম্পত্তি, দক্ষিণে- ইলা রানীর সম্পত্তি, পূর্বে- দাতার সম্পত্তি / প্রয়াত মনি লাল ভাটিয়ার সম্পত্তি, পশ্চিমে- এনএইচ-৩৪।	**৫২,৮১,৮৯১.০০ টাকা** (বাহান্ন লক্ষ একাশি হাজার আটশো একানব্বই টাকা মাত্র) (বিবি ৪৮,৫৯,২৩২.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওএক্স + এমওআই ৪,২২,৬৫৯.০০ টাকা) যা **০৮.১০.২০২৫** অনুযায়ী এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ/চার্জ ও খরচ সহ	**ক) ৪০,৯২,০০০.০০ টাকা (*)** (চল্লিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৪,০৯,২০০.০০ টাকা** (চার লক্ষ নয় হাজার দুইশো টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDBI106346330075** **ঙ) ব্যাঙ্কের নিকট অজ্ঞাত** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১৯.১১.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) -এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ: ১৪.১০.২০২৫ / স্থান: বহরমপুর

অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ভাতারে পুকুরে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: ভাতারের কালুকতাক গ্রামের একটি পুকুরে দাও দাও করে জ্বলছে আগুন, ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের কালুকতাক গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত তিন মাস আগে ওই পুকুরে একটি তেলের ট্যাঙ্কার উল্টিয়ে যায়। পুকুরে ছিল প্রচুর পরিমাণে পানা। মঙ্গলবার দুপুরে হঠাৎ করে সেই পানায় আগুন ধরে যায়। কিভাবে আগুন লাগল তা জানাতে পারেনি গ্রামের মানুষ। খবর পেয়ে ভাতার থানার পুলিশ ও দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দমকলের আধিকারিকরা জানান, জল দিয়ে আগুন নেভানোর সময় দেখা জলেতেই আগুন লেগেছিল। এই প্রথম তাঁরা এমন দৃশ্য দেখলেন। তবে আগুনের শিখা এতটাই ছিল কালো ধোয়াই ঢেকে যায় গোটা গ্রাম। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আনে দমকল বিভাগ। তবে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলেই জানা গেছে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস- চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড় ব্যান্ডেল, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২১০৩
ফোন নং : (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০,
ই-মেইল: zochinsurah@indianbank.co.in

আদিসপ্তগ্রাম শাখা
পরিশিষ্ট-৪[রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর ৮ ও ৯ রুলের অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে ১৭.০৬.২০২৫ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতাগণ

১. **শ্রী মৃত্যুঞ্জয় পাত্র** (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)
আইনি উত্তরাধিকারীগণ:
ক) পাপিয়া পাত্র (শ্রী মৃত্যুঞ্জয় পাত্রের স্ত্রী), পশ্চিম সেঠ পাড়া, অলিখোঁজা, মগরা, হুগলী - ৭১২১৪৮
খ) বিশ্বজিৎ পাত্র (শ্রী মৃত্যুঞ্জয় পাত্রের পুত্র), পশ্চিম সেঠ পাড়া, অলিখোঁজা, মাগরা, হুগলী - ৭১২১৪৮
গ) অভিজিৎ পাত্র (শ্রী মৃত্যুঞ্জয় পাত্রের পুত্র), পশ্চিম সেঠ পাড়া, অলিখোঁজা, মগরা, হুগলী - ৭১২১৪৮

২. **বিশ্বজিৎ পাত্র** (সহ-ঋণগ্রহীতা), পশ্চিম সেঠ পাড়া, অলিখোঁজা, মগরা, হুগলী - ৭১২১৪৮

আমাদের **আদিসপ্তগ্রাম শাখার** সাথে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪,১৪,৭৪৪.০০ টাকা (চার লক্ষ চৌদ্দ হাজার সাতশো চুয়াল্লিশ টাকা মাত্র) ১৭.০৬.২০২৫ অনুযায়ী** সেইসঙ্গে **১৮.০৬.২০২৫** থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হারে সুদ, চার্জ এবং খরচ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮ ও ৯ এর অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নিম্নেবর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, **৯ অক্টোবর, ২০২৫** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য **৪,১৪,৭৪৪.০০ টাকা (চার লক্ষ চৌদ্দ হাজার সাতশো চুয়াল্লিশ টাকা মাত্র) ১৭.০৬.২০২৫ অনুযায়ী** সেইসঙ্গে **১৮.০৬.২০২৫** থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হারে সুদ, চার্জ এবং খরচ সহ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের এর ধার্য সাপেক্ষ হবে। আমরা ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পত্তের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিভক্ত অংশের সকল যার অবস্থান, জেলা-হুগলী, মৌজা-আলিখোঁজা, জে.এল. নং- ৪৩, থানা- মগরা, এল.আর. খতিয়ান নং-৪১৯, এল.আর. দাগ নং-৮৮, জমির প্রকৃতি- ভিটা যা এখন রূপান্তরিত, দোতলা আবাসিক ভবন, ২ নং মগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ, মোট জমির পরিমাণ ০.০৮ একর, গ্রাউন্ড ফ্লোরে আচ্ছাদিত এলাকা ৫৫১.৫৫+২৩৪.৭০=৭৮৬.২৫ বর্গফুট এবং প্রথম ফ্লোরে আচ্ছাদিত এলাকা ৭৮৬.২৫ বর্গফুট।

তারিখ: ০৯.১০.২০২৫
স্থান: আলিখোঁজা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, **"যেখানে যেমন আছে"**, **"যেখানে যা আছে"**, **"যেমন অবস্থায় আছে"** এবং **"কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" ৩১.১০.২০২৫ তারিখে, ৩০,৪৬,৮১৫ টাকা (তিরিশ লাখ ছেচল্লিশ হাজার আটশ পনের টাকা) ০৫.১০.২০২৫ অনুযায়ী [দাবি নোটিশ তারিখ ৩১.০১.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত-- ২৪,৫১,৯৬৬ টাকা (চব্বিশ লাখ একান্ন হাজার নশো ছেষট্টি টাকা)]** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতাগণ/ জামিনদাতাগণের কাছ থেকে যেমন **(১) বাথ সলিউশনস (ঋণগ্রহীতা) (২) শ্রী রাম কিশোর বিনানি (প্রয়াত) (সহ-ঋণগ্রহীতা ১/বন্ধকদাতা ১) এবং (৩) শীতল বিনানি (সহ ঋণগ্রহীতা ২/বন্ধকদাতা ২)** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

তপশিল -১

জামিনদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত

আশীর্বাদ রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাট নং ৪সি, ৫মতলে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, প্রেমিসেস নং ৩৯, কবি নবীন সেন রোড, হোল্ডিং নং ১৬৭ (পুরানো), ২৮১ (নতুন), ওয়ার্ড নং ২৫, থানা : দম দম, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০২৮ পরিমাণ ১১০০ বর্গফুট।

ভবন/প্লটের চৌহদ্দি :
পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া সড়ক — পশ্চিমে : চাতাল এবং ২ তলা ভবন
উত্তরে : অন্যান্যর সম্পত্তি — দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক

তপশিল -২
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/গুলির বিস্তারিত	তপশিল -১ অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	৩১.১০.২০২৫ সময় : বেলা ১১ টা থেকে বেলা ১২ টা দুপুর, প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	২৯.১০.২০২৫ বিকেল ৪ টার মধ্যে

সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর ২৮,০৬,৬৫০ (আঠাশ লাখ ছয় হাজার ছশো পঞ্চাশ টাকা) টাকা।
*সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তিগুলি বিক্রি হবে না।

বায়না জমা (আরপি-র ১০ শতাংশ) : **২,৮০,৬৬৫ (দুই লাখ আশি হাজার ছশো পঁয়ষট্টি টাকা) টাকা।**

ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ (এক লাখ টাকা) টাকা

যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মোবাইল নং : শ্রী সার্থক শর্মা, মো : ৭৯৮২৯৯২৩৬৬

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট : **https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/** এবং **www.axisfinance.in**।

সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ।

সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণের প্রতি উক্ত ঋণ বিষয়ক এবং উক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

তারিখ : ১৪.১০.২০২৫
স্থান : নিউ দিল্লি
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, **"যেখানে যেমন আছে"**, **"যেখানে যা আছে"**, **"যেমন অবস্থায় আছে"** এবং **"কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" ৩১.১০.২০২৫ তারিখে, ৫০,৯৫,৮০৪.০০ টাকা (পঞ্চাশ লাখ পঁচানব্বই হাজার আটশ চার টাকা) ০৫.১০.২০২৫ অনুযায়ী [দাবি নোটিশ তারিখ ০৭.১২.২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত--আইএনআর ৪০,৭৯,৪০৬ টাকা (চল্লিশ লাখ উনআশি হাজার চারশ ছয় টাকা) ০৫.১২.২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া উভয় ঋণ সুবিধাদি সহ]** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণের কাছ থেকে যেমন **(১) সেন্টু সাহা (ঋণগ্রহীতা) এবং (২) গৌরী সাহা (সহ-ঋণগ্রহীতা ১/বন্ধকদাতা)** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

তপশিল -১

জামিনদত্ত স্থাবর সম্পদের বিবরণ

সম্পত্তির বিস্তারিত -সংশ্লিষ্ট সকল অংশ হোল্ডিং নং ১২৯৩/১ (কর অনুযায়ী), ৭ডি বিজয়নগর, কালীতলা রোড, (স্থান পরিদর্শন অনুযায়ী), ওয়ার্ড নং ১৯, নৈহাটি পুরসভা অধীন, থানা এবং পো : নৈহাটি, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন কোড : ৭৪৩১৬৫, মৌজা : নৈহাটি, দাগ নং ৩১৬৬, ৩১৬৭, খতিয়ান নং ১০৮৯৮, পরিমাণ - ১৪৪০ বর্গফুট।

ভবন/প্লটের চৌহদ্দি :
পূর্বে : সড়ক — পশ্চিমে : খালি জমি
উত্তরে : স্বপন বিশ্বাসের ভবন — দক্ষিণে : সড়ক

তপশিল -২
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/গুলির বিস্তারিত	তপশিল -১ অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	৩১.১০.২০২৫ সময় : বেলা ১১ টা থেকে বেলা ১২ টা, প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	২৯.১০.২০২৫ বিকেল ৪ টার মধ্যে

সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর ৩৭,৫৭,০৫০ (সাঁয়ত্রিশ লাখ সাতান্ন হাজার পঞ্চাশ টাকা) টাকা।
*সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তিগুলি বিক্রি হবে না।

বায়না জমা (আরপি-র ১০ শতাংশ) : ৩,৭৫,৭০৫ টাকা (তিন লাখ পঁচাত্তর হাজার সাতশ পাঁচ টাকা) টাকা।

ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ (এক লাখ টাকা) টাকা

যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মোবাইল নং : শ্রী সার্থক শর্মা, মো : ৭৯৮২৯৯২৩৬৬

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট : **https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/** এবং **www.axisfinance.in**।

সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ।

সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণের প্রতি উক্ত ঋণ বিষয়ক এবং উক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

তারিখ : ১৪.১০.২০২৫
স্থান : নিউ দিল্লি
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, **"যেখানে যেমন আছে"**, **"যেখানে যা আছে"**, **"যেমন অবস্থায় আছে"** এবং **"কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" ৩১.১০.২০২৫ তারিখে ১,৭৪,০৬,০৬২ টাকা (এক কোটি চুয়াত্তর লাখ ছয় হাজার বাষট্টি টাকা) ০৫.১০.২০২৫ অনুযায়ী,** (দাবি নোটিশ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত--৯৯,৩৯,৯২৪ টাকা (নিরানব্বই লাখ উনচল্লিশ হাজার নশো চব্বিশ টাকা) চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণের কাছ থেকে যেমন **(১) বিষ্ণুধাম এজেন্সিস প্রা. লি. (ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা) (২) সত্য প্রকাশ শর্মা (সহ-ঋণগ্রহীতা) (৩) কাবেরি শর্মা (সহ-ঋণগ্রহীতা) (৪) জয়ন্ত মন্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা) (পরবর্তীতে একত্রে "ঋণগ্রহীতা" হিসেবে উল্লিখিত)** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

তপশিল -১

জামিনদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান ঘর নং ১এ, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৫১৫.৬ বর্গফুট, কমবেশি, ২য়তলে, "ওম প্লাজা" নামে বহুতল ভবনে নির্মিত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৫ কাঠা ১২ ছটাক ৩২ বর্গফুট কমবেশি, অবস্থিত মৌজা : কোন্নগর, এবং সিএস এবং আরএস দাগ নং ১২০৫ এবং ১২০৫/১৪৬৭, সিএস খতিয়ান নং ৮১৭, আরএস খতিয়ান নং ৮২৪/১, এলআর দাগ নং ১৬১৫ এবং ১৬১৬, এলআর খতিয়ান নং ১৩৪২৯, জেএল নং ৭, এবং পুরসভা হোল্ডিং নং ১৫৪, ইন্দিরা গান্ধি রোড,ওয়ার্ড নং ৯, কোন্নগর পুরসভা অধীন (কোন্নগর মার্কেট), থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি। সম্পত্তির চৌহদ্দি :
পূর্বে : সিএস দাগ নং ১২২২ — পশ্চিমে : সিএস দাগ নং ১২০৫
উত্তরে : সিএস দাগ নং ১২০৫ — দক্ষিণে : মোবাইল স্টোরের সম্পত্তি।

সম্পত্তির মালিক অর্থাৎ বিষ্ণুধাম এজেন্সিস প্রা. লি., ... নং ০৬২১-২০১৭, পৃষ্ঠা ১০৪৮১৮ থেকে ১০৮৯২১, দলিল নং ০৬২১০০৮৮৮-২০১৭ সালের, হস্তান্তরিত রেজিস্ট্রিকৃত দলিল তারিখ ১৪.১২.২০১৭।

তপশিল -২
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/সমূহের বিবরণ	তপশিল -১ অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	৩১.১০.২০২৫ সময় : বেলা ১১ টা থেকে বেলা ১২ টা, প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	তারিখ : ২৯.১০.২০২৫ বিকেল ৪ টার মধ্যে

সংরক্ষিত মূল্য : ৭৪,৫৬,০১৩ (চুয়াত্তর লাখ ছাপ্পান্ন হাজার তেরো টাকা) টাকা।
* সংশ্লিষ্ট মূল্যের কম ফ্ল্যাট/সম্পত্তি/সমূহ/ বিক্রি করা হবে না।

বায়না জমা (আরপি-র ১০ শতাংশ) : **৭,৪৫,৬০১ টাকা (সাত লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছশো এক টাকা)**

ডাক বর্ধিত করণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ টাকা (এক লাখ টাকা)।

যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মোবাইল নং : শ্রী সার্থক শর্মা : ৯৮১০১৬৩৩১২

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে দেখুন ওয়েবসাইট লিঙ্ক : **https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/** এবং **www.axisfinance.in**

সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণকে উক্ত ঋণ বিষয়ে এবং উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে।

তারিখ : ১৪.১০.২০২৫
স্থান : নিউ দিল্লি
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, **"যেখানে যেমন আছে"**, **"যেখানে যা আছে"**, **"যেমন অবস্থায় আছে"** এবং **"কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" ৩১.১০.২০২৫ তারিখে, ২,০৭,৫৬,৭৪২ টাকা (দুই কোটি সাত লাখ ছাপান্ন হাজার সাতশ বিয়াল্লিশ টাকা) ০৫.১০.২০২৫ অনুযায়ী [দাবি নোটিশ তারিখ ২৫.০৬.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত--আইএনআর ২,০৭,৩৩,১৯৮ টাকা (দুই কোটি সাত লাখ তেত্রিশ হাজার একশ আটানব্বই টাকা)** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/ জামিনদাতাগণের কাছ থেকে যেমন **(১) ছাপ্পান ভোগ (২) রাঘব শরাফ এবং (৩) রেশমি শরাফ-এর** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

তপশিল -১

জামিনদত্ত স্থাবর সম্পদের বিবরণ

জামিনদত্তর সম্পদের বিস্তারিত

১. নীলাম্বর শোরুম, ইউনিট ৬এ, একতলা, ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি, হোল্ডিং নং ৯, ব্লক ১২, সাউথ ডিভিশন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭, বিল্ট আপ এরিয়া ৫৫৬ বর্গফুট।
চৌহদ্দি :
উত্তরে : শেক্সপিয়ার সরণি, — **দক্ষিণে :** ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি,
পূর্বে : ২০ ফুট চলার পথ, — **পশ্চিমে :** ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি।

২. নীলাম্বর শোরুম, ইউনিট এসআর৭, একতলা, ২৮বি শেক্সপিয়ার সরণি,হোল্ডিং নং ৯, ব্লক ১২, সাউথ ডিভিশন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭, বিল্ট আপ এরিয়া ১৫৮ বর্গফুট।
চৌহদ্দি :
উত্তরে : শেক্সপিয়ার সরণি, — **দক্ষিণে :** ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি,
পূর্বে : ২০ ফুট চলার পথ, — **পশ্চিমে :** ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি।

৩. নীলাম্বর শোরুম, ইউনিট এসআর৯, একতলা, ২৮বি শেক্সপিয়ার সরণি,হোল্ডিং নং ৯, ব্লক ১২, সাউথ ডিভিশন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭, বিল্ট আপ এরিয়া ৩০৯ বর্গফুট।
চৌহদ্দি :
উত্তরে : শেক্সপিয়ার সরণি, — **দক্ষিণে :** ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি,
পূর্বে : ২০ ফুট চলার পথ, — **পশ্চিমে :** ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি।

তপশিল -২ :
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/সমূহের বিবরণ	তপশিল -১ অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	৩১.১০.২০২৫ সময় : সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টা প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	২৯.১০.২০২৫ বিকেল ৪ টার মধ্যে

সংরক্ষিত মূল্য : ২,১৯,৪৩,৮০০ (দুই কোটি উনিশ লাখ তেতাল্লিশ হাজার আটশ টাকা) টাকা।
*সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি/সমূহ বিক্রি হবে না।

বায়না জমা দাখিল (আর পি এর ১০ শতাংশ) : ২১,৯৪,৩৮০ (একুশ লাখ চুরানব্বই হাজার তিনশ আশি টাকা)

ডাক বর্ধিত করণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ (এক লাখ টাকা) টাকা

যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মোবাইল নং : শ্রী সার্থক শর্মা, মো : ৯৮১০১৬৩৩১২

বিক্রয় নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইটে : **https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/** এবং **www.axisfinance.in**

সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ।

সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণের প্রতি উক্ত ঋণ বিষয়ক এবং উক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

তারিখ : ১৪.১০.২০২৫
স্থান : নিউ দিল্লি
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, **"যেখানে যেমন আছে"**, **"যেখানে যা আছে"**, **"যেমন অবস্থায় আছে"** এবং **"কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" ৩১.১০.২০২৫ তারিখে, ৩৩,১৬,০৪৫ টাকা (তেত্রিশ লাখ ষোলো হাজার পঁয়তাল্লিশ টাকা) ০৫.১০.২০২৫ অনুযায়ী [**দাবি নোটিশ তারিখ ২৬.০২.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত--আইএনআর ৪৪,৩১,৩৮৭ **টাকা (চুয়াল্লিশ লাখ একত্রিশ হাজার তিনশ সাতাশি টাকা) উভয় ঋণ সুবিধাদি সহ]** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/ জামিনদাতাগণের কাছ থেকে যেমন **(১) ছবি ঘোষ (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা ১) এবং (২) ঋশিতা নন্দী (সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা ২)** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

তপশিল -১

জামিনদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৪র্থতলে, উত্তর দিকে, নন্দন অ্যাপার্টমেন্ট, প্রেমিসেস নং ৬১২, সার্ভে পার্ক, থানা : পূর্ব যাদবপুর, জেলা : ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৭৫, ওয়ার্ড নং ১০৯, মৌজা : সন্তোষপুর, জেএল নং ২২, তৌজি নং ১৫১, সিএস দাগ নং ৭০৬, সিএস খতিয়ান নং ১০, আরএস দাগ নং ৮০৪/২১০১, আরএস খতিয়ান নং ৯৯১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন পরিমাপ ৬৮০ বর্গফুট।

ভবন/প্লটের চৌহদ্দি :
পূর্বে : প্রেমিসেস নং এ-৫৮ (৫মতল মালিকানাধীন ভবন)।
পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং এ-৫৬ (একতলা ভবন)।
উত্তরে : ৩০ ফুট চওড়া কে এম সি রোড।
দক্ষিণে : দোতলা ভবন।

তপশিল -২
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/গুলির বিস্তারিত	তপশিল -১ অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	৩১.১০.২০২৫ সময় : বেলা ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	২৯.১০.২০২৫ বিকেল ৪ টার মধ্যে

সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর ২৮,৪৩,১০০ (আটাশ লাখ তেতাল্লিশ হাজার একশ টাকা) টাকা
*সংশ্লিষ্ট মূল্যের কম ফ্ল্যাট/সম্পত্তিগুলি বিক্রি হবে না।

বায়না জমা : (আরপি-র ১০ শতাংশ) ২,৮৪,৩১০ (দুই লাখ চুরাশি হাজার তিনশ দশ টাকা)।

ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ (এক লাখ টাকা) টাকা

যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মোবাইল নং : শ্রী সার্থক শর্মা, মো : ৭৯৮২৯৯২৩৬৬

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট **https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/** এবং **www.axisfinance.in**

সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ।

সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণের প্রতি উক্ত ঋণ বিষয়ক এবং উক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

তারিখ : ১৪.১০.২০২৫
স্থান : নিউ দিল্লি
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০০০১

দাবি নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

শ্রী সঞ্জীব কুমার সিং (ঋণগ্রহীতা),
ঠিকানা :
১) ৭৩ইউ/১সি, নারকেল ডাঙ্গা মেন রোড, বেলেঘাটা, কাঁকুড়গাছি, কলকাতা-৭০০০৫৪।
২) ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৫মতল, লোটাস টাওয়ার, মৌজা : হাতিয়ারা, থানা : রাজারহাট (বর্তমানে ইকো পার্ক), শঙ্কর আবাসন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,কলকাতা , পিন : ৭০০১৫৭।

বিষয় : আপনার ঋণ অ্যাকাউন্ট জমা দিন আইবি হোম লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর - ৭৫০৪৩৭৮৬৭২ ইন্ডিয়ান ব্যাংক, বি কে পাল অ্যাভিনিউ শাখা, ৮৮ বি কে পাল অ্যাভিনিউ কলকাতা - ৭০০০০৫ - রেজি.

আপনাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি ব্যক্তিগত। আপনাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি এখন বা সর্বদা ঋণগ্রহীতা। আপনাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হলেন/হচ্ছেন বন্ধকদার যিনি আপনাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তির দ্বারা গৃহীত ঋণ অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা হিসাবে তার সম্পদ প্রদান করেছেন। আপনার অনুরোধে, ব্যাংকিং ব্যবসার সময়, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি অনুমোদিত হয়েছিল এবং আপনি তা গ্রহণ করেছিলেন।

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা
আইবি হোম লোন	৪৪.০০ লাখ টাকা

আপনি উল্লিখিত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন :

সুবিধার প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির ধরণ
১. আইবি হোম লোন	আপনার স্বাক্ষরিত ডিমান্ড প্রমিসরি নোট, আপনার স্বাক্ষরিত মেয়াদী ঋণ চুক্তি, বন্ধক দলিল, স্থাবর সম্পত্তির উপর চার্জ।

১৫/০৫/২০২৩ তারিখের হাউজিং ফাইন্যান্সের জন্য মেয়াদী ঋণ চুক্তি সম্পাদন করে আপনি ব্যক্তিগতভাবে গ্যারান্টিযুক্ত উপরোক্ত ঋণের পরিশোধ। উক্ত ঋণের পরিশোধ সম্পত্তি(গুলি) বন্ধক/বন্ধক দ্বারা সুরক্ষিত আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৪বি, চতুর্থ তলা, লোটাস টাওয়ার, মৌজা - হাতিয়ারা, থানা - রাজারহাট (বর্তমানে ইকো পার্ক), শঙ্কর আবাসন, ওয়ার্ড নং ১৪, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পিন - ৭০০১৫৭ বিধাননগরের অধীনে।

সুদ সহ অর্থ পরিশোধের জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও; আপনারা এবং যৌথ এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ আপনারা প্রত্যেকেই বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সম্পদ শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে ০৫.১০.২০২৫ সাল থেকে ঋণ অ্যাকাউন্টটিকে নন পারফর্মিং অ্যাসেটে হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
***০৭/১০/২০২৫ তারিখে আপনার দ্বারা প্রদেয় বকেয়া পাওনা নিম্নরূপ

অ্যাকাউন্ট নং	বুক ব্যালান্স	সুদ	মোট
৭৫০৪৩৭৮৬৭২	১৭,০২,৪০৩.০০ টাকা	৬১,৯৬৬.০০ টাকা	১৭,৬৪,৩৬৯.০০ টাকা
	মোট		**১৭,৬৪,৩৬৯.০০ টাকা**

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে মেয়াদী ঋণগ্রহীতা বলতে বোঝায় যে কোনও ব্যক্তি যাকে ব্যাংক আর্থিক সহায়তা দিয়েছে অথবা যিনি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা কোনও বন্ধক/সৃষ্ট চার্জ তৈরি করেছেন। ০৮.১০.২০২৫ তারিখে আপনার দ্বারা প্রদেয় বকেয়া পাওনা **১৭,৬৪,৩৬৯ টাকা** (সতেরো লক্ষ চৌষট্টি হাজার তিনশ ঊনসত্তর টাকা মাত্র) এবং উক্ত পরিমাণের উপর ০৯.১০.২০২৫ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে আরও সুদ প্রযোজ্য।

২০০২ সালের আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্টের অধীনে মেয়াদী ঋণগ্রহীতা বলতে বোঝায় যে কোনও ব্যক্তি যাকে ব্যাংক আর্থিক সহায়তা দিয়েছে অথবা যিনি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা কোনও বন্ধক তৈরি করেছেন / তৈরি করেছেন। অতএব, আপনাকে এতদ্বারা ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে এই তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় পরিমাণ অর্থাৎ ১৭,৬৪,৩৬৯/- টাকা (সতেরো লক্ষ চৌষট্টি হাজার তিনশ ঊনসত্তর টাকা) সুদ সহ পরিশোধ করতে বলা হচ্ছে। যদি তা না করা হয়, তাহলে ব্যাংক উক্ত আইনের অধীনে আপনার কাছে আর কোনও রেফারেন্স ছাড়াই নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাংক আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে এখানে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে তার প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করবে।

এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে এবং আপনি দাবি মেনে নিতে ব্যর্থ হলে, ব্যাংক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আইনের ধারা ১৩ (১৩) এর বিধান অনুসারে, ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের (এখানে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত) কোনও হস্তান্তর করা হবে না।

উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে এই নোটিশটি আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে যাতে ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের ক্ষতি না হয়। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ব্যাংকের DRT/RO-এর DRT/DRAT/আদালতের সামনে বর্তমানে বিচারাধীন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার এবং প্রাপ্ত আদেশ/ডিক্রি কার্যকর করার অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্থ না করেই জারি করা হয়েছে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, আপনার পক্ষ থেকে জারি করা এবং প্রতিষ্ঠিত বকেয়া বিল, ব্যাংক গ্যারান্টি এবং ঋণপত্রের পাশাপাশি অন্যান্য সম্ভাব্য দায়বদ্ধতার অধীনে উদ্ভূত দায় পরিশোধের জন্য ব্যাংক আপনাকে আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করে। "আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এবং সেখানে প্রণীত নিয়মের বিধানগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজের উপর আপনার মুক্তির অধিকার সম্পর্কিত"।

নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে অনুমোদিত কর্মকর্তা।

সময়সূচী যেসব সম্পদে নিরাপত্তা স্বার্থ তৈরি করা হয়েছে তার নির্দিষ্ট বিবরণ এখানে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে :

বন্ধকদত্ত সম্পদ : সেরসাই অ্যাসেট আইনিড : ২০০০৭২৯৬৩৮৯৭ : সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৭১৬৪৯৫৮৫।

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের টাইলস মেঝেযুক্ত ফ্ল্যাট নং ৪-বি, পাঁচতলায় দক্ষিণ পশ্চিম দিকে, (জি-৪) তলা বসবাসের ভবনে নাম এবং পরিচিত লোটাস টাওয়ার নামে , লিফট সুবিধা সহ, পরিমাপ এরিয়া সুপার বিল্ট আপ ৬৮৪ বর্গফুট কমবেশি , ২ বেড রুম, ১ কিচেন,১ ডাইনিং, ১ টয়লেট, ১ ডব্লু সি এবং ১ ব্যালকনি এবং সকলের ব্যবহারের সিঁড়ি, পথ ইত্যাদি সহ অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ।

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট হোল্ডিং নং আরজিএম/১৯/১৯৪৫, শঙ্কর আবাসন,কলকাতা -৭০০১৫৭, বিধন নগর পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১৪ অধীন, এডিএসআর রাজারহাট অধিক্ষেত্রে (নিউ টাউন), জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** শ্রী বিনয় চক্রবর্তী এবং শঙ্কর সেন এর জমি; **দক্ষিণে :** ১৫ ফুট চওড়া সড়ক; **পূর্বে :** আরএস দাগ নং ৪০০৯; **পশ্চিমে :** আরএস দাগ নং ৪০০৯।

তারিখ : ০৮.১০.২০২৫, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০০০১

দাবি নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

আদিত্য কুমার পিতা প্রদীপ কুমার (ঋণগ্রহীতা), চকদিওয়ান, শেখপুরা, পো এবং থানা : শেখপুরা, জেলা : শেখপুরা, রাজ্য : বিহার, পিন : ৮১১১০৫।
বীণা দেবী , স্বামী প্রদীপ কুমার (জামিনদাতা), চকদিওয়ান, শেখপুরা, পো এবং থানা : শেখপুরা, জেলা : শেখপুরা, রাজ্য : বিহার, পিন : ৮১১১০৫।

বিষয় : আপনার ঋণ অ্যাকাউন্ট আদিত্য কুমার এবং বীণা দেবী ইন্ডিয়ান ব্যাংক টালিগঞ্জ শাখায় অ্যাকাউন্ট নং ৭৮৪৫৯৮৮৩৫১ - রেজি.

আপনাদের মধ্যে প্রথমজন একজন ব্যক্তিগত / মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান / অংশীদারিত্ব সংস্থা / কোম্পানি। আপনাদের মধ্যে দ্বিতীয়জন এখন বা সর্বদা গ্যারান্টার। তোমাদের মধ্যে প্রথমজন হলেন বন্ধকদাতা (গণ) তোমাদের উভয়ের দ্বারা গৃহীত ঋণ অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা হিসাবে তাদের সম্পদ প্রদান করেছেন। আপনাদের উভয়ের অনুরোধে, ব্যাংকিং ব্যবসার সময়, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি অনুমোদিত হয়েছিল এবং আপনারা উভয়েই তা গ্রহণ করেছিলেন।

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা
Home Loan HLB4564930/2023-24	৩৫.০০ লাখ টাকা

আপনাদের মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয়জন উল্লিখিত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন :

সুবিধার প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির ধরণ
হোম লোন	১. ০৯/০৮/২০২৪ তারিখের অনুমোদন টিকিট এবং শর্তাবলীর স্বীকৃতি ১৩/০৮/২০২৪ তারিখের অনুমোদন টিকিটের শর্তাবলী ২. ১৩/০৮/২০২৪ তারিখের দাবি প্রতিশ্রুতি নোট ৩. ১৩/০৮/২০২৪ তারিখের গৃহঋণের জন্য ডি-১২৮ মেয়াদী ঋণ চুক্তি ৪. ১১/১১/২০২৪ তারিখের ডি-৩২ বন্ধকদারের পত্র যা জমা নিশ্চিত করে ন্যায়সঙ্গত বন্ধক তৈরির জন্য টাইটেল ডিড

উক্ত ঋণের পরিশোধের জন্য সম্পত্তি(গুলি) বন্ধক/বন্ধকতা প্রদান করা হবে ফ্ল্যাট নং ১এ (১১৬০.০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), যার মধ্যে রয়েছে ৩টি শয়নকক্ষ, ১টি রান্নাঘর, ১টি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, ১টি টয়লেট, ১টি টয়লেট এবং ১টি বারান্দা, প্রথম তলায়, উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ দিকে জি-৪ তলা ভবনের সাথে, এবং ৪ কাঠা ১৩ ছটাক ৪৪.৮৫ বর্গফুট পরিমাপের বাস্তু জমির অবিভক্ত অংশ। এটি প্রাঙ্গণ নং ২৯৭ রাজা রাম মোহন রায় রোড, ওয়ার্ড নং ১২১, ডাক ঠিকানা বিত, জয়শ্রী পার্ক, পি.এস. - বেহালা, কলকাতা - ৭০০০৩৪, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, যা নীচের তফসিলে দেওয়া হয়েছে। উক্ত ভবনের সীমানা হল উত্তর : ২০ ফুট কেএমসি রোড, **দক্ষিণ** সিএস প্লট নং ৫২২, **পূর্ব** প্লট নং ৪, **পশ্চিম** প্লট নং ২।

আপনাদের বারবার সুদসহ অর্থ পরিশোধের অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আপনারা এবং আপনারা যারা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ, তারা সকলেই বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক জারি করা সম্পদ শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত নির্দেশিকা / নির্দেশিকা অনুসারে ০৫/১০/২০২৫ সাল থেকে ঋণ অ্যাকাউন্টটিকে নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
***১৪.১০.২০২৫ তারিখে আপনার প্রদেয় বকেয়া ঋণ নিম্নরূপ :

অ্যাকাউন্ট নং	বুক ব্যালান্স	সুদ	মোট
৭৮৪৫৯৮৮৩৫১	৩৪,৩৯,১৫৮.০০ টাকা	৯৬,৯৮৬.০০ টাকা	৩৫,৩৬,১৪৪.০০ টাকা
	মোট		৩৫,৩৬,১৪৪.০০ টাকা

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে মেয়াদী ঋণগ্রহীতা বলতে বোঝায় যে কোনও ব্যক্তি যাকে ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে অথবা যিনি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা কোনও বন্ধক তৈরি করেছেন। অতএব, আপনাদের সকলকে এবং আপনাদের প্রত্যেককে **১৪/১০/২০২৫** তারিখের বকেয়া পরিমাণ **৩৫,৩৬,১৪৪.০০ টাকা** (পঁয়ত্রিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার একশত চুয়াল্লিশ টাকা) সুদ সহ এই তারিখ থেকে ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য বলা হচ্ছে, যদি তা না করা হয়, তাহলে ব্যাংক উক্ত আইনের অধীনে আপনার সাথে আর কোনও যোগাযোগ ছাড়াই সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে যদি আপনি আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাংক আইনের ধারা ১৩ (৪) এর অধীনে তার প্রয়োগকারী অধিকার প্রয়োগ করবে, যা এখানে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে।

এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে এবং আপনি দাবি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে, ব্যাংক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আইনের ধারা ১৩ (১৩) এর বিধান অনুসারে, ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের কোনও হস্তান্তর (এখানে উল্লেখিত তফসিলে প্রদত্ত) করা যাবে না।

উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে এই নোটিশটি আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাতে ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের ক্ষতি না হয়। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ব্যাংকের DRT/RO-এর সামনে বর্তমানে বিচারাধীন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার এবং প্রাপ্ত/প্রাপ্ত আদেশ/ডিক্রি কার্যকর করার অধিকারকে ক্ষুণ্ন না করেই জারি করা হয়েছে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আপনার পক্ষ থেকে জারি করা এবং প্রতিষ্ঠিত বকেয়া বিল, ব্যাংক গ্যারান্টি এবং ঋণপত্রের পাশাপাশি অন্যান্য সম্ভাব্য দায়বদ্ধতার অধীনে উদ্ভূত দায় পরিশোধের জন্য আপনাকে আহ্বান করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে। "আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এবং সেখানে প্রণীত নিয়মাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজের উপর আপনার মুক্তির অধিকার সম্পর্কিতক্ষ্ম নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে অনুমোদিত কর্মকর্তা।

সময়সূচী যেসব সম্পদে সিকিউরিটি স্বার্থ তৈরি করা হয়েছে তার নির্দিষ্ট বিবরণ এখানে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে :

বন্ধকদত্ত সম্পদ : সেরসাই অ্যাসেট আইনিড : ২০০০৮৫১৬৫৩২৮ : সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৮৩৩৩৩৩১৫।

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১এ, (১১৬০.০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), ৩ বেড রুম, ১ কিচেন, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ টয়লেট, ১ ডব্লু সি এবং ১ বারান্দা দোতলায়, উত্তর-পূর্ব -দক্ষিণ দিকে, জি-৪ তলা ভবনে এবং অবিভক্ত বাস্তু জমির পরিমাপ ৪ কাঠা ১৩ ছটাক ৪৪.৮৫ বর্গফুট অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২৯৭ রাজা রাম মোহন রায় রোড, এলআর দাগ নং ৪৩৪, এবং ৪৩৪/৯৮৯, পূর্বতন এলআর খতিয়ান নং ৬১৫ এবং বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১১৩৩ এবং ১১৩৪ এবং সিএস খতিয়ান নং ৩৮, মৌজা : মন্ডলপাড়া, জেএল নং ৬, আরএস নং ১৯০, তৌজি নং ৮০, পরগনা : মাগুরা, থানা : বেহালা, ওয়ার্ড নং ১২১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, ডাক ঠিকানা বিত, জয়শ্রী পার্ক, থানা : বেহালা, কলকাতা- ৭০০০৩৪, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

মালিক : শ্রী অদিত্য কুমার।

চৌহদ্দি : উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড; **দক্ষিণে :** সিএস প্লট নং ৫২২; **পূর্বে :** প্লট নং ৪; **পশ্চিমে :** প্লট নং ২।

তারিখ : ১৪.১০.২০২৫, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
দক্ষিণ কলকাতা শাখা (৫০২৬)
১১১ এ/২বি এস পি মুখার্জি রোড, কালীঘাট রাসবিহারি কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২৬

দাবি নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

১. **মেসার্স মা তারা কনস্ট্রাকশন** (ঋণগ্রহীতা), ঠিকানা : অমিয় ভিলা, ২৪, রাজডাঙ্গা নবপল্লি ইস্ট, বিবেকানন্দ পল্লি ইস্ট,একতলা, কলকাতা - ৭০০১০৭।
২. **শ্রী মোহন নায়েক** (স্বত্বাধিকারী, জামিনদাতা, বন্ধকদাতা),পিতা প্রয়াত সুকুমার নায়েক, ফ্ল্যাট নং সি২, ৪র্থতল, অমিয় ভিলা, ২৪, রাজডাঙ্গা নবপল্লি ইস্ট, বিবেকানন্দ পল্লি ইস্ট,একতলা, কলকাতা - ৭০০১০৭।
৩. **শ্রী তোতন মিত্র** (জামিনদাতা, বন্ধকদাতা) পিতা প্রদ্যুৎ মিত্র, ফ্ল্যাট নং সি২, ৪র্থতল, অমিয় ভিলা, ২৪, রাজডাঙ্গা নবপল্লি ইস্ট, বিবেকানন্দ পল্লি ইস্ট,একতলা, কলকাতা - ৭০০১০৭।
৪. **শ্রীমতি সোমা মিত্র (সাহা)** (জামিনদাতা,বন্ধকদাতা), পিতা প্রদ্যুৎ মিত্র, ফ্ল্যাট নং সি২, ৪র্থতল, অমিয় ভিলা, ২৪, রাজডাঙ্গা নবপল্লি ইস্ট, বিবেকানন্দ পল্লি ইস্ট,একতলা, কলকাতা - ৭০০১০৭।

বিষয় : আপনাদের লোন অ্যাকাউন্ট/গুলি মেসার্স মা তারা কনস্ট্রাকশন (স্বত্বাধিকারী শ্রী মোহন নায়েক) ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক দক্ষিণ কলকাতা, কলকাতা ৭০০০০১, অ্যাকাউন্ট : ৫০২৬৮৮৩৫৩২০ টিএল : ৫৮০০৪৮০৬৩৩৫

আপনাদের প্রথম ব্যক্তি স্বত্বাধিকারী। দ্বিতীয় ব্যক্তি আপনি সংশ্লিষ্ট সকল সময়ের স্বত্বাধিকারী। ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ জন জামিনদাতা সংশ্লিষ্ট গৃহীত ঋণের প্রথমজন কর্তৃক। ২য়, ৩য় এবং ৪র্থজন বন্ধকদাতা(গণ) তাদের সম্পদ ১ম জন কর্তৃক গৃহীত ঋণের জামিন হিসেবে প্রস্তাব দেন। আপনাদের সকলের অনুরোধক্রমে ব্যাঙ্কের ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ায় নিম্নোক্ত পরিমাণ রাশি মঞ্জুর করা হয় যা ১মজন কর্তৃক গ্রহণ করেন।

	বিবরণাদি	অনুমোদনের সীমা
১	Open Cash Credit (A/C No. 50268835320)	৫৯ লাখ টাকা
২	MSME TL (FITL) এ/সি নং ৫৮০০৪৮০৬৩৩৫	৭.০২ লাখ টাকা (রান ডাউন ব্যালান্স)
৩	মোট (রাশি প্রদানের সীমা)	৬৬.০২ লাখ টাকা

ক্রম নং	সুবিধার ধরণ	বকেয়া অবশিষ্ট (টাকা) ০৯.১০.২০২৫ অনুযায়ী	০৯.১০.২০২৫ অনুযায়ী এমওআই (টাকা)	০৩.১০.২০২৫ অনুযায়ী এমএলই/এমও এক্স (টাকা)	০৯.১০.২০২৫ অনুযায়ী মোট ও/এস (মোট যুক্ত)
১	Open Cash Credit (A/C No. 50268835320)	৫৮,৯৬,২৪৯.৪৩	১,৩২,৬৪১.১১৬	২৩৬.০০	৬০,২৯,১২৭.০০
২	MSME TL (FITL) এ/সি নং ৫৮০০৪৮০৬৩৩৫	৮৭,৪২৬.০০	১৮৪৪.০০		৮৯,২৭০.০০
৩	মোট ০৯.১০.২০২৫ অনুযায়ী	**৬১,১৮,৩৯৭.০০ টাকা** একষট্টি লক্ষ আঠারো হাজার তিনশ সাতানব্বই			

আপনি উল্লিখিত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন

ক্রম নং	সুবিধার প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির প্রকৃতি (সর্বশেষ)
১	Open Cash Credit (A/C No. 50268835320)	১. ডিমান্ড প্রমিসরি নোট ২. ধারাবাহিকতার চিঠি ৩. বন্ধক রাখার জন্য সাধারণ চিঠি/ অস্থাবর সম্পত্তির অঙ্গীকার ৪. মালিকানা দলিল জমা দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে সম্পূরক বন্ধক পত্র ৫. গ্যারান্টি চুক্তি (এডিভি-৪২) ইত্যাদি।
২	MSME TL (FITL) এ/সি নং ৫৮০০৪৮০৬৩৩৫	

উপরোক্ত ঋণের পরিশোধের জন্য নং ৩ এবং ৪ আপনাদের মধ্যে একটি গ্যারান্টি চুক্তি সম্পাদন করে গ্যারান্টি দিচ্ছেন। উক্ত ঋণের পরিশোধের জন্য কলকাতা - ৭০০০৭৮ (বর্তমানে কলকাতা - ৭০০১০৭) -এর প্রাঙ্গণ নং ২৪-এ অবস্থিত স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট (নং সি২) বন্ধক রাখা হয়েছে।

সুদসহ টাকা পরিশোধের জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আপনারা এবং যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ আপনারা সকলেই পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক জারি করা সম্পদ শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত নির্দেশিকা / নির্দেশিকা অনুসারে ২৮.০৯.২০২৫ তারিখে ঋণ অ্যাকাউন্টটিকে অ-কার্যকর সম্পদ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে (পুনর্গঠন ব্যর্থ হয়েছে)।

০৯.১০.২০২৫ তারিখে আপনার প্রদেয় বকেয়া পাওনার পরিমাণ **৬১,১৮,৩৯৭.০০ টাকা** - একষট্টি লক্ষ আঠারো হাজার তিনশ সাতানব্বই টাকা মাত্র। উক্ত পরিমাণের উপর ১০.১০.২০২৫ থেকে সম্পূর্ণ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে আরও সুদ এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য হবে।

২০০২ সালের আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্টের অধীনে মেয়াদী ঋণগ্রহীতা বলতে বোঝায় যে কোনও ব্যক্তি যাকে ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে অথবা যিনি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা কোনও বন্ধক তৈরি করেছেন / চার্জ তৈরি করেছেন।

অতএব, আপনাদের সকলকে এবং আপনাদের প্রত্যেককে এতদ্বারা ৯.১০.২০২৫ তারিখের তারিখ অনুসারে ৬১,১৮,৩৯৭.০০ টাকা - একষট্টি লক্ষ আঠারো হাজার তিনশ সাতানব্বই টাকা এবং ১০.১০.২০২৫ থেকে ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সুদ সহ অন্যান্য চার্জ পরিশোধ করার জন্য বলা হচ্ছে, যদি তা না করা হয়, তাহলে ব্যাংক উক্ত আইনের অধীনে আপনার সাথে আর কোনও যোগাযোগ ছাড়াই নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে যদি আপনি আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাংক আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে তার প্রয়োগকারী অধিকার প্রয়োগ করবে।

এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে এবং আপনি দাবি মেনে নিতে ব্যর্থ হলে, ব্যাংক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আইনের ধারা ১৩ (১৩) এর বিধান অনুসারে, ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের (এখানে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত) কোনও হস্তান্তর করা হবে না।

উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে এই নোটিশটি আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে যাতে ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের ক্ষতি না হয়। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ব্যাংকের DRT/RO-এর সামনে বর্তমানে বিচারাধীন কার্যক্রম এবং প্রাপ্ত/প্রাপ্ত আদেশ/ডিক্রি কার্যকর করার অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্থ না করেই জারি করা হয়েছে।

"আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এবং সেখানে প্রণীত নিয়মাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজের উপর আপনার মুক্তির অধিকার সম্পর্কিতক্ষ্ম

নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে অনুমোদিত কর্মকর্তা।

তপশিল

নিম্নোক্ত মতে জামিনদত্ত সম্পদের নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

দায়বদ্ধ সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অস্থাবর সম্পদ , অস্থাবর প্ল্যান্ট, ইঞ্জিন এবং মেশিনারিজ, সরঞ্জাম, দ্রব্যাদি, স্পেয়ার্স, যন্ত্রপাতি,গাড়ি, ভেহিকেল, কাঁচা মালের মজুত এবং বুক ডেটস যা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আবশ্যক সহ সমুদয়।

বন্ধকদত্ত সম্পদ : -

স্বত্ব অধিকারী : শ্রী মোহন নায়েক, শ্রী তোতন মিত্র, শ্রীমতি সোমা মিত্র

জমির এরিয়া : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট (নং সি২) চতুর্থতলে, পরিমাপ কমবেশি ১০৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া , ৩ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ২ বাথ এবং প্রিভি, ১ বারান্দা, কেএমসি প্রেমিসেস নং ২৪ রাজডাঙ্গা নব পল্লি (নারকেল বাগান) (বিবেকানন্দ পার্ক), কলকাতা- ৭০০০৭৮ (বর্তমানে কলকাতা -৭০০১০৭) ওয়ার্ড নং ১০৭, এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ, চৌহদ্দি : উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক ; দক্ষিণে : অন্যান্যর জমি ; পূর্বে : গৌর দত্তর জমি ; পশ্চিমে : ক্যানাল।

দলিলের বিস্তারিত : দলিল নং ১-০৪২৩৬-২০১০ সালের।

***২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা পূর্বের দাবি নোটিশ প্রত্যাহৃত।

তারিখ : ১০.১০.২০২৫, স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

Office of the
NEALLISHPARA GOALJAN G.P.
Vill+P.O-Tikiapara, Block - Berhampore, Dist- Murshidabad
E-NITno - 06/NGGP/2025
Dated: 14/10/2025 is here by invited through online by the Prodhan **Neallishpara Goaljan Gram Panchayat,** Berhampore, Murshidabad for civil works upto **10/11/25.** Details may be obtained from this office during office hours.
Sd/- Prodhan
Neallishpara-Goaljan G.P.

Khanakul-II Dev. Block
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING TENDER
The BDO Kh-II, **NIeT No.- 55/BDO Kh-II/2025-26, Date: 13.10.2025. Tender ID: 2025_ ZPHD_921794 _1 to 10.** Last date of bids ends on **07.11.2025 up to 06:00 PM. NIeT No.- 56/BDO Kh-II/2025-26, Date: 10.10.2025. Tender ID: 2025_ZPHD_922151_1 to 10.** Last date of bids ends on **07.11.2025 up to 06:00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Dev. Officer
Khanakul-II Dev. Block

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender No: - 13/2025-26 (1st Call),
Memo No: 1094/GM, Dated: - 14.10.2025
Following e-Tender is invited by this Municipal Authority for 08 No. development works at Booth No. 189 (Ward No. 08) under APAS Programme at Guskara Municipality. Last date of bid submission of e-tender is on 01.11.2025 up to 12.00 P.M. For details visit **www.wbtenders.gov.in, guskaramunicipality.co.in**
Sd/-
Executive Officer
Guskara Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
টেন্ডার নংঃ টিএম-জিআরসি-সিসিটিভি-এইচকিউ-এসএস-২০২৫ তারিখঃ ১৩.১০.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে এএসটিই/টিএম, গার্ডেনরীচ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০৪৩ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের বিবরণঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের হেডকোয়ার্টার গার্ডেনরীচ, কলকাতার সাউথ ক্যাম্পাসে সিসিটিভি নজরদারি ব্যবস্থা সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও কার্যনিয়োগ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যমানঃ** ৯২,৫৮,৯৪৫.৩০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,৮৫,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ** ১৮.১১.২০২৫ সকাল ১১টা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১২ মাস। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি **www.ireps.gov.in** -এও পাওয়া যাবে।
(PR-717)

পূর্ব রেলওয়ে
বিড নং : জিইএম/২০২৫/বি/৬৭৮২৭১৮, তারিখ ঃ ১৩.১০.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/বিজিবি, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য দুই প্যাকেট প্রণালীতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **বিবরণ:** কাস্টম বিড পরিষেবা - সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ - লিলুয়া থেকে বিইএসওয়াই-বিইকিউ-তে লোডিং, পরিবহন ও আনলোডিং করে বিক্রয়যোগ্য ফেরাস স্ক্র্যাপ অপসারণ। **অনুমিত বিড মূল্য :** ৮৩,২৬,৬৪৯ টাকা। **ইএমডি :** ১,৬৬,৫৩০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদ :** ২ বছর। **বিড অফারের বৈধতা (অন্তিম তারিখ থেকে) :** ৯০ দিন। **বিড বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০৩.১১.২০২৫, দুপুর ২টো। **বিড খোলার তারিখ ও সময় :** ০৩.১১.২০২৫, দুপুর ২.৩০ মিনিট। নথিপত্র সহ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি জিইএম পোর্টাল **https://gem.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। (MISC-232/2025-26)
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং ১, টেন্ডার নং : ইএলইজি-ওটি-১২৬৫-২০২৫-২৬, তারিখ ১০.১০.২৫। কাজের বিবরণ :** বিবিটি : এসএসই/ডব্লু/বিটি-র অধীনে সকল সংশ্লিষ্ট কাজ সহ অতিরিক্ত যাত্রী সুবিধা হিসেবে পিএফ শেডের নিচে পিএফ বেঞ্চ সহ পিএফ নং ১-এর উপর (৪টি) এবং পিএফ নং ২/৩-এর ওপর (৩টি) (মোট - ৭টি) অতিরিক্ত আইআরএস ধরনের শেডের (১৬.০০ মি x ৭.১৪ মি) ও (১৬.০০ মি x ৯.০০ মি) ব্যবস্থা। **ক্র.নং ২, টেন্ডার নং : ইএলইজি-ওটি-১২৬৬-২০২৫-২৬, তারিখ ১০.১০.২৫। কাজের বিবরণ:** এসইপি স্টেশনে যাত্রী কেন্দ্রিক সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব। **ক্র.নং ৩, টেন্ডার নং : ইএলইজি-ওটি-১২৭১-২০২৫-২৬, তারিখ ১০.১০.২৫। কাজের বিবরণ:** এক বছরের জন্য এসএসই/ই/জি/আইসি/সিপি-র অধিকারক্ষেত্রের অধীনে পানীয় জল ও ফোয়ারার জন্য সাবমার্সিবল পাম্প ও মোটর সেটের চালু মেরামতি চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য :** ২০,২২,৬৮১ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য), ৯,২৯,৫২৩ টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য) ও ২২,৬৩,৮৭৬ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৪০,৫০০ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য), ১৮,৬০০ টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য) ও ৪৫,৩০০ টাকা (ক্র.নং ৩-এর জন্য)। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য :** শূন্য প্রতিটির জন্য। **কাজ শেষের সময়সীমা :** ৬ মাস (ক্র.নং ১ ও ২-এর জন্য) ও ১২ মাস (ক্র.নং ৩-এর জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০৩.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ:** ০৩.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টোর পর প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার বিডিং শুরুর তারিখ:** ২০.১০.২০২৫ প্রতিটির জন্য। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। (SDAH-227/2025-26)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/684/25-26 Dated 13.10.2025	Repairing of Bituminous Road From Charaktola More To Parijat Appartment In Ward No-33 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 7,29,770.00

Bid Submission end date: **23.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/685/25-26 Dated 13.10.2025	Construction of Concrete Road from Sarad Pally Hanuman Mandir to Deshbandhu Park Auto Stand Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 21,15,494.00

Bid Submission end date: **30.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/683/25-26 Dated 13.10.2025	Construction of U.C. Ballah Pilling at Sabuj Sangha Club Pond Side,Ward No-33, Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 2,93,953.00
WBMAD/ULB/ RSM/686/25-26 Dated 13.10.2025	Upgradation of Concrete Road from H/O Badal Chaterjee to Mohanvata Rongkol Main Road Ward No.- 33 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,12,160.00
WBMAD/ULB/ RSM/687/25-26 Dated 13.10.2025	Construction of Concrete Road & Surface Drain from H/o Tarun Bose to Annapurnalaya Appartment(Durga Bari) of Ward No.- 33 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,19,810.00
WBMAD/ULB/ RSM/688/25-26 Dated 13.10.2025	Upgradation of C.C. Road from H/O Swapan Rauth to H/O Pradip Roy of Ward No.- 33 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,11,166.00
WBMAD/ULB/ RSM/689/25-26 Dated 13.10.2025	Improvement of Pavement Road From H/O Mantu Mondal To H/O Sushil Mondal, In Ward No-35 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,59,632.00

Bid Submission end date: **23.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/678/25-26 Dated 13.10.2025	Upgradation of C. C. Road & Drain from Paschim Nischintapur Purbapara 1 Muri Company to H/O Akram Mondal (Proposed Sl. No.- 3) at Booth No.- 212 of Ward No.- 33 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs 2,31,149.00
WBMAD/ULB/ RSM/679/25-26 Dated 13.10.2025	Upgradation of Surface Drain & Culvert from Mandir opposite of Cake Company to Paschim Nischintapur Play ground (Proposed Sl. No.- 4) at Booth No.- 212 of Ward No.- 33 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs 5,41,455.00
WBMAD/ULB/ RSM/680/25-26 Dated 13.10.2025	Upgradation of Concrete Road from H/O Kochi Buro to H/O Dipali Naskar (Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 144 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs 3,73,701.00
WBMAD/ULB/ RSM/681/25-26 Dated 13.10.2025	Upgradation of C. C. Road from H/O Brajobala Bhowmick to H/O Botu Mondal (Proposed Sl. No.- 2) at Booth No.- 144 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs 2,29,010.00
WBMAD/ULB/ RSM/682/25-26 Dated 13.10.2025	Upgradation of Surface Drain from Mazjid to H/O Bhombol Sardar (Khudiram Sarani) (Proposed Sl. No.- 3) at Booth No.- 144 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs 3,95,536.00

Bid Submission end date: **24.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/695/25-26 Dated 14.10.2025	Repair & Upgradation work of Concrete Road from Manas Mondal to Sanjay Mondal at Milantithi in Ward No.- 09 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 30 (Proposal Serial No - 01), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,28,582.90
WBMAD/ULB/ RSM/696/25-26 Dated 14.10.2025	Repair & Upgradation work of Concrete Road from Bidyut Das to Mamata Das at Bhowmick Park in Ward No.- 09 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 30 (Proposal Serial No - 02), within 147 Sonarpur Dakshin A.C	Rs. 1,42,009.00
WBMAD/ULB/ RSM/697/25-26 Dated 14.10.2025	Repair & Upgradation work of Concrete Road from Sadhan Mondal to Puja Naskar at Shubhas Pally in Ward No.- 09 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 30 (Proposal Serial No - 03), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 3,70,113.66
WBMAD/ULB/ RSM/698/25-26 Dated 14.10.2025	Repair & Upgradation work of Concrete Road from Jagorani Club to Shibsankar Bhattacharya at Bhowmick Park in Ward No.- 09 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 30 (Proposal Serial No - 05), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,58,198.17
WBMAD/ULB/ RSM/699/25-26 Dated 14.10.2025	Upgradation of Concrete road from H/O H/O Chitta Ranjan Das to H/O Ashoke Shaw, at Ward No- 21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 133, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,84,412.87
WBMAD/ULB/ RSM/700/25-26 Dated 14.10.2025	Upgradation of Concrete road from H/O Monoj Gayen towards Sukanta Sarani at Ward No- 21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 133, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 6,85,613.10
WBMAD/ULB/ RSM/701/25-26 Dated 14.10.2025	Upgradation of Concrete road from Md. Mannan House to Md. Javed's house & from Safi Alam house towards Md. Asgar's house in Ward No- 21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 149, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,55,341.84
WBMAD/ULB/ RSM/702/25-26 Dated 14.10.2025	Upgradation of Concrete road from Harun Rashid's house towards Nazni Begam's house in Ward No- 21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 149, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 4,31,356.07
WBMAD/ULB/ RSM/703/25-26 Dated 14.10.2025	Upgradation of Concrete road from Udyan Kayal's house toward Amay Bagani's House & from Md. Murshid house to Noor Islam's house in Ward No- 21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 149, Proposal SL No- 3, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,93,676.28
WBMAD/ULB/ RSM/704/25-26 Dated 14.10.2025	Upgradation of Drain From Nibedita Park to Manas Naskar In Ward No- 20 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 145, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,92,716.17
WBMAD/ULB/ RSM/705/25-26 Dated 14.10.2025	Upgradation of Concrete Road & Drain from Tapan Chatterjee house to Dr. Majumder house in Ward No-20, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-145, Proposal Sl No-2), Within 147, Sonarpur Dakshin	Rs. 2,14,117.13
WBMAD/ULB/ RSM/706/25-26 Dated 14.10.2025	Upgradation of Concrete Road With Drain From Swapan Nath House to Parul Nath House In Ward No- 20, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. Project Name-A.P.A-S, Poling Station- '145, Proposal SL No- 3 within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,66,061.28
WBMAD/ULB/ RSM/707/25-26 Dated 14.10.2025	Upgradation of Concrete Road & Drain from Muri factory to Niranjan Sribhastab house in Ward No- 20, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-145, Proposal Sl No-4), Within 147, Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,05,920.60

Bid Submission end date: **04.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/ 679/25-26 Dated 13.10.2025
E-Tenders are being Invited for : Upgradation of Surface Drain & Culvert from Mandir opposite of Cake Company to Paschim Nischintapur Play ground (Proposed Sl. No.- 4) at Booth No.- 212 of Ward No.- 33 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar. **a)Date of uploadation:** 15.10.2025 at 11-00 hrs. **b) Estimated Amount:** Rs5,41,455.00. **c) Documents download starting date & time:** 15.10.2025 at 11-00 hrs. **d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 24.10.2025 at 11-00 hrs.**e) Date & Time for Opening of Technical Bid** : 25.10.2025 at 11-05 hrs. **f) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**
SD/- Executive Officer
Rajpur-Sonarpur Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
1. Construction of C.C. Road.
Tender reference:
WBMAD/NIeT/180/BM/2025-26/APAS
Date: 14.10.2025
Tender ID: 2025_MAD_923869_1, 2025_MAD_923869_2, 2025_MAD_923869_3, 2025_MAD_923869_4, 2025_MAD_923869_5, 2025_MAD_923869_6, 2025_MAD_923869_7.
1. Bid Submission Start date- **14.10.2025 at 18.55.** 2. Prebid meeting date- **18.10.2025 at 12.00**. 3. End date- **04.11.2025 at 17.00.** 4. Bid opening date- **06.11.2025 at 17.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of C.C. Road in different booths, in ward no.-15, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.
Tender reference:
WBMAD/NIeT/133/BM/2025-26/APAS
Date: 13.10.2025
Tender ID- TENDER ID: 2025_MAD_921955_1, 2025_MAD_921955_2, 2025_MAD_921955_3, 2025_MAD_921955_4, 2025_MAD_921955_5, 2025_MAD_921955_6, 2025_MAD_921955_7, 2025_MAD_921955_8, 2025_MAD_921955_9.
1. Bid Submission Start date- **13.10.2025 at 18.55.** 2. Prebid meeting date- **17.10.2025 at 14.00.** 3. End date- **04.11.2025 at 17.00.** 4. Bid opening date- **06.11.2025 at 17.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
1.Construction of surface drain and Culvert in different booth at ward no-19 within Bongaon Municipality under the Scheme of AMADER PARA AMADER SAMADHAN (APAS).
Tender reference:
WBMAD/NIeT/175/BM/2025-26/APAS
Date: 14.10.2025
Tender ID: 2025_MAD_923733_1, 2025_MAD_923733_2
1. Bid Submission Start date- **14.10.2025 at 06.55 PM.** 2. Prebid meeting date- **25.10.2025 at 01.00 PM.** 3. End date- **04.11.2025 at 10.00 AM.** 4. Bid opening date- **06.11.2025 at 10.00 AM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
1.Construction of C.C Road in different booth at ward no-19 within Bongaon Municipality under the Scheme of AMADER PARA AMADER SAMADHAN (APAS).
Tender reference:
WBMAD/NIeT/174/BM/2025-26/APAS
Date: 14.10.2025
Tender ID: 2025_MAD_923288_1, 2025_MAD_923288_2, 2025_MAD_923288_3, 2025_MAD_923288_4, 2025_MAD_923288_5, 2025_MAD_923288_6, 2025_MAD_923288_7, 2025_MAD_923288_8, 2025_MAD_923288_9, 2025_MAD_923288_10
1. Bid Submission Start date- **14.10.2025 at 06.55 PM.** 2. Prebid meeting date- **25.10.2025 at 01.00 PM.** 3. End date- **04.11.2025 at 10.00 AM.** 4. Bid opening date- **06.11.2025 at 10.00 AM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

BONGAON MUNICIPALITY
1.Construction of surface drain in booth no. 255 at ward no-18 within Bongaon Municipality under the Scheme of AMADER PARA AMADER SAMADHAN (APAS).
Tender reference:
WBMAD/NIeT/137/BM/2025-26/APAS
Date: 13.10.2025
Tender ID: 2025_MAD_922729_1
1. Bid Submission Start date- **13.10.2025 at 06.55 PM.** 2. Prebid meeting date- **18.10.2025 at 01.00 PM.** 3. End date- **04.11.2025 at 10.00 AM.** 4. Bid opening date- **06.11.2025 at 10.00 AM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
1.Construction of C.C Road in different booth at ward no-18 within Bongaon Municipality under the Scheme of AMADER PARA AMADER SAMADHAN (APAS).
Tender reference:
WBMAD/NIeT/136/BM/2025-26/APAS
Date: 13.10.2025
Tender ID: 2025_MAD_922717_1, 2025_MAD_922717_2
1. Bid Submission Start date- **13.10.2025 at 06.55 PM.** 2. Prebid meeting date- **18.10.2025 at 01.00 PM.** 3. End date- **04.11.2025 at 10.00 AM.** 4. Bid opening date- **06.11.2025 at 10.00 AM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
1.Construction of surface drain in booth no. 248 at ward no-16 within Bongaon Municipality under the Scheme of AMADER PARA AMADER SAMADHAN (APAS).
Tender reference:
WBMAD/NIeT/135/BM/2025-26/APAS
Date: 13.10.2025
Tender ID: 2025_MAD_922685_1
1. Bid Submission Start date- **13.10.2025 at 06.55 PM.** 2. Prebid meeting date- **18.10.2025 at 01.00 PM.** 3. End date- **04.11.2025 at 10.00 AM.** 4. Bid opening date- **06.11.2025 at 10.00 AM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Surface Drain in different booth at ward no-12 within Bongaon Municipality under the Scheme of AMADER PARA AMADER SAMADHAN (APAS).
Tender reference - WBMAD/NIeT/144/BM/2025-26/APAS
Date: 13.10.2025
Tender ID- 2025_ MAD_922464_1,2025_ MAD_922464_7, 2025_MAD_922464_3, 2025_MAD_922464_4, 2025_MAD_922464_5. 2025 MAD_922464_6
Bid Submission Start date - **13.10.2025 at 5.00 PM.** Prebid meeting date - **17.10.2025 at 02.00 PM. End date-04.11.2025 at 12.00 PM.** Bid opening date:- **06.11.2025 at 12.00 PM**. All other information will be **available in the office of the Bongaon Municipality**
Sd/- Chairman
Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of C.C Road in different booth at ward no-13 within Bongaon Municipality under the Scheme of AMADER PARA AMADER SAMADHAN (APAS).
Tender reference - WBMAD/NIeT/145/BM/2025-26/ APAS, Date: 13.10.2025
Tender ID- 2025_ MAD_922654_1,2025_ MAD_922654_2, 2025 MAD_922654_3
Bid Submission Start date- 13.10.2025 at 5.00 PM 02.00 PM. End date-04.11.2025 at 12.00 PM Bid opening date: 06.11.2025 at 12.00 PM. All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- Chairman
Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of C.C Road at different booth at ward no. 13 within Bongaon Municipality under the Scheme of AMADER PARA AMADER SAMADHAN (APAS).
Tender reference - WBMAD/ NIeT/146/BM/2025-26/APAS Date: 13.10.2025
Tender ID- 2025_MAD_9227054_1, 2025_MAD-922654_2, 20025_ MAD_922654_3
Bid Submission Start date - **13.10.2025 at 5.00 PM.** Prebid meeting date - **17.10.2025 at 02.00 PM.** End date-**04.11.2025 at 12.00 PM.** Bid opening date:- **06.11.2025 at 12.00 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- Chairman
Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Sinking of drinking Tube-well in Ward No. - 07 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference:
WBMAD/NIeT/156/BM/2025-26/APAS
Date: 13.10.2025
Tender ID: 2025_MAD_922419_1,
1. Bid Submission Start date- **13.10.2025 at 18:55.** 2. Prebid meeting date- **17.10.2025 at 14:00.** 3. End date- **04.11.2025 at 10:00.** 4. Bid opening date- **06.11.2025 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Road in Ward No. - 20 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference:
WBMAD/NIeT/179/BM/2025-26/APAS
Date: 14.10.2025
Tender ID: 2025_MAD_923686_1, 2025_MAD_923686_2, 2025_MAD_923686_3, 2025_MAD_923686_4,
1. Bid Submission Start date- **14.10.2025 at 18:55.** 2. Prebid meeting date- **17.10.2025 at 14:00.** 3. End date- **04.11.2025 at 10:00.** 4. Bid opening date- **06.11.2025 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
1. Construction of Surface Drain in different booth at ward no-14 within Bongaon Municipality under the Scheme of AMADER PARA AMADER SAMADHAN (APAS).
Tender reference:
WBMAD/NIeT/178/BM/2025-26/APAS
Date: 14.10.2025
Tender ID: 2025_MAD_923413_1. 2025_MAD_923413_2, 2025_MAD_923413_4
1. Bid Submission Start date- **14.10.2025 at 5.00 PM.** 2. Prebid meeting date- **18.10.2025 at 02.00 PM.** 3. End date- **04.11.2025 at 12.00 PM.** 4. Bid opening date- **06.11.2025 at 12.00 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
1. Construction of Surface Drain in different booth at ward no-14 within Bongaon Municipality under the Scheme of AMADER PARA AMADER SAMADHAN (APAS).
Tender reference:
WBMAD/NIeT/177/BM/2025-26/APAS
Date: 14.10.2025
Tender ID: 2025_MAD_923204_1, 2025_MAD_923204_2, 2025_MAD_923204_3, 2025_MAD_923204_4
1. Bid Submission Start date- **14.10.2025 at 5.00 PM.** 2. Prebid meeting date- **18.10.2025 at 02.00 PM.** 3. End date- **04.11.2025 at 12.00 PM.** 4. Bid opening date- **06.11.2025 at 12.00 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
1. Construction of C.C.Road in different booth at ward no-12 within Bongaon Municipality under the Scheme of AMADER PARA AMADER SAMADHAN (APAS).
Tender reference:
WBMAD/NIeT/143/BM/2025-26/APAS
Date: 13.10.2025
Tender ID: 2025_MAD_922178_1, 2025_MAD_922178_2, 2025_MAD_922178_3, 2025_MAD_922178_4
1. Bid Submission Start date- **13.10.2025 at 5.00 PM.** 2. Prebid meeting date- **17.10.2025 at 02.00 PM.** 3. End date- **04.11.2025 at 12.00 PM.** 4. Bid opening date- **06.11.2025 at 12.00 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Sinking of drinking Tube-well in Ward No. - 09 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference:
WBMAD/NIeT/157/BM/2025-26/APAS
Date: 13.10.2025
Tender ID: 2025_MAD_922542_1, 2025_MAD_922542_2,
1. Bid Submission Start date- **13.10.2025 at 18:55.** 2. Prebid meeting date- **17.10.2025 at 14:00.** 3. End date- **04.11.2025 at 10:00.** 4. Bid opening date- **06.11.2025 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
1.Construction of C.C Road in different booth at ward no-16 within Bongaon Municipality under the Scheme of AMADER PARA AMADER SAMADHAN (APAS).
Tender reference:
WBMAD/NIeT/134/BM/2025-26/APAS
Date: 13.10.2025
Tender ID: 2025_MAD_922459_1, 2025_MAD_922459_2, 2025_MAD_922459_3, 2025_MAD_922459_4, 2025_MAD_922459_5, 2025_MAD_922459_6, 2025_MAD_922459_7, 2025_MAD_922459_8, 2025_MAD_922459_9
1. Bid Submission Start date- **13.10.2025 at 06.55 PM.** 2. Prebid meeting date- **18.10.2025 at 01.00 PM** 3. End date- **04.11.2025 at 10.00 AM.** 4. Bid opening date- **06.11.2025 at 10.00 AM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Sinking of drinking Tube-well in Ward No. - 03 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference:
WBMAD/NIeT/155/BM/2025-26/APAS
Date: 13.10.2025
Tender ID: 2025_MAD_922354_1, 2025_MAD_922354_2,
1. Bid Submission Start date- **13.10.2025 at 18:55.** 2. Prebid meeting date- **17.10.2025 at 14:00.** 3. End date- **04.11.2025 at 10:00.** 4. Bid opening date- **06.11.2025 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Road & Drain in Ward No. – 01,02,07,09,10 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference:
78/BM/2025-26/APAS Date: 11.10.2025,
79/BM/2025-26/APAS Date: 11.10.2025,
80/BM/2025-26/APAS Date: 11.10.2025,
81/BM/2025-26/APAS Date: 11.10.2025,
82/BM/2025-26/APAS Date: 11.10.2025,
83/BM/2025-26/APAS Date: 11.10.2025,
84/BM/2025-26/APAS Date: 11.10.2025,
1. Last date and time of receiving application for tender documents- **25.10.2025 Up to 12-00 PM.** 2. Last date and time of purchasing for tender documents- **30.10.2025 Up to 02-00 PM/** 3. Date, time and place for dropping of tender documents- **03.11.2025 Up to 02-00 PM.** 4. Date, time and place for Opening of tender document- **03.11.2025 Up to 04-00 PM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Drain in Ward No. - 10 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference:
WBMAD/NIeT/154/BM/2025-26/APAS
Date: 13.10.2025
Tender ID: 2025_MAD_922301_1, 2025_MAD_922301_2, 2025_MAD_922301_3, 2025_MAD_922301_4, 2025_MAD_922301_5, 2025_MAD_922301_6,
1. Bid Submission Start date- **13.10.2025 at 18:55.** 2. Prebid meeting date- **17.10.2025 at 14:00.** 3. End date- **04.11.2025 at 10:00.** 4. Bid opening date- **06.11.2025 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Drain in Ward No. - 09 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference:
WBMAD/NIeT/153/BM/2025-26/APAS
Date: 13.10.2025
Tender ID: 2025_MAD_922259_1, 2025_MAD_922259_2, 2025_MAD_922259_3, 2025_MAD_922259_4, 2025_MAD_922259_5,
1. Bid Submission Start date- **13.10.2025 at 18:55.** 2. Prebid meeting date- **17.10.2025 at 14:00.** 3. End date- **04.11.2025 at 10:00.** 4. Bid opening date- **06.11.2025 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Drain in Ward No. - 07 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference:
WBMAD/NIeT/152/BM/2025-26/APAS
Date: 13.10.2025
Tender ID: 2025_MAD_922227_1, 2025_MAD_922227_2, 2025_MAD_922227_3,
1. Bid Submission Start date- **13.10.2025 at 18:55.** 2. Prebid meeting date- **17.10.2025 at 14:00.** 3. End date- **04.11.2025 at 10:00.** 4. Bid opening date- **06.11.2025 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Drain in Ward No. - 02 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference:
WBMAD/NIeT/151/BM/2025-26/APAS
Date: 13.10.2025
Tender ID: 2025_MAD_922197_1.
1. Bid Submission Start date- **13.10.2025 at 18:55.** 2. Prebid meeting date- **17.10.2025 at 14:00.** 3. End date- **04.11.2025 at 10:00.** 4. Bid opening date- **06.11.2025 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Drain in Ward No. - 01 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference:
WBMAD/NIeT/150/BM/2025-26/APAS
Date: 13.10.2025
Tender ID: 2025_MAD_922155_1, 2025_MAD_922155_2, 2025_MAD_922155_3, 2025_MAD_922155_4, 2025_MAD_922155_6, 2025_MAD_922155_7,
1. Bid Submission Start date- **13.10.2025 at 18:55.** 2. Prebid meeting date- **17.10.2025 at 14:00.** 3. End date- **04.11.2025 at 10:00.** 4. Bid opening date- **06.11.2025 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Road in Ward No. - 09 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference:
WBMAD/NIeT/87/BM/2025-26/APAS
Date: 11.10.2025
Tender ID: 2025_MAD_921099_1, 2025_MAD_921099_2, 2025_MAD_921099_3, 2025_MAD_921099_4, 2025_MAD_921099_5,
1. Bid Submission Start date- **11.10.2025 at 18:55.** 2. Prebid meeting date- **17.10.2025 at 14:00.** 3. End date- **04.11.2025 at 10:00.** 4. Bid opening date- **06.11.2025 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Road in Ward No. - 10 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference:
WBMAD/NIeT/149/BM/2025-26/APAS
Date: 13.10.2025
Tender ID: 2025_MAD_922116_1, 2025_MAD_922116_2, 2025_MAD_922116_3, 2025_MAD_922116_4, 2025_MAD_922116_5, 2025_MAD_922116_6,
1. Bid Submission Start date- **13.10.2025 at 18:55.** 2. Prebid meeting date- **17.10.2025 at 14:00.** 3. End date- **04.11.2025 at 10:00.** 4. Bid opening date- **06.11.2025 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Road in Ward No. - 01 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)"
Tender reference:
WBMAD/NIeT/85/BM/2025-26/APAS
Date: 11.10.2025
Tender ID: 2025_MAD_920977_1, 2025_MAD_920977_2 , 2025_MAD_920977_3
1. Bid Submission Start date- **11.10.2025 at 18:55.** 2. Prebid meeting date- **17.10.2025 at 14:00.** 3. End date- **04.11.2025 at 10:00.** 4. Bid opening date- **06.11.2025 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ১৫ অক্টোবর ২০২৫ • পেজ ৮

মেচুখা
অরুণাচলের মিনি সুইজারল্যান্ড

ড. গৌতম সরকার

আলং থেকে মেচুখার দূরত্ব ১৮০ কিলোমিটার হলেও পাহাড় কেটে রাস্তা চওড়া করার কারণে পৌঁছতে ছয়-সাত ঘণ্টা লাগবে। এছাড়া কাজ চলার জন্য রাস্তা বিভিন্ন জায়গায় আটকে দিচ্ছে, তাই ভোরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরোনো দরকার বেরোতে সওয়া ছটা হল, প্রথম দিককার রাস্তা মাখনের মত, বেশ কিছু বর্ধিষ্ণু গ্রাম পেরিয়ে পৌঁছলাম কামকা। কামকা একটা বড় শহর, বাড়িঘর, দোকানপাট, ব্যাঙ্ক মিলে বেশ বিস্তীর্ণ এক জনপদ। কামকা পেরিয়ে এক পুলিশ চেকপোস্টে এসে গাড়ি আটকে গেল, কাজ চলছে তাই সাড়ে নটা পর্যন্ত গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকবে, ঘড়িতে তখন পৌনে নটা আর মেচুখা আসতে ৮৯ কিলোমিটার বাকি। তবে এখানে একটা কোয়ালিটি ব্রেক হয়ে গেল, চায়ের সাথে ম্যাগি খেয়ে ব্রেকফাস্টের ঝামেলা মিটিয়ে ফেললাম। গাড়ি ছাড়ার পর মন্দের ভালো রাস্তা দিয়ে পেরিয়ে যেতে লাগলাম বোগু, দীপু, তাতো নামের ছবির মত কিছু গ্রাম, এরপর গাড়ি যত এগোতে লাগল রাস্তা খারাপ হতে হতে অবশেষে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল। তবে তাতোর আসার আগে দুটি নয়ন মনোহর ঝর্ণা পথের কষ্ট অনেকটা ভুলিয়ে দিল। প্রথম ঝর্ণাটির নাম 'সিকো দিদো' ওয়াটার ফল। প্রায় ২০০ ফুট উচ্চতা থেকে ঝরে পড়া এই ঝর্ণার শীতের সময়ে জলের ভান্ডার কম হলেও দীর্ঘাঙ্গী এই ঝর্ণার শ্বেতশুভ্র রূপ পথচারীকে মুগ্ধ করবে। দ্বিতীয় ঝর্ণা এল আরও ঘণ্টা খানেক পরে, এটা মনে হল আরও উঁচু থেকে ঝরে পড়ছে, তবে নাম কোথাও পেলাম না। তারপর আবার শুরু হল রাস্তার দুর্গতি। প্রথম অর্ধেক রাস্তা আড়াই ঘণ্টার কম সময়ে এসে, পরের অর্ধেক আসতে সময় লাগল প্রায় সাড়ে চারঘন্টা। মেচুখায় দুটো নাগাদ হোটেলে চেক ইন করে কাছের বুদ্ধা কিচেনে ভেজ থালির সাথে গরম গরম ওমলেট খেয়ে দুপুরের আহারপর্ব সারলাম।

মেচুখা পৌঁছে ২৭০ ডিগ্রী আকাশ পরিসীমায় তুষারধবল কিরীটচূড়া দেখে অভিভূত হয়ে পড়লাম হোটেলের ঘর সংলগ্ন ছাদ থেকে মেচুখার পাহাড় প্রকৃতি চোখের পরিসীমায় ধরা পড়ছে। আমাদের ঘরের পিছনে প্রায় আধা আকাশ ছড়ানো বরফ পাহাড় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বেরিয়ে সেদিক পানে হাঁটতে লাগলাম। এদিকটা বসতি বেশি, হোমস্টের সংখ্যা হাতেগোনা। একটু ঘুরেফিরে ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে একটা ক্যাফেতে গিয়ে ঢুকলাম। কফি খেয়ে বাজারের দিকে গেলাম। সাতটা নাগাদ হোটেলে ফিরলাম।

পরদিন ভোরে বাজার এলাকা ছাড়িয়ে বাঁদিকের রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে ইয়ারগাব নদীর দেখা পেলাম ভোরের ভারী কুয়াশা ভেদ করে চোখে পড়ল নদীর বুকে এক ঝুলন্ত সেতু কাঠের সিঁড়ির ধাপে ধাপে শিশির পড়েছে, পা পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তাই সাবধানে পা টিপে টিপে সময় ধরে পার হলাম। আকাশ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে, হালকা রোদ্দুর চরাচর বাদামী রঙে ভরিয়ে তুলছে। পাটাতনের বরফকণা গলতে শুরু করেছে, পারাপার অনেক সহজ হয়ে গেছে। ওখান থেকে হোটেলে ফিরে স্নান করে ব্রেকফাস্ট করে নিলাম। আজ আমরা মেচুখার আশপাশের কয়েকটা জায়গা দেখে নেব।

মেচুখায় এসে বর্ডার যাওয়াটা দস্তুর, ইন্দো-চায়না সীমানা। মেচুখা থেকে পারমিট বানিয়ে যেতে হবে। আজকের প্রথম গন্তব্য ছিল 'দোর্জিলিং' ভিলেজ, দূরত্ব পাঁচ কিলোমিটার। গ্রামের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে ইয়ারগাব নদী, পাড়ে ছাড়া ছাড়া রঙবেরঙের কটেজ, ওপরে বাদামী ঘাসের ঢিপি, তার উপরে উত্যুঙ্গ পাহাড়, আর সবার উপর শোভা পাচ্ছে বরফে মোড়া কিরীটচূড়া গ্রাম ছাড়িয়ে কিছুটা এগিয়ে গেলে একটা ভাঙা হ্যাঙ্গিং ব্রিজ পড়বে। নদী এখানে ক্ষীণকায়া হলেও উচ্ছল। ছোট বড় নুড়িপাথরের মধ্যে দিয়ে কলকল শব্দে দ্রুত বেগে বয়ে চলেছে।

পরের গন্তব্য গুরুনানক তপোস্থান ও গুরুদোয়ারা। ঘন জঙ্গলের মধ্যে বেশ কয়েক কিলোমিটার উজিয়ে একটা জায়গায় পৌঁছলাম, এখানে একটা 'লাকি স্টোন' আছে, দর্শনার্থীরা তাঁদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারেন। মূল রাস্তা ছেড়ে বেশ কিছু সিঁড়ি উঠে নেমে নদীর কাছে পৌঁছতে হয়। এখানে নদী বেগে বয়ে চলেছে, নদীর পাশেই জলভরা ছোট দুই নালা। এরমধ্যে আছে কিছু কালো আর কিছু সাদা পাথর। হাত ডুবিয়ে সাদা পাথর তুললে 'গুড লাক' আর কালো পাথর উঠে এলে 'ব্যাড লাক'। ওখান থেকে একটু ওপরেই তপোস্থান ও গুরুদোয়ারা। ১৯৮০ সালে ভারতীয় সেনারা এই গুরুদোয়ারা নির্মাণ করেন, এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ভারতীয় সেনার হাতে। কথিত আছে গুরুনানকজী তাঁর তিব্বত যাত্রাকালে এই জায়গায় কিছুদিন থেকে তপস্যা করেন, সেখানে পাথরের উপর তাঁর শরীরের ছাপ রয়েছে।, এখানে প্রতিদিন ভাণ্ডারা চলে। গুরুদোয়ারা দর্শন, ভান্ডারায় খাওয়া এইসব সারতে অনেকটা সময় চলে গেল। আমাদের পরের গন্তব্য ছিল সামতেন ইয়ংচা মনাস্ট্রি, পাহাড়ের শিখরের অবস্থিত এই বুদ্ধমন্দির ৪০০ বছরের পুরোনো। এখানে ভগবান বুদ্ধের এক সোনালী অতিকায় ধ্যানরত মূর্তি শোভা পাচ্ছে। মনাস্ট্রির দেওয়ালের স্থাপত্য, পদ্মসম্ভবের মূর্তি এবং সংগৃহীত প্রাচীন পুঁথি এককথায় অনবদ্য। ওপর থেকে পাখির চোখে সমগ্র মেচুখা উপত্যকার সৌন্দর্য মন ভরিয়ে দেবে। মূল মনাস্ট্রির নিচেও একটা ছোট মনাস্ট্রি আছে।

দিনের শেষ স্পট ছিল নিউ গোম্ফা। আমাদের হোটেল পেরিয়ে এক কিলোমিটার উপরে নতুন গোম্ফা বানানো হচ্ছে। যদিও এখন সওয়া চারটে বাজে চারদিক জুড়ে সন্ধ্যে নেমে এসেছে, মনাস্ট্রি চত্বরে কেউ নেই, মন্দিরের দরজা বন্ধ। ব্যর্থ মনোরথে ফিরে এলাম। ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, সন্ধ্যে ছটায় সব দোকান বন্ধ হয়ে যায় আর রাত আটটার মধ্যে তামাম মেচুখা ঘুমিয়ে পরে।

কালিম্পং এর ডেলো পার্ক

অধ্যাপক ড.জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

কালিম্পং এর ডেলো পাহাড়ের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করবেই । যারা পাহাড়ে বেড়াতে ভালোবাসেন , তারা একবার অবশ্যই ডেলো পাহাড়ে ঘুরে আসতে পারেন। দার্জিলিং এর অদূরে কালিম্পং শহরে এই ডেলো পাহাড় অবস্থিত। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৫৫৯০ ফুট উঁচুতে এই ডেলো পাহাড়। এখানে রয়েছে একটি জলাধার, যা থেকে কালিম্পং শহরে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। কালিম্পং শহরের উত্তর পূর্ব দিকে এই ডেলো পাহাড় অবস্থিত।

কালিম্পংএর অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে যে পর্যটকরা বারে বারে এখানে কেন আসে, আমরা বরং তা দেখে নেব। এখানে তৈরী করা হয়েছে একটি দৃষ্টিনন্দন পার্ক, যা পর্যটকদের মুগ্ধ করবেই। নানারকম বাহারি ফুলের সমারোহ রয়েছে ডেলো পাহাড়ের পার্কটিতে । আছে প্রচুর বৃক্ষরাজি, যা প্রকৃতিকে আরো সবুজায়ন করেছে। এই পার্কে একটি খালের উপর আছে একটি কাঠের তৈরী সেতু , যা পার হয়ে পার্কের ওপারে যাওয়া যায় । অনেককে দেখলাম সেতুর উপর ওঠে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ছবি তুলতে ব্যস্ত। আবার একদিকে রয়েছে, I LOVE KALIMPONG, লেখা একটি সেলফি জোন।

ডেলো পাহাড়, গত ১০ বছর আগে পশ্চিম বঙ্গের মানুষের মুখে মুখে ঘুরছিলো। এইজন্য নয় যে এটি একটি সুন্দর পর্যটন কেন্দ্র। কালিম্পংএর এই ডেলো পাহাড়ের উপরে রয়েছে একটি সুন্দর গেস্ট হাউস, যে গেস্ট হাউসে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কিত মিটিং হয়েছিলো। তারপর থেকে পর্যটন কেন্দ্র ডেলো পাহাড়ের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। মিটিং আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু ডেলো পাহাড়ে গেস্ট হাউসে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন মিটিং হয়। স্থানীয়দের কাছে শুনেছি মুখ্যমন্ত্রী কালিম্পং গেলে এই হোটেলেই মিটিং করেন। কালিম্পং শহরটি ডেলো পাহাড় এবং ডুরপিন পাহাড়ের মাঝাখানে অবস্থিত। কালিম্পং শহরকে ঘিরে রেখেছে রেলি গ্রাম তিস্তা নদী এবং তার অববাহিকা, যার দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য ডেলো পাহাড় থেকে দেখতে পাওয়া যায়।

কালিম্পং শহরটি অনেক প্রাচীন। রয়েছে পর্যটকদের থাকার জন্য নামীদামী অনেক হোটেল। আপনি আগে থেকে হোটেল বুকিং করে আসতে পারেন। শহর থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার দূরে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত একটি বাংলো গৌরীপুর হাউস, যা রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করেছে। আপনি সেখানেও ঘুরে আসতে পারেন। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে কালিম্পং এর এই বাংলো বাড়ি গৌরীপুর হাউসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাধিকবার থেকেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার ৭৮ তম জন্মদিনে রচিত 'জন্মদিন' কবিতা তিনি নিজে আবৃত্তি করেছিলেন। কবির সেই আবৃত্তি এখান থেকেই সরাসরি আকাশবাণীতে সম্প্রচার হয়েছিলো। তাই ঘুরে আসতে পারেন গৌরীপুর হাউসও।

কোলকাতা থেকে অনেক ট্রেন আছে যা আপনাকে জলপাইগুড়ি পৌঁছে দেবে। সেখান থেকে শিলিগুড়ি পৌঁছে গাড়ি ভাড়া করে কালিম্পং। কোলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিলিগুড়ির বাস ছাড়ে। তাই শিলিগুড়ি গিয়ে গাড়ি করে কালিম্পং।

ঘুরে আসুন মহানাদের কালী মন্দির

ডাঃ শামসুল হক

আর কয়েক বছর পর ই দুশো বছর পূর্ণ করবে হুগলি জেলার মহানাদের অতি প্রসিদ্ধ সেই কালী মন্দির। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই তৈরি হয়েছিল সেই মন্দির। আর তার প্রতিষ্ঠাতা হলেন সেই সময়ের জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগী মহাশয়। সেজন্য অবশ্য তাঁকেও অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। দিনরাত এক করে দিয়ে তিনি পৌঁছেছিলেন তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে এবং পেয়েছিলেন সকলের আশীর্বাদও।

১৮৩০ সালে মহানাদের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই মন্দির । আর তার জন্য প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল অনেক বুঝে সুঝেই। কারণ সেইসময় গভীর ঘন বনজঙ্গলে ভরপুর ছিল সেই অঞ্চল। সেইসব কেটে মন্দির তৈরির উপযোগী একটা স্থান হিসেবে গড়ে তোলার পর স্থাপিত হয়েছিল মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তরও।

মহানাদ কালি মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগী মহাশয় ছিলেন সেইসময়ের নামজাদা একজন ব্যবসায়ী। হরেক রকমের ব্যবসায়িক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ও ছিলেন তিনি। সেইসঙ্গে আবার জমিদারীও। ছিলেন ধর্মপ্রাণ একজন মানুষও । তাই সব ধরণের মানুষজনদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার তাগিদেই সেখানে একটা কালী মন্দিরের প্রতিষ্টার জন্য তিনি মনস্থির ও করেছিলেন।

সেইসময় তাঁর বাড়িতে প্রতিবছর অবশ্য একেবারে নিয়ম করেই আয়োজন করা হয় দূর্গা পূজার। অত্যন্ত জমজমাট সেই পুজোয় হাজির থাকতেন দূরদূরান্তের অনেক মানুষজনও। শুধু তাই নয়, পাশাপাশি বেশ কয়েকটা জেলা থেকেও অনেকে ছুটে আসতেন জমিদার বাড়ির সেই পুজো স্বচক্ষে পরখ করার জন্য।

শুধু দূর্গা পূজাই নয় জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগীর বাড়িতে প্রতিবছরই নিয়ম করে আয়োজন করা হত লক্ষ্মীপূজা এবং জগদ্ধাত্রী পূজারও। কিন্তু পুজোর শেষে প্রতিমা বিসর্জন খুব তাড়াতাড়িই হয়ে যেত বলে অনেকে ঠিক সেইভাবে পুজোকে উপলব্ধি করতেও পারতেন না। তাই মনের মধ্যে কিছুটা আফসোস ও সৃষ্টি হয়।

সেইসব দেখে জমিদারবাবু মনে মনে ব্যথিতও হতেন। তাই তিনি ঠিক করেন যে এবার সেখানে একটা কালী মন্দির স্থাপিত করবেন। সকলের সঙ্গে শলাপরামর্শের পর মন্দির নির্মাণের জন্য তিনি স্থানও ঠিক করে ফেলেন।

কাছাকাছি অঞ্চলের ঘন জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য লোকও লাগিয়ে দেন তিনি। সেজন্য অবশ্য সময়ও লেগেছিল অনেক। কিন্তু অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভবও হয়েছিল তাঁর পক্ষে। স্থাপিত হয়েছিল মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তরও। ১৮৩০ সালে ধূমধাম সহকারে উদ্বোধন হয় সেই কালি মন্দিরেরও।

কথিত আছে মহাকালের সেই মন্দিরেরই টানে কলকাতার জানবাজারের জমিদার বাড়ি থেকে রাণী রাসমণিও ছুটে এসেছিলেন মহানাদে। আর তাতে তিনি এতটাই তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তারপর মন্দির দেখার জন্য যখন তখনই তিনি ছুটেও আসতেন সেখানে।

১৮৩৮ সালে স্বামী হারা হওয়ার পর জমিদারীর দায়িত্বভার পড়ে তাঁরই উপর। তারপর তিনি স্থির করেন কাশীতে গিয়ে দেবী অন্নপূর্ণার পুজো দেবেন। যাওয়ার জন্য সবকিছু ঠিকও। কিন্তু হঠাৎ স্বপ্নাদেশ পান তিনি, দেবী তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন, পুজো দেওয়ার জন্য দেশ ছেড়ে এতদূর আসার কোন প্রয়োজন নেই। কলকাতারই কাছাকাছি গঙ্গার তীরবর্তী কোন এক জায়গায় মন্দির নির্মাণ করে সেখানে পুজো দিলেই চলবে।

ফলে শুরু হয় প্রস্তুতি। চলে মন্দির নির্মাণের কাজ। ১৮৫৫ সালের ৩১ শে মে দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার তীরে সেই মন্দিরের উদ্বোধনও হয়। আর সেই মন্দিরের সঙ্গে মিল পাওয়া যায় মহাকালের মন্দিরেরও।

মহানাদের মন্দিরে পুজো হয় সারা বছরই। শনি এবং মঙ্গলবার হয় বিশেষ পুজো। প্রথা মেনে প্রতি অমাবস্যায় হয় ছাগ বলিও ।